উপন্যাস
নবপর্যায়
গ্রামবার্তা প্রকাশিকা
স্বপন পাণ্ডা

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা

প্রীতিভাজন
সৌরভকে
নিরন্তর বন্ধুতা কামনায়
! স্বপন পাণ্ডা
১৫/২/২০২০

স্বপন পাণ্ডা

তালপাতা

GRAMBATRA PRAKASIKA
A Novel of a different kind
by Swapan Panda

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০১৬

প্রকাশক
গৌতম সেনগুপ্ত
তালপাতা
অম্বা অ্যাপার্টমেন্ট
এ-৩৮ ভিআইপি পার্ক, কলকাতা-৭০০১০১
talpata.bookpublishing@gmail.com
ফোন: ৮৪২০৮৮৭৯১০

প্রচ্ছদ
দিলীপকুমার

ISBN: 978-93-83014-14-9

মুদ্রক
জয়শ্রী প্রেস
৯১/১বি, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৭০০০০৯

দাম: ২০০ টাকা

উৎসর্গ

'কাঙাল' হরিনাথ মজুমদার

"পরাধীনতার কত দুঃখ, কত যাতনা, তাহা পরাধীনেরাই বিশেষ অবগত আছে। হতভাগ্য বঙ্গসন্তান চিরকাল পরাধীন। চিরকাল পরের নাথি খাইতে ২ তাহাদের জীবন অতিবাহিত হইল।"

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা॥ মে, ১৮৮০

কৃতজ্ঞতা

প্রেস ইনফরমেশন বুরো সংকেত

প্রতিভাস কম্পাস নীললোহিত

শিল্প ভাষা আকাদেমি নবাবী

কঙ্ক কালপ্রতিমা ডার্করুম

এবং

রামরাম চট্টোপাধ্যায়

রামকুমার মুখোপাধ্যায় গৌতম সেনগুপ্ত

মণীষা বন্দ্যোপাধ্যায় সব্যসাচী সরকার

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়

সুকান্তি দত্ত

কুন্তল মিত্র

সুদীপ চক্রবর্তী

হরিনাথ মজুমদারের মৃত্যুর শতবর্ষে, ১৯৯৬ নাগাদ এ উপন্যাসের কথা মাথায় আসে। সময়টা তখন অজস্র টুকরোয় ভর্তি— ছোট বড় সাদা কালো রঙিন। বাইরের বড় সময়ের আর ভেতরের ছোট সময়ের ঘষায় তৈরি হচ্ছে অজস্র আগুনে নকশা। সে নকশা ধরতেই প্রায় স্বপ্নাদিষ্ট লেখক আশ্রয় খোঁজে হরিনাথের গ্রামবার্তা প্রকাশিকায়। হরিনাথ গ্রামবার্তা প্রকাশ করেছিলেন সেদিনের গরিব দুঃখী মানুষজনের কথা বলবেন বলে। এই উপন্যাসেও আছেন বাংলার গঞ্জ-গাঁয়ের দুঃখী লোকজন, যাঁদের সর্বাঙ্গে লেগে আছে এই সময়ের অভিশাপ।

যে সব পত্র-পত্রিকা টুকরো আকারে এই লেখাগুলো ছেপেছেন, বই হয়ে বেরনোর আগে বা পরে যে-বন্ধুরা *নব পর্যায়ে গ্রামবার্তা*-কে উৎসাহ জুগিয়েছেন, তাঁদের সবার কাছে লেখক কৃতজ্ঞ।

আমি নিশ্চিত, এ-বইয়ের কোনো বিক্রয়-ভবিষ্য নেই। তবু, প্রিয় লেখক গৌতম সেনগুপ্ত-র জিদ আর দোস্তানার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।

জগদ্ধাত্রী পুজো ২০১৬

স্বপন পাণ্ডা
গুরুদাস কলেজ

গুণালোকপ্রদা দোষপ্রদোষধ্বান্তচন্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা।।

—গিরীশ বিদ্যারত্ন

নব পর্যায়

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা

৩য় বর্ষ ১ম সন্দর্ভ

সর্ষের মধ্যে ভূত—বাপের পেটে পুত!

নিজস্ব সংবাদদাতা : বেলবনি—৩রা আষাঢ়—ডাকাতি ও ধর্ষণ, এগারোটি মামলার আসামী যুধি সর্দার অবশেষে ধরা পড়ল। পঞ্চায়েত প্রধান দুলাল পাত্রর গোয়ালঘর থেকে আজ ভোরে তাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। পাত্র ভাঙবে, তবু মচকাবে না; তার সাফ কথা—"গুয়ালে গাই গরু কিছুই নেই, সব বিচে দিয়েছি। চান্দিকে জঙ্গ ল। দিনের বেলায়ই কেও যায় না তো রাত! যুদি-মুদি কাউকে কস্মিনকালে চিনিই না। সামনে পঞ্চাৎ ভোট—ওরা আমাকে ফাঁসাতে চাইছে। পুলিশের সাথে তো ওরাদের এখন মাগ-ভাতারি সম্পক্কো! দেখা যাক। এর জবাব আমি আর কি দেব, দেবে জনগণ।"

গোয়ালঘর থেকে পুলিশ কয়েকটি কাঁচি মদের বোতল, জ্যারিকেন, একটি পাইপগান, কয়েকটি ভোজালি, নগদ ১৩ হাজার টাকা আর কিছু সোনা-দানাও উদ্ধার করেছে। তাদের অনুমান, এখানে যুধির দু-চার জন সাগরেদও ছিল; পালের গোদাটিকেই শুধু কব্জায় পাওয়া গেল, চ্যালাগুলি হাপিস! —'দাগী অপরাধীকে আশ্রয় দেবার জন্য দুলালকেও গ্রেপ্তার করতে হবে'—এই দাবিতে বিরোধীরা কাল নাকি থানা ঘেরাও করবেন।

জোনাল কমিটির নেতা বিমান মাইতি অবশ্য সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন—"বিগত ১৫ বছর ধরে দুলালবাবু মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন—তিনি জনদরদী নেতা এবং ছাত্রদরদী শিক্ষক—প্রতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে টেস্টপেপার দেন। তঁর পক্ষে, একটা জঘন্য লোফারকে আশ্রয় দেওয়া—শুধু অসম্ভব নয়, অবান্তর। এগুলি পেটি পলিটিকস।" তিনি আরও ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন—দুলালকে গ্রেপ্তার করতে এলে জনগণ রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে।

চাল চালাকি

নিজস্ব প্রতিবেদন : মিড-ডে মিল চালু হয়ে ইস্কুলগুলিতে ভিড় বাড়ছে। রামা-শ্যামা-যোদো-মোদো সব্বাই বাচ্চাদের দাখিল করছে, কেননা দু-মুঠো ভাত তো পাবে। স্কুল বাড়িগুলি ভূত-পেত্নির আস্তানা বিশেষ। কোথাও বা ঘর-বাড়ি কিসসু নেই—গাছতলাটি সার—যেথায় শিক্ষা, সেথায়ই সরকারি চাল ভিক্ষা। কম বয়েসি দিদিমণিরা তিড়িং তিড়িং লাফাচ্ছেন আর হাঁক পাড়ছেন—ল্যাক ল্যাক! লিখবে কেটায়? আনাজ কুটছে, সাদা সাদা মনোহর ডিম সেদ্ধ হচ্ছে, হাঁড়িতে বগবগিয়ে ফুটছে ভাত, —সেই দিকেই ড্যাব ড্যাব।

অনেক জায়গায় দেখা গেল ফি-হপ্তায় কাড়া-আঁকাড়া চাল ধরিয়ে দিচ্ছেন মাস্টাররা। চাল বিলোবার দিনটিতে ইস্কুল বেশ সরগরম। 'বাচ্চাদের চাল দেন কেন—রান্না করে তো খাওয়াবার কথা'—এ কথা শুনেই রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়েন শীতলাতলা স্কুলের হেডমাস্টার কামাখ্যাবাবু—'আমরা কি বাজার সরকার না রাঁধুনী, চাকর না মাস্টার? জনগণনা করতে হবে—মাস্টারকে লাগাও, ভোটার লিস্টি বানাতে হবে, মাস্টারকে জুতে দাও, বাচ্চাদের না খেতে দিলে স্কুলে আসবে না—বাজার করো, চুলো কাটো, আনাজ কুটো, রাঁধবার লোক খোঁজো, নয় নিজে খুন্তি-হাতা নিয়ে কোমর কষে লেগে পড়। পড়াবটা কখন মশায়?'

তাঁর বক্তব্য, চাল দেবার পেছনে আসল কারণ—ইস্কুলে বারো জাতের ছেলে-পিলে আসে। বামুন-বদ্যি ঘরের গুটি কয় বাদ দিলে সবই চাষা; কিছু তাঁতী আর এক দুটি ডোমও আছে। এক পঙক্তিতে বসিয়ে খাওয়ালেই ঝামেলা। পার্টি, পঞ্চায়েত, বিরোধী কেউই এ ব্যাপারে রা টি কাড়বে না। ওদের যে আবার ভোটের ভয় মহাভয়। অগত্যা চাল। —'জাত-ভিকিরির দেশ মশায়—এডুকেশন কি গাছে ফলে'?

জীবন্ত খেজুর গাছ—বুজরুকি না বিজ্ঞান?

হাটগোলকপুর থেকে সারোয়ার হোসেনের আশ্চর্য প্রতিবেদন : একবিংশ শতাব্দীর বিস্ময়, জীবন্ত খেজুর গাছ! আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু সেই কত বছর আগেই প্রমাণ করে গেছেন—উদ্ভিদের দেহে প্রাণ আছে। কিন্তু গাছ কি নিজেই নড়াচড়া করতে পারে?

লোকের প্রত্যয় হয় না। হাটগোলকপুরের রফিক মিঞার ডোবার ধারের খেজুর গাছটি কিন্তু ঘন্টায় পাক্কা ছ'ইঞ্চি ওঠে, আবার ফিরতি ঘন্টায় নেমে আসে ঠিক ছ'ইঞ্চি। গাছের এই নড়াচড়া প্রথম নজরে আসে সাকিনা বিবির। সে গাছের গুঁড়িটিতেই চেপে ছিপ ফেলছিল। জন্ম-ব্যাঁকা গাছের উলোঝুলো মাথাটি ছিল জলে ছোঁয়া। হঠাৎ দ্যাখে গাছটি যেন তাকে নিয়ে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। গাছের জলে-ডোবা মাথাটি থেকে জল ঝরছে। খবর চাউর হয়ে যায় আগুনের পারা। পাঁচ গ্রাম থেকে খেত-জমিনের কাজ ফেলে লোকে ছুটে আসতে থাকে আর ফ্যালফ্যালিয়ে দ্যাখে এই অবাক কান্ড।

হাটুরে-মাঠুরে লোকজনদের মেলা দেখে চতুর রফিক সাকিনাকে বসিয়ে দেয় গাছের ধারে। ক'দিন ধরে ওরা বিস্তর চপ-বেগুনি ছাঁকছে আর টাকা কামাচ্ছে। কে একজন বলেছিল—চার আনা করে টিকিট করে দাও মিঞা—ঢের কামাই! রফিক রাজি হয় নি। কারণ সে এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তার কথাটি বেশ—'সবই আল্লারসুলের কিরামতি, দেখুক না, সবাই দেখুক; টিকিট করলে খোদা আমায় সিধা দোজখের কাঁচি সড়ক দেখিয়ে দিবে।' তবে, লোকজনের ভিড়-ভাট্টা দেখে গাঁয়ের যুবকবৃন্দ স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে, লাইন ক'রে সুশৃঙ্খলভাবে লোক ঢোকাচ্ছেন, বার ক'রেও দিচ্ছেন। দু'একজন কলেজ-পড়ুয়া ছেলে- ছোকরা অবশ্য পুরো ব্যাপারটি 'বুজরুকি' ব'লে উড়িয়ে দিতে চাইছেন, কিন্তু এঁরা সংখ্যালঘু; তাছাড়া খেজুর গাছের নড়াচড়ার কারণও তাঁরা দেখাতে পারেন নি। লোক্যাল কমিটির বিশিষ্ট নেতা ও জিলা পরিষদ মেম্বার দিলদার হোসেন সাহেব বৃক্ষটি পরিদর্শন ক'রে বিস্মিত, তবে 'ইয়ের পিছনে সাইন্স আছে' বলেই তাঁর বিশ্বাস। তিনি রফিককে সতর্ক ক'রে দেন—কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনা যেন না ঘটে। বিশেষত, অনেকেই এখন জমি-জিরেতের কাজ ফেলে পুকুরধারে, খেজুর গাছটির পাশটিতে চা-পান-বিড়ি, মুড়ি-ঘুগনি-ছোলাভাজা ইত্যাদির দোকান চাইছে এবং তা নিয়ে ছোটখাটো ক্যাচাল-ক্যাচালি এমনকি হাতাহাতিও লেগে যাচ্ছে। রফিককে টলানো যায় নি; তার এক জবান—"বাস্তুভিটার মধ্যিখান আমি অন্যেরে ব্যবসা করতে দুবনি। করবি তো ভিটার বাইরে যা গা, আপত্তি নেইক"।

আশ্চর্য এই বৃক্ষের সংবাদ পেয়ে শহর থেকে বিজ্ঞান মঞ্চের ছেলে-মেয়েরা আসে; তারা মাটির নমুনা, জলের নমুনা ও বৃক্ষের উত্থান-পতনের চিত্র সংগ্রহ ক'রে ফিরে গেছে। আজ মৌলবি বসিরুদ্দি সাহেব তৃতীয়বার বৃক্ষটি পরিদর্শনপূর্বক, মাটির ডেলা সংগ্রহকরতঃ মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে ঘোষণা করবেন এ-অলীক বৃক্ষের কুদরতির কারণাকারণ। পাঠক, আপনি পরের প্রকাশিকায় আরও বিশদে সমস্তকিছু জানতে পারবেন; অপেক্ষা করুন। (ক্রমশ)

ভুল সবই ভুল

বেলদার তারক জেনার ১৬ বছরের মেয়ে পলি ফলিডল খেয়ে আত্মঘাতী। জামুরিয়া মাধাই বিদ্যাপীঠের ক্লাশ নাইনের ছাত্রী এবারও ইংরেজীতে ফেল করায়, বাবা নাকি এক-আধটু বকা-ঝকা করে। অভিমানী মেয়ে চালের বাতায় গোঁজা ফলিডলের শিশির সবটুকুই রাতের বেলায় গলায় ঢেলে নেয়; কেউ কিছু বুঝতেই পারে নি। পাড়া-পড়শিরা অবশ্য অন্য কথা বলছেন—পলিকে নাকি তারা কেউ কেউ একটি অচেনা ছেলের সাথে এগরার রাজশ্রী সিনেমা হলে ম্যাটিনি শো-এ দেখেছে; সেই নিয়েই বাড়িতে অশান্তি। ফলিডল। বালিশের নিচে এক টুকরো কাগজে পলি লিখে গেছে—'ভুল সবই ভুল। আমার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ি।'

পাম্প চুরি করল কে?

লম্বাটপুরের আরিফ মন্ডলের ধান ক্ষেতের পাশের চালাঘর থেকে ক'দিন আগে পাম্পটি চুরি হয়ে গেল। গরিব চাষী, লোনের টাকায় এটি কিনেছিল। এক ফসলি জমিতে দু ফসলি তোলার খোয়াব তার চটকা মেরে গেল। একেবারে শিরে সর্পাঘাত। তার চাচাতো ভাই তাহের, তাকেই আরিফের সন্দেহ। কাল দু'ভাইয়ে লাঠালাঠি পর্যন্ত হয়ে গেছে। তাহের জানিয়েছে, পাম্প চুরির রাতে সে গিয়েছিল পাঁচ কোশ দূরে তার মেয়ের বাড়ি শের খাঁ চকে।

'বালের মিটিং'

গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করতে হবে—এই দাবিতে গত পরশু রাতে পঞ্চায়ে অফিস ঘেরাও করল ডেমুরিয়ার বাসিন্দারা তখন মিটিং চলছিল। 'বালের মিটিং' 'বালে মিটিং' ইত্যাদি আরো সব নাকি অশ্রাব্য গালি গালাজ, চীৎকার ক'রে তারা মিটিং ভেে দেয় এবং রাত বারোটা তক কাউকে পেচ্ছা ফিরতেও দেয় নি। বেগ সামলাতে না পে অনেকেই অফিস ঘরে কম্মটি সারতে বাধ হন। প্রধানের আশ্বাসে আবেদনে শেষ পর্য ঘেরাও ওঠে।

পাঠকবার্তা

১. প্রিয় প্রকাশিকা সম্পাদক মহাশয়
আপনার পত্রিকা মারফৎ জানা চাই যে, আমি এক হতদরিদ্র প্রাথমি শিক্ষক। ৩৬ বৎসর যাবৎ একাদিক্রমে ঝ বৃষ্টি-বন্যা উপেক্ষা করত কর্ম করে গিয়ে আমি, বংশীধরপুর ভীমচরণ বিদ্যালয় থে অবসর গ্রহণ করি ২০০২ সনে। সাত বৎ

অতিক্রান্ত, পেন্সন এখনও এল না। ছেলে দুটি বেকার; যৎসামান্য কৃষিজমি, ছেলেরা জমির দিকে ফিরেও তাকায় না। কোনক্রমে মেয়েটিকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের কৃপায় পাত্রস্থ করেছি। দ্রব্যমূল্য অগ্নিশিখা। এমতাবস্থায় আমি সংসার প্রতিপালন ও সামাজিকতায় ক্রমশ অক্ষম।

পরিতাপের বিষয় এই যে, আমারই সহকর্মী চতুরানন মিশ্র পরে রিটায়ার করেও পেয়ে গেল, আমি যে তিমিরে সে তিমিরে। সে কেন পেল, সবাই অবগত আছেন। ঈর্ষ্যা করি না। সবার মঙ্গল হোক, আমারও যেন অমঙ্গল না হয়।

পত্রটি প্রকাশিত হলে বাধিত হব; তবে সুবিচার কি পাব?

সীতাংশু করণ
কড়িদহ

২. প্রীতিভাজন ফকিরবাবু,

গত সংখ্যার প্রকাশিকায় আপনার সম্পাদকীয়টি পাঠ করে খুব চৈতন্য হল। আপনি ঠিকই লিখেছেন— 'ভোগবাদের ধূম্রজালে আজ আমাদের বিবেক বিকলাঙ্গ'। কিন্তু এর প্রতিকার কি ভাবে হবে তার পথনির্দেশ দেন নি। ভোগ ছাড়া কি ত্যাগ হয়— স্বামীজীর এই কথাটি আমার বড় ভালো লাগে। এ বিষয়ে আরও আলোচনা চাই।

বরেন্দ্রনাথ সাহা
জামুরিয়া

৩. গ্রামবার্তা প্রকাশিকা সম্পাদক সমীপেষু,

বারংবার আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও আমাদের গ্রামে আজো বিদ্যুৎ এল না। পাশের গ্রামে টিভি চলছে, পাম্প চলছে, দো-ফসলি হচ্ছে— আর আমরা আঙুল চুষছি। একবার আমাদের এখানে সন্ধ্যানাগাদ ঘুরে গেলে দেখবেন, ছেলে-ছোকরারা লম্ফ জ্বেলে তাস পিটছে, জুয়া খেলছে, নেশার জিনিসের অভাবও নেই। একটা লাইব্রেরি অনেক কষ্টে দাঁড় করানো গেল তো বই নেই, বাতি নেই। নাইট স্কুলের লণ্ঠনগুলি সব কে কোথায় জ্বেলে বসে আছে জানি, বলবার সাহস নেই। ধোপা-নাপিত, জন-মজুর বন্ধ হয়ে যাবে।

এইটুকু যে লিখলাম তাই অনেক। আশা করি প্রকাশিত হবে।

বিনয় সামন্ত
নোনাচাপড়া

"....স্থানে স্থানে নানা প্রকার বাঙ্গালা পাঠশালা ও নর্ম্মাল বিদ্যালয় হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে যাঁহারা শিক্ষা করিতেছেন, কেবল শিক্ষকতা কার্য্য ব্যতীত তাহাদিগের ভাগ্যে কোন কার্য্যলব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহাতে কেহ বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে যত্ন করেন না। ...অধিকাংশ লোকই কেবল অর্থ লালসায় ইংরাজি অধ্যয়ন করিতেছেন। ...যৎসামান্য ইংরাজি জানিলেও লোকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। এই অর্থ প্রলোভনই এ দেশে ইংরাজি ভাষার বহুল প্রচারের কারণ।" (১২৭৬ অগ্রহায়ণ/ ১৮৬৯ ডিসেম্বর-এর 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' হইতে সংকলিত।

সম্পাদকীয়

বিগত সন্দর্ভে প্রীত হইয়া অন্তত ত্রিশ ব্যক্তি পত্র দিয়াছেন ; স্থানাভাবে মাত্র একটি ছাপিলাম। সময়ান্তরে বাকিগুলি ছাপিবার আশা রাখি। অন্য দুইটি পত্র জরুরি বিধায় প্রকাশ করিলাম। পাঠকবর্গ দিন দিন সচেতন ও জাগ্রত-বিবেক হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া ভরসা হয়। আজ এই পোড়া দেশে ইহারই একান্ত অভাব। প্রাণ কাঁদে। পরমুখাপেক্ষী না হইয়া আপন আপন চেতনার ডাকে জাগরূক থাকুন। কোন দল, উপদল বা নেতা-নেত্রীদিগের পক্ষপুটে আপন মস্তক গচ্ছিত রাখিবেন না। দেখিবেন, প্রতিবাদের ভৈরবী নির্ঘোষে উহারা শৃগালের ন্যায় পলায়ন করিবে ; নচেৎ আমরাই শৃগালবৎ আচরণ করিতে থাকিব। কবি বলিয়াছেন— 'মানুষ আমরা নহি তো মেষ'। হায় মানুষ কোথায়? আশা করি আমাদের কীটদষ্ট বিবেক ও মেষত্ব একদিন ঘুচিবেই ঘুচিবে— তা নহিলে আর প্রকাশিকা কেন? তবে কতদিন চালাইতে পারিব জানি না ; পাঠকই সহায়। তাঁহারাই রাখিবেন, নয় উঠাইয়া দিব। আহা আজ যদি হরিনাথ থাকিতেন!

তব সুধারসধারা

"এক মা'র পাঁচ ছেলে। বাড়িতে মাছ এসেছে।
মা মাছের নানা রকম ব্যঞ্জন করেছেন— যার যা পেটে সয়।
কারও জন্য মাছের পোলোয়া, কারও জন্য মাছের অম্বল,
মাছের চড়চড়ি, মাছ ভাজা, এই সব ক'রেছেন, যেটি যার ভালো লাগে।
যেটি যার পেটে সয়— বুঝলে?

—শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস

গুণালোকপ্রদা দোষপ্রদোষধ্বান্তচান্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা।।

—*গিরীশ বিদ্যারত্ন*

নব পর্যায়

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা

৩য় বর্ষ ২য় সন্দর্ভ

ঘোরকলি ! সত্যনারাণের প্রসাদ খেয়ে মৃত তিন, অসুস্থ তেত্রিশ!

গোপালচক থেকে নির্মাল্য ত্রিপাঠীর প্রতিবেদন : গত সোমবার (১২ই শ্রাবণ) রাতে দীনু সামন্তর বাড়িতে সত্যনারাণের সিন্নি খেয়ে অন্তত ৪০ জন গ্রামবাসী আক্রান্ত হলেন ডায়েরিরায়। অসুস্থদের স্থানীয় এগরা হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দাখিল করা হয়। মঙ্গলবার ভোরে মারা গেলেন অরবিন্দ সামুই (৬২), রঞ্জন গিরি (১৪) ও বেহুলা পাল (৪৩)। বাকিরা যমে-মানুষে হেঁচকা-হেঁচকি লড়াই চালাচ্ছেন, কি হবে বলা যাচ্ছে না। মৃতদের পরিবার-পরিজনের অভিযোগ, সারা রাত রুগিরা মরণ-যন্ত্রণায় কাতরালেও কোনো ডাক্তারেরই টিকিটিও দেখা যায় নি ;একটা ক'রে স্যালাইন ঝুলিয়ে নার্সরাও কেটে পড়ে। শুধু একদল ফড়ে মতন লোকজন মাঝে মাঝে এসে বলছিল— টাকা খসালে ওরাই নাকি হাসপাতালের ডাক্তারবাবুদের নিজস্ব নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে দেবে।

নিরীহ গ্রামবাসীদের এ কথা যে একটুও মিথ্যে নয়, তা পাঠক বিলক্ষণ অবগত আছেন। তাছাড়া হাসপাতালে গিয়ে মরে যাওয়াটাও গাঁয়ের গরিব-গুর্বোদের কাছে খুব তেমন বিস্ময়ের কিছু নয়। আকছারই মরে। কিন্তু মাচা বেঁধে যখন মৃতদেহগুলি ওরা সৎকারে নিয়ে যাবার জন্য তোড়জোড় করছে, তখনই হঠাৎ কোত্থেকে চলে আসেন বড় ডাক্তারবাবু ; তিনি নির্দেশ দেন— লাশগুলি বিকেলে যাবে কাঁথি, ময়নাতদন্তের পর সেগুলি কাল বা পরশু আত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এ কথা শোনা মাত্রই ক্রোধে উন্মত্ত জনতা ডাক্তারের দিকে তেড়ে যায় এবং কটু-কাটব্য-প্রহারাদিও করে। তারা নাকি হাসপাতালেও ভাঙচুর তাণ্ডব ইত্যাদি চালিয়ে লাশগুলি নিয়ে উধাও হয়।

ডাক্তার উবাচ

ইনচার্জ ডা. প্রদীপন দে, রাত-ডিউটিতে ডাক্তারদের অনুপস্থিতির কথা বেমালুম অস্বীকার ক'রে জানান: 'বোগাস! অত রাতে এতগুলো পেশেন্টের অ্যাডমিশন করিয়েছি এই অনেক। চিকিৎসা কি পেল না পেল সে অন্য ব্যাপার, সে সব তদন্ত করব। তবে মরেছে তো মোটে তিনটে, আরো মরবে না কে গ্যারান্টি দেবে? বাঁচলেই আশ্চর্য। গাঁয়ের লোক সহজে আসে না, হাতুড়ে হোমিওপ্যাথ ঝাঁড়ফুঁক-টুক সেরে, গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থাটি যখন পাকা, আসে তখন। তা আমরা কি চরক না ধন্বন্তরী? বিষাক্ত সিন্নি খাবেন, ধেনো গিলবেন, আর আব্দার করবেন বাঁচিয়ে দ্যাও, চিকিচ্ছে করো। নইলে পেটাও ডাক্তার, ভাঙো হাসপাতাল! এই দেখুন, সারা গায়ে কালশিটে পড়ে গেছে মশায়, মেরে চোখ ফুলিয়ে দিয়েছে; নার্সিংহোম-ফোম বেচে চলেই যাবো ভাবছি। গাঁয়ে এই জন্যেই কেউ আসতে চায় না। নোংরা পলিটিক্স দেশটার বারোটা বাজিয়ে দিল।'

সিন্নিতে বিষ এল কোত্থেকে?

এতদঞ্চলে সারা বছরই সত্যনারাণের রমরমা। সিন্নিও চড়ে হরদম। দুধ কলা আটা ও টিপকলের জল সহযোগে প্রস্তুত সিন্নিতে বিষ কোথা থেকে এল, তাই নিয়ে গাঁয়ে চলছে জোর তক্কাতক্কি। কলার কাঁদিটি নিজ বাগানের, টিপকলটিও দীনুর। কিন্তু দুধ এসেছিল ঝর্ণা মাইতির বাড়ি থেকে, আর আটা কিনেছিল দীনুর ছেলে রাখাল, জাহালদা বাজারের খোকনের দোকান থেকে। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, আটায় নাকি ঢ্যাসরা উকুনের পারা কালো কালো পোকা দেখেছিল সে, আর দুধটিও নাকি তেমন ভালো ঠেকেনি তার। কারও মতে, পেতলের গামলায় নষ্ট দুধ আর পচা আটা মিলে সিন্নিটি বিষাক্ত হয়ে যায়। কিন্তু বয়স্করা মনে করছেন, ঠাকুর নিজেই দীনুকে 'একটু শিক্ষে' দিলেন।

বয়স্কদের বয়ান

"গাছ ভালো জেতের— কি ক'রে বুঝবে বল'দিনি? পাল্লে না তো? আরে ফল দেখে। সেই ফলটি আসতিছে কোত্থিকা? ফুল থিকে। ওই ফুলটি আবার ফলমন্ত কিনা সবাই বুঝে না— সেইটি রহস্য। গেল সনের আগের সন,না কি তার আগের বচ্ছর, দীনু ছেলের বে দিলে; ভালো কথা। সাজোয়ান ব্যাটাছেলে, বে তো দিতেই লাগে। তা ওর বেয়াই হল গে তোমার পুএগ হরিপুরের বাসু ধাড়া; সচ্ছল গেরস্থি ; দশ বিঘে বোরো। মেয়েটি ডাগর-ডোগর ; গাছ ভালো ; কিন্তু বছর ঘুরে যায়, গাছে ফুল নাই; ফুল ধরে আর ঝরে। শেষে এরেন্দার পীরথানে যায়ে ঢেলা বাঁধলে, ঘোড়া দিলে ; মোদের সুমুখেই ক'মাস আগু দীনু বল্লে, 'লাতি হোলে এক মণ কালো গাইয়ের দুধে সিন্নি চড়াবগো সনাতনদা'। তা তোমার বাঁজা গাছে ফুলটি ধল্ল; হোঁতকু এঁড়ে ফলটি এল, ডান চোখটা নয় ট্যারা— এখন সে ভগমানের দান— যা দিবে লিতেই হবে, ফিরৎ তো আর হচ্ছে

নি। তুই অখন তোর লাতি ট্যারা বলে, সিন্নির এক মণ দুধের বরাদ্দি— দশ সেরে মেরে দিবি? সত্যনারাণ কি তো কোরফা প্রজা? লে এখন ধোপা-নাপিত-জনমজুর সব বন্দ—"

মৃত্যুহীন প্রাণ

শিলাই নদীর ঘূর্ণিতে তলিয়ে যাচ্ছিল আট বছরের বাপ্পা। অসহায় মায়ের চীৎকারে ছুটে আসে পরমানন্দ। ঝাঁপিয়ে সে বাপ্পাকে উদ্ধার ক'রে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিল, নিজে ফিরে এল না। এ বছরই বরকতনগর হাই স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ ক'রে ঘাটাল কলেজে ভর্তি হয়েছিল সে। শোকাহত পরিবার, স্তব্ধ গ্রাম। পরমানন্দের বাবা সামান্য দিনমজুর।

সাবাস বেটা!

রোজ রাতে ধেনো গিলে এসে বৌকে পেটাত রামদাস মাহাত। ক্লাশ এইটের ছাত্র প্রভাত, মায়ের ওপর নিত্য দিন এই নির্যাতনে তিতিবিরক্ত হয়ে বাপকেই পিটিয়ে বাড়িছাড়া করল। গ্রামের লোকজন তার পাশেই থাকবে এবং সব রকম সাহায্য করবে বলছে।

ধিক!

পরশু রাতে পাকুড়িয়ার তারাপদ ভৌমিক, নিজের দু'মাসের মেয়েকে গলা টিপে মেরে ফেলল। বাধা দিতে গিয়ে ধস্তাধস্তির সময় সে, তার বৌ চম্পার পেটে এমন লাথি কষায় যে, এখনো বৌটির জ্ঞান ফেরে নি। কন্যা জীবিত না মৃত, কিছুই সে জানে না।

আমায় টুকতে দাও না!

'চোতা' টুকে পরীক্ষা দেব— এই আব্দার না মানায় চরম নিগ্রহ জুটল মাস্টারমশায়ের। চণ্ডীপুর স্কুলে ইংরেজি পরীক্ষার দিন এই ঘটনা ঘটে। অপরাধী (!) মাস্টারমশায়ের নাম পরিতোষ পাহাড়ী; তিনি ওই মহৎ টুকলি-কার্যে নাকি বাধা দেন। সবক'টি ছাত্রকেই বহিষ্কার করতে হবে— এই দাবিতে আজ শিক্ষকবৃন্দ, প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করেন বলে জানা গেছে। অভিভাবকেরা অবশ্য মনে করেন— পরিতোষ মাস্টার খুব কড়া গার্ড দেয়, অতটা কি ভালো? এক-আধটু লুজ দিলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত? অন্তত অবজেকটিবগুলো....

নিজ পার্টির সহযোদ্ধা পঞ্চানন পালকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন দুর্ধর্ষ দুলাল পাত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা : বেলবনি—৪ঠা শ্রাবণ : —অবশেষে, বেলবনি পঞ্চয়েৎ সমিতির প্রধান দোর্দণ্ডপ্রতাপ দুলাল পাত্রকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হল পুলিশ। এলাকার ভয়াবহ খুন ও ডাকাতির চাঁই যুধি সর্দার আগেই ধরা পড়েছিল দুলালেরই গো-শালা থেকে। এবার তার জবানবন্দি ও অন্যান্য প্রমাণ মোতাবেক ফেঁসে গেলেন এতদঞ্চলের দাপুটে নেতা ও শিক্ষক দুলালবাবু! যুধির স্বীকারোক্তির বয়ান পাঠ করলে পাঠক! আপনার বিস্ময়ের অবধি থাকবে না। এ এক লোমহর্ষক হৃদয়বিদারী বিবরণ। আজ থেকে মাস চারেক পূর্বে সমিতির উপপ্রধান পঞ্চানন পাল মশায়ের খুনের ঘটনা হয়তো বা আপনাদের মনে আছে। ডেমুরিয়া জঙ্গলের ধারে পঞ্চাননকে সেদিন নৃশংস ভাবে খুন করেছিল কে বা কারা— জানা গেল আজ। একেই বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

দুরাত্মা দুলালের কীর্তি

দুটি সাইকেল। একটিতে পঞ্চানন, আরটিতে দুলাল ও হরেন মাঝি। বংশীধরপুর থেকে ওঁরা পার্টি-মিটিং সেরে ফিরছিলেন। ডেমুরিয়া জঙ্গলের পাশ দিয়ে রাতে ফেরার পথে আগু-আগু যাচ্ছিলেন পঞ্চানন, পিছু-পিছু দুলাল ও হরেন। এমন সময় ঘন অন্ধকার জঙ্গল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে দুই ছায়ামূর্তি। তারা গুলি চালায় খুব কাছ থেকে। গুলি খেয়ে, ডাকাবুকো পঞ্চানন সাইকেল থেকে পড়ে গিয়েও রক্তাক্ত অবস্থায় কিছুদূর খুনিদের তাড়া করেন বলে অনুমান। তারা, ওঁর ছাতি বরাবর আর একটি গুলি ঠেসে দিলে উনি মুখ থুবড়ে পড়ে যান। 'শত্রুর শেষ রাখি কেন'—বোধ হয় এ কথা ভেবেই ভোজালির কোপে পঞ্চাননের মাথাটিও ওরা দু ফাঁক করে দিয়ে জঙ্গলে মিলিয়ে যায়। অব্যবহিত পরেই অকুস্থলে এসে পৌঁছোয় দ্বিতীয় সাইকেল।

সেই রাতে দুলালবাবু পুলিশের কাছে যে বিবরণ দিয়েছিলেন, তা অনেকটা এই রকম : পঞ্চানন শুধু আমার কমরেড নয়, সে আমার ছোট ভাইয়ের ন্যায়। একসাথে কত যে মিটিং মিছিল... কত সুখ-দুঃখ উত্থান-পতন সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য ....আজও মিটিং সেরে এক সাথে ... কি যে হয়ে যায়, হঠাৎ জোর প্রস্রাব পেয়ে গেল...বললাম একটু দাঁড়া, জঙ্গলের রাস্তা একা যাস না, আমাদের তো এখন কে যে শত্রু কে মিত্র...শুনল না, এগিয়ে গেল। প্রস্রাব সেরে সাইকেলে উঠছি, একটা আওয়াজ...তখনই বুকটা আমার ছ্যাঁত ক'রে ওঠে; হরেনকে বলি জোর চালা। ব্যস। পাঁচ কি সাত মিনিট। দেখি কি সাইকেল পড়ে আছে, মানুষ নেই। পাঁচ ব্যাটারি টর্চ মারলাম। দেখি কি গামলা গামলা রক্ত, পঞ্চার মাথা ফাঁক, সারা গা রক্তে ভেসে

যাচ্ছে আর ওই রক্তেই মুখ ডুবিয়ে পড়ে—দু হাতে দুব্বো ঘাসের গুছি। মরবার আগেও হালটি ছাড়ে নি...ঘষটে ঘষটে যেন বা জঙ্গলে তার খুনিকে তাড়া করবে বলে হামাগুড়ি মেরে এগুচ্ছে কিন্তু বেচারা এক বিঘতও নড়তে পারে নি। প্রকৃত কমরেড ছিল পঞ্চানন।

পাঠক! পরের অংশটিও পড়ুন এবং দুরাত্মাকে জানুন। পুলিশকে তো বিলক্ষণ চেনেন; তারা তাদের কৃতকর্তব্য সবই করেছিল—ময়না তদন্ত গোয়েন্দা কুকুর শোঁকাশুঁকি ছোটাছুটি ইত্যাদি ইত্যাদি। আর দুলাল? পঞ্চাননের বিধবা এবং তার আট বছরের খোকাকে মঞ্চে মঞ্চে নিয়ে গিয়ে তুললে, কত কাঁদলে, কাঁদালে। শুধু কি তাই, প্রতিটি সভাতেই সে আন্তরিক ভাবে কখনো মাওবাদী, কখনো কংগ্রেস-তৃণমূল-ঝাড়খণ্ডী পার্টিকে 'নপুংসক', 'কাপুরুষ' ইত্যাকার কটু কটু বিশেষণে বিভূষিত করতে ছাড়ে নি। সে পুলিশকেও বলেছিল 'অপদার্থ', 'বিরোধী পার্টির চামচা'। আজ জানা গেল ছায়ামূর্তি দুটি আসলে আর কেউ না, যুধি ও তার চ্যালা নানু মণ্ডল। আর এ খুনের বরাতদার স্বয়ং পঞ্চাননের 'প্রিয় দাদা' দুলাল পাত্র। প্রতিদ্বন্দ্বী নিকেশের নিপুণ ছক। কিন্তু নিজের গোয়ালঘরটিকে নিরাপদ বিবেচনা করাটাই তার কাল হল। হায় দুলাল!

শ্রীশ্রীরাধামাধবো জয়তি

শ্রীশ্রী রাধামাধবের মহাসদিচ্ছায় ষড়গোস্বামীর অন্যতম শ্রীমদ শ্রীজীব গোস্বামী ১৬০৯ সনে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে কোনো এক পুণ্য তিথিতে একটি শিলাময় শ্রীরাধামাধবের বিগ্রহ এবং একটি মাধবীলতার ছোট্ট চারা তুলে দিয়েছিলেন তাঁরই প্রিয় প্রশিষ্য দাসানুদাস শ্রী বংশীবদনের হাতে। সুদূর বৃন্দাবন হ'তে পদব্রজে শ্রীগুরু প্রদত্ত নাম আর নির্দেশ সঙ্গে ক'রে তিনি সেদিন মুকসুদাবাদে (মুর্শিদাবাদে) গঙ্গার পূর্বপাড়ে শ্রীপাট কুমারপাড়ায় যে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারই চারশো বছর পূর্তি উৎসব ২০০৯ সনের স্নানযাত্রায় সম্পন্ন হল। শ্রীরাধামাধবের অভিষেক স্নানাদি, ৬৪ মোহান্তের ভোগারাধনা, প্রসাদ-মর্যাদা, প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও ভাগবতাদি পাঠের মধ্য দিয়ে এই উৎসব ভক্ত-ভগবানের অন্তরঙ্গ ইচ্ছায় ছিল পরিপূর্ণ।

জীবন্ত খেজুর গাছ—বুজরুকি না বিজ্ঞান?

(২য় কিস্তি)

হাটগোলকপুর থেকে সারোয়ার হোসেনের আশ্চর্য প্রতিবেদন : একবিংশ শতাব্দীর বিস্ময়, জীবন্ত খেজুর গাছ সম্বন্ধে প্রকাশিকার পাঠকমাত্রই অবগত। ইতোমধ্যে, মৌলবি বসিরুদ্দি সাহেব একাদিক্রমে তিন তিনবার বৃক্ষটি পরিদর্শনপূর্বক, গত কাল রাতে শুনতে পেলেন পরওয়রদিগর আল্লাহর বাণী। রফিক মিঞার পুকুরপাড়ের বক্র খর্জুর বৃক্ষটি যে অতীব পবিত্র এতে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন এই পাক বৃক্ষটির রক্ষণ, অবেক্ষণ এবং জ্বালা-যন্ত্রণাদগ্ধ গ্রাম্য মানুষের কল্যাণ বিধান তাঁরই জিম্মায়।

বসিরুদ্দি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, গাছের কাছে যেভাবে রফিক চপ-বেগুনি ভেজে টাকা কামাই করছে, তা গুনাহ। এতে গাছের মহাশক্তি কিঞ্চিৎ চোট পেলেও পেতে পারে। হুড়াহুড়ি দাপাদাপিতে বৃক্ষ বিরক্ত। তাঁর ফতোয়া : 'গাছের থিকে সাত হাত দূরে দাঁড়িয়ে দেখ, দোয়া মাঙো, আপত্তি নাই। তেলেভাজার দোকান তফাতে কর এবং না-পাক জামা-কাপড় পরি গাছের কাছে হরদম বেমতলব আসা চলবে না।' এক দিন গাছে পা দিয়ে বরকত নামের এক যুবক মহা উৎসাহে গুড়াকু মাজছিল দেখে, বসিরুদ্দি তাকে প্রচুর তিরস্কার করেন। বেয়াড়া প্রকৃতির বরকত নাস্তিক ব'লে বদনাম আছে। এই প্রতিবেদককে সে একান্তে জানায়—ব্যাঁকা খেজুর গাছ লিয়ে বসির মিঞার ফন্দি-ফিকির কিছু বুঝলেন কি? দু'চার দিন পর আসেন, ঘুরে-টুরে যান, দেখবেন ব্যবসা কেমন ক'রে কত্তে হয়।

পাঠক! বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে, মাঠের ধারে, আদাড়ে-পাঁদাড়ে যে-সব অযত্নে বেড়ে ওঠা খেজুর গাছ আমরা দেখে থাকি, রফিকের গাছটি অবিকল তেমনই। জলে মাথাটি হেলিয়ে দিব্যি শুয়ে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে আর লোকজনের তামাশা দেখছে। এ কথা ঠিক যে, ব্যাঁকা ধনুকের মতো গাছটি ঘন্টায় ঘন্টায় জল থেকে উঠছে, আবার আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে। এখানে এটুকুই বিস্ময়। এটুকুই রহস্য। (ক্রমশ)

পাঠকবার্তা

১. শ্রদ্ধাবর সম্পাদক মহোদয়েষু,

নমস্কার লইবেন। আমি অতি হতভাগ্য হাত-নাচনা পুতুল শিল্পী। আগে যাও বা দুই একটা মধ্যে মধ্যে বায়না পাইতাম, এদানিং বড় দুর্ব্যবস্থা। মকর সংক্রান্তি পূজা-পার্বণে একদা অনেক পালা করিয়াছি। মদীয় পিতৃদেব মৃগেন হাতী, জমিদার রামকান্ত মহাপাত্রের হাত থিকা সোনার মেডাল লাভ করিয়াছিলেন। আমি তাঁর দুর্ভাগা কুসন্তান। গত সন জলাভাবে চাষাদি নাস্তি; উহা বেচিয়া খাইলাম!

এদানিং লোকে চারকোণা কালো বাক্সমধ্যে ন্যাংটা ঝি-ঝিউড়ির বেলেল্লা রঙ্গ তামাশায় কি যে আনন্দ পায় জানি না। সর্বদা খুনাখুনি মারামারি ; বড় হিংসা। ধাড়িরা শিশুদের সঙ্গতে উহাই দেখিতে থাকে। কি শিখিবে? পুতুলনাচ শিক্ষার সামগ্রী। তবু কেহ দেখেও না ডাকেও না।

মধ্যে মধ্যে প্রকাশিকায় আমাদিগের চর্চা করিবেন। নূতন একটি পালা ভাবিতেছি, তবে পুতুলের ফ্যাশান বদলাইব না। বায়না হইলে কৃতজ্ঞ থাকিব।

ইতি
নৃপেন হাতী
সাতমাইল

নিজ নিজ অঞ্চলের অত্যাচার-অবিচার, লৌকিক-অলৌকিক সমস্ত সংবাদ প্রেরণ করুন—'প্রকাশিকা' সাদরে প্রকাশ করবে।

২. প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

আমার প্রীতি ও নমস্কার জানবেন। না মশায়, আমি কোন অভাব-অভিযোগ জানাতে চিঠি লিখছি না। দেখুন ওসব লিখে-টিখে এ পোড়া দেশের কিছু যে হবার নয়, সে কথা পাগলেও বোঝে। শুধু বাঙালিই বুঝলনা। তবে ওই যে আজকাল বিজ্ঞাপন দেয় 'হতাশ হইবেন না', তাই আপনাকে তো চালিয়ে যেতে হবে। চালিয়ে যান। সমাজের যেখানে যত নোংরা-আবর্জনা, সেখানে সার্চলাইট ফেলুন।

একটা ছড়া পাঠালাম। দেখুন তো কেমন লাগে :

ভস্মলোচন ভস্মলোচন করছ তুমি কি?
ভস্ম মেখেছি।
ভস্ম মেখে ভস্মভায়া কোথায় চলেছ?
আমি যুদ্ধে চলেছি।
যুদ্ধে গিয়ে ভস্মলোচন করবে তুমি কি?
এই যে দেখ সামনে তোমার আয়না ধরেছি,
এবার আপনার মুখ আপুনি দেখ আর ভস্ম হও।

প্রীত্যর্থী
নাড়ুগোপাল দাস
বারবাটিয়া

"মহকুমা ঝিনুইদহের অধীন, কোন পল্লীতে, এক ব্রাহ্মণের একটী কন্যা ছিল, সাত আট বৎসর হইল, কন্যাটি লাটে উঠে। কেবল বেশী টাকা পাওয়ার জন্য, এতাবৎ অবিবাহিত রাখা হয়। এক্ষণে তাহার বয়ঃক্রম ১৭ বৎসর। কোন ব্যক্তি উক্ত কন্যার মূল্য ৭০০ টাকা বলিয়াছিলেন। তাহাতে কন্যা কর্ত্তা রাগান্বিত হইয়া, উত্তর দিয়াছিলেন আমার মেয়ের একখানা ঠ্যাঙের মূল্য ৭০০ টাকা। এইকথা শুনিবামাত্র সে ব্যক্তি অবাক হইয়া প্রস্থান করিল, সংপ্রতি উক্ত কন্যা ৯৫০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে"।—(১২৭২-এর জ্যৈষ্ঠ/ ১৮৭২-এর জুন 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' হইতে সংকলিত)

সম্পাদকীয়

ইদানিং 'উন্নয়ন' 'শিল্পায়ন' 'বিশ্বায়ন' ইত্যাকার শব্দে প্রকাশিকা- সম্পাদক বিষম খাইয়া ভাবিতে বসিয়াছে অদূর ভবিষ্যতে জীর্ণসার এই ধ্বনিগুলির কি গতি হইবে? কাহার উন্নয়ন, কাহার শিল্পায়ন আর কে-ই বা বিশ্বায়নের দ্বারা সদগতি লাভ করিবে? আমাদের এই গ্রাম দেশেও শব্দগুলি ধ্বনিত প্রকম্পিত হইতেছে। কিন্তু ফলম্? যথাপূর্বং তথা পরং।

টুম্পা বৃত্তান্ত

কলিকাতা মহানগরীর মাত্র পঞ্চদশ ক্রোশ দূরে, চর্মনগরীর (অহো কি নাম! কলিকাতাস্থ বাবুদিগের চরণে প্রণাম) অতি নিকটে এক জনপদের যে-বৃত্তান্ত অবগত হইলাম, তাহাতে পাঠকবর্গ, আমার ন্যায় আপনাদিগেরও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শীতল এবং চৈতন্য স্থবিরতা প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা।

ভোজেরহাট নিবাসিনী টুম্পা নামধেয় এক কন্যায় বিষধর সর্পে দংশন করিল। সে হতভাগিনী যৎপরোনাস্তি আর্তনাদ ও যন্ত্রণাকাতরতায় বাঁচিবার প্রবল আকুতি প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু আত্মজনেরা তথা গ্রামস্থ লোকসমুদায় এক ওঝাকে ধামাখালি হইতে আনিলেন। অতঃপর ঝাড়ফুঁক মন্ত্রতন্ত্র সহযোগে কিশোরীটির চিকিৎসা (!) চলিল। গ্রামবাসীদের মহা কৌতূহল ; তাহারা সেই অবসরে, ধন্বন্তরী ওঝা কবে কাহাকে মৃত্যুদূতের হাত হইতে ছিনাইয়া আনিয়াছিল সেই বৃত্তান্তে মশগুল। কেহ কহিলেন না, উহাকে হাসপাতালে দাখিল কর, বুজরুকি ছাড়; যদিও কেহ উত্থাপন করিয়া থাকে, কর্ণপাত করিবে কে? মেয়ে মরিল।

এই বঙ্গীয় আখ্যানের এখনও কিছু বাকি; পাঠকের আর সামান্য ধৈর্য্য দাবি করি। নাগাড়ে চারি দিন সৎকারপ্রত্যাশী বালিকা-দেহখানি সবাই জলে-কাদায় মনসার থানে ফেলিয়া রাখিল— দৈবকৃপায় লখিন্দরের মতো যদি সে বাঁচিয়া উঠে ! পচিয়া গলিয়া যখন দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পড়িল, যখন পিঁপিড়া ও মাংসভুক কীটের দল তাহাকে কুরিয়া কুরিয়া খাইতে আছে, পার্টি-পঞ্চায়েত-পুলিশ-সাংবাদিক নড়িয়া উঠিল। আসিল বহুস্রোতা দূরদর্শনের বাধ্যত নির্মম চিত্রগ্রাহক ও ভাষ্যকার সমাজ। টুম্পার মৃতদেহের পার্শ্বে নাসিকায় রুমাল চাপিয়া খোনা গলায় তাহারা বাচালতা করিতে লাগিল—'নমস্কার, ভোজেরহাট মনসার থান থেকে বলছি আমি অমুক, আমার সঙ্গে ফটো তুলিতেছে তমুক— আমার সামনে শুয়ে আছেন টুম্পা—অত্যন্ত দুঃখজনক মৃত্যু—ভাবাই যায় না—কত বয়স যেন? কি বললেন? আপনার নামটা বলবেন একটু? এই যে ইনি শ্রীপতি পাল....'—এই সব তামাশা। উন্নয়ন আইস, শিল্পায়ন পিড়ি পাতিয়া দি অধিষ্ঠান কর, জমি দিব জল আলো দিব ট্যাক্সো মকুব করিব, বেয়াড়া দেখিলে গুলি চালাইব, তুমি লাশের উপরে নির্ভয়ে বসিয়া থাকো। দুই-একটি মনসার থান থাকিলে থাকুক, দৃষ্টিপাত করিও না। উহা ব্যতিক্রম।

তব সুধারসধারা

"...ভগবানের নামে জীবহত্যা করিলে পুণ্য হইবে কেন?
কালীর নামে পাঁঠা বলি দিয়া উহা যজমান ও পুরোহিত ঠাকুরই খায়।
কালীদেবী পায় কি?
পদপ্রান্তে জীবহত্যা দেখিয়া পায় শুধু দুঃখ আর পাঁঠার অভিশাপ।
কেননা কালীদেবীর ভক্তগণ যাহাই মনে করুন, পাঁঠায় কামনা করে কালীদেবীর মৃত্যু।
যেহেতু কালীদেবী মরিলেই সে বাঁচিত।"

—আরজ আলি মাতুব্বর

গুরবারি লোহার জিতু লোহার সনজা কোটাল চিতন কোটাল
গঙ্গামণি সোরেন হেরেম কিস্কু বেউলা মাহাতো

অনাহারে মৃত আত্মীয়বর্গ! তোমাদিগের নিমিত্ত বেদনা বা শোক প্রকাশিব, এমত ভাষাকুশলতা গ্রামবার্তা জানে না। আমরা অতি অধম প্রতিবাসী, অতীব হীন ও পাষাণআত্মীয়; আমাদিগকে মার্জনা করিও। হে মৃতজন! আর তোমাদিগের যেন এমত কৃতঘ্ন দেশে জন্ম না হয়, যদি ঈশ্বর অস্তিত্বে হয়েন, তাঁহার কাছে এই এক প্রার্থনামাত্র রহে।

সম্পাদক

গুণালোকপ্রদা দোষপ্রদোষধ্বান্তচন্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা।।

—গিরীশ বিদ্যারত্ন

নব পর্যায়

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা

৩য় বর্ষ ৩য় সন্দর্ভ

'দেশ নষ্ট কপটে প্রজা মরে চপটে কি করিবে রিপোর্টে?'
অনাহারে মৃত্যু! বাংলার গ্রামে? জবাব দেবে কে?

খয়রাশোল থেকে অখিলেশ মাহাতোর প্রতিবেদন : ১১ই ভাদ্র—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নয়, পঞ্চাশের মহামন্বন্তর নয়, খরা বন্যা দুর্যোগ দুর্বিপাকে নয়, নীরবে তিলে তিলে অনাহারে শুকিয়ে ঝরে গেল সাত-সাতটি প্রাণ। খয়রাশোল গাঁয়ের মানুষের কান্না, দু মুঠো ভাতের জন্য তাদের কাতরানি কে শুনবে? ওদের কান্নাকে ছাপিয়ে উঠছে মিনিষ্টার থেকে বিডিও, মহাকরণ থেকে পঞ্চায়েৎ, সরকারী নেতা থেকে বিরোধী নেতা-নেত্রীদের তরজা লড়াই, উতোর-চাপান। এ বলে 'ওগুলি অনাহারে মরে নি, রোগে ভুগে মরেছে,' ও বলে 'অনাহারে মানুষ মরছে—সরকার তুমি গদি ছাড়ো। আমরা মা-মাটি-মানুষের সোনার বাংলা গড়ে দেবো।' আর যেগুলি সাত সেয়ানার এক সেয়ানা, তারা বলে চলেছে 'এখন কাজিয়া-বিবাদের সময় নয় ভাইসকল, খয়রাশোলের জন্য খয়রাত তোল, মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে; অনাহারে আর একটিও মৃত্যু নয়'। খয়রাশোলের লোকজন এত কথা জানে না, জানে না অত শত ফিকিরবাজি, মার-প্যাঁচালো কথা; তারা ভাত চায়, তারা চায় কাজ, ভিক্ষে নয়।

গাঁয়ের নাম খয়রাশোল

লোধা সাঁওতাল শবর মাহাতো আর ঘর দু চার মাহিষ্যের গ্রাম খয়রাশোল। কলকাতা থেকে একশো সাতাশি মাইল তফাতে, তিন দিকে পাহাড়, ডুংরি আর চাদ্দিকে জঙ্গল ঘেরা এই গ্রাম দূর থেকে ছবিটির মতো; শবরপাড়ার পাশটি দিয়ে বহে যায় ডুলং নদী। শীতের শেষ থেকে জষ্টি-আষাঢ়ে বর্ষা নামা তক কোথাও বেবাক শুখা, কোথাও বা হাঁটু জল, দু এক জায়গায় পারানি নৌকো হয়তো বা চলে, চলে না। দলমা থেকে নেমে মাঝে মাঝে দামাল হাতী-হাতিনী ও তাদের ছেলেপিলেগুলি এই গাঁয়ে কুটুম্বিতা সেরে ঢুকে পড়েন বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার জঙ্গলে, জনপদে।

গেঁড়া ভাত, আলু চোখা আর খেসারির ডাল— এইটুকু পেলেই খয়রাশোলের মানুষ আর কিছু চায় না। ইস্কুল নেই, নেই তো নেই, হাসপাতাল নেই, নেই তো নেই, রাস্তা নেই, নেই তো নেই। গাঁয়ের কুড়ি-বাইশটি ছেলে-মেয়ে দিব্বি নদী পেরিয়ে সাত মাইল ঠেঙিয়ে ডেংরাশোলে চলে যায়, ওখানে মিড-ডে মিল। এক বেলা তো খেতে পেত অন্তত। কিন্তু এখন নদী টইটম্বুর; মহাজনদের পারানি নৌকো, যেতে আট আনা, আসতে আট আনা। বই-খাতা ন্যাতাচ্ছে; ওরা ছাগল-গরু চরায়, ঘাস কাটে, পয়সাখোর বনরক্ষীদের নজর এড়িয়ে বড়দের সঙ্গে জঙ্গলে ঢুকে জ্বালানি কাঠ কেটে-কুটে আনে; কিন্তু বেচবে কোথায়, কিনবেই বা কে? ওদিকে একশো দিনের কাজ; ওরা পেয়েছে সাকুল্যে উনিশ দিন। ঘাস-পাতা গেঁড় সিজিয়ে, গুইসাপ পুড়িয়ে, গেঁড়ি ছেঁচে কদিনই বা চলে? চলে না। দিনের পর দিন এমনি কেটে যায়। কত গুরবারি, কত চিতন কোটাল বছর বছর না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে যায়; খবর হয় না। খয়রাশোলের সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে জঙ্গলের অন্ধকারে, টাঁড় পাহাড়ের ঢালে আরও কত যে খয়রাশোল— কে রাখে তার খবর!

খয়রাশোলে খয়রাতি—'আমরা তদন্ত করছি রিপোর্ট বানাচ্ছি'

পাঠক! এই অব্দি পড়ে, আপনি কি খুব বিচলিত বোধ করছেন? জঙ্গলমহালের হত দরিদ্র উপেক্ষিত মানুষগুলির জন্য মন ভারাক্রান্ত? কিভাবে এর প্রতিকার সম্ভব, সেজন্য চিন্তাকুল? আমরা বলি, এবার নিশ্চিন্ত হোন। কারণ ইতিমধ্যেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মান্যবর মুখ্যসচিব বরাভয় দিয়েছেন 'আমরা তদন্ত করছি। ডি এম, এস ডি ও, বি ডি ও, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সবাই মিলে রিপোর্ট তৈরি করছেন। স্বরাষ্ট্র সচিব গত কালই সার্কিট হাউসে মিটিং সেরে এসেছেন। রিপোর্ট আজ পেয়ে যাব। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি খয়রাশোলে এবং পাশাপাশি গ্রামগুলোতে লোকরা বিনা মূল্যে চাল পাবেন। যে লোকরা মারা গেল, তারা প্রকৃত অনাহারেই মারা গেল কিনা সেটাও আমাদের সঠিক জানতে হবে।'

বিরোধী দলনেত্রী মা-মাটি মানুষকে বাঁচাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনেকবার টেলিফোন করেছেন এবং 'অপদার্থ' রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করার দাবি জানিয়ে রেখেছেন। তিনি বাংলার মা-ভাই-বোনদের ডাক দিয়েছেন 'চলো খয়রাশোল'।

বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ত্রাণসামগ্রী নিয়ে অনেকগুলি টাটা সুমো করে এসেছিলেন বলে জানা যায়; কথা দিয়েছেন তাঁরা আবার আসবেন, বার বার আসবেন ; তাঁদের সংগঠনটির নাম বড় মর্মস্পর্শী 'আমাদের হৃদয়ের ভাই'।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুমতি ব্যতিরেকে, অনাহারে মৃত্যুর বিষয়টি মিডিয়ার কাছে ফাঁস করার অপরাধে, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ভানু মাহাতোকে আজ পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হল।

বাবা ! ছিঃ!

যখন তখন বৌমাকে অশ্লীল ইঙ্গিত; শেষ-মেষ গত মঙ্গলবার সন্ধেবেলায় গোয়াল ঘরে বউটি যখন ধুনো দিতে ঢুকেছে, পেছন থেকে তাকে জাপটে ধরে শ্বশুর কালী ধাড়া। সব জেনেও শাশুড়ি চুপ। সপ্তাহান্তে চাকুরিস্থল হলদিয়া থেকে আসে ছেলে; বৌ-এর কাছে বাপের কীর্তি শুনে সেদিন রাতেই বাপকে 'ত্যাজ্য পিতা' ঘোষণা করে এবং জানিয়ে দেয় 'এমন বাপের বিষয়-সম্পত্তিতে আমি মুতি'। স্বপন ধাড়া কাল বৌকে নিয়ে হলদিয়া চলে গেল; আর ফিরবে না।

সাবাস রূপা!

ডেমুরিয়ার রূপা বাগদী মহাশয়াকে গ্রামবার্তার সাবাসি। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক চার দিন ধরে অনুপস্থিত, ছেলে-মেয়েরা আসে, ফিরে যায়; লেখা-পড়া নেই, খাবারও পায় না। এমতাবস্থায় তিনি অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে খাকুড়দায় স্কুল ইন্সপেক্টরের অফিস ঘেরাও করেন। এতে কাজ হয়েছে; কাল থেকে স্কুল খোলা। মিলও চালু এবং 'সবাই মিলে কামাই আর করব না'— এই মর্মে রূপাদেবী শিক্ষকদের মুচলেকাও আদায় করলেন। তিনিও পার্টি করেন এবং পঞ্চায়েত মেম্বার।

তফাৎ জাত

নারাণগড়ের জাগ্রত শেতলা মায়ের মন্দিরের দরজা এখন থেকে সব জাতের মানুষের জন্য অবারিত। এত দিন 'ছোট জাতের লোক' হাড়ি বাগ্দি মুচি ডোম এঁরা মন্দিরের সামনের চাতালে 'সিধা' নামিয়ে রাখতেন, পুরুতমশায় ক্ষমা-ঘেন্না করে দূর থেকে মায়ের চরণামৃত ছিটিয়ে সেগুলি পুঁটলি বেঁধে গৃহং গচ্ছতি। গর্ভগৃহে প্রবেশ, অঞ্জলি দান, পূজা ও মাতৃদর্শন থেকে বঞ্চনার সে-ইতিহাস গত বৃহস্পতিবার থেকে বদলে গেল। গ্রামবাসীবৃন্দ, এক মহতী সভায় এ বিষয়ে সাধু সিদ্ধান্ত নিয়ে অনন্য নজির গড়লেন। প্রকাশিকার অভিনন্দন।

ডাকাত সন্দেহে গণহত্যা — ভিডিও হাঙ্গামা!

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলবনি : ১৫ই ভাদ্র— গত শুক্রবার রাতে ডাকাত সন্দেহে দুই অজ্ঞাত-পরিচয়কে পিটিয়ে মারল বেলবনি গ্রামের বাসিন্দারা। পুলিশ পরের দিন দুপুরে বিকৃত বীভৎস লাশগুলি উদ্ধার করে এবং বাতে-হাঁপানিতে জবুথবু চার জন অতি বৃদ্ধ গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

উপপ্রধান পঞ্চানন পাল ডেমুরিয়া জঙ্গলের ধারে যুধি সর্দারের হাতে নৃশংস ভাবে খুন হবার পর থেকেই বেলবনি থমথমে। তাদের আশঙ্কা, দুলাল আর যুধি ধরা পড়লেও, যুধির দলবল এখনো জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে বহাল তবিয়তে; যে কোনো

মুহূর্তে গাঁয়ে হানা দেবে। তাই গত পরশু সন্ধ্যায় শেতলা মন্দিরের চাতালে বিড়ির আগুন, ফিসফাস কথাবার্তা, চাপা হাসি ইত্যাদি ইঙ্গিতে আতঙ্কিত দুঃশাসন প্রধান (মন্দিরের পেছনে জঙ্গলে বাহ্যি ফিরতে গিয়েছিল) গ্রামে খবর দেয়। চুপিসাড়ে বাঁশ বল্লম কাটারি হেঁসো ও শাবল সহযোগে গ্রামবাসীরা 'মায়ের চাতাল' ঘিরে ফেলে। গোবর্ধন গিরি তার পাঁচ ব্যাটারি টর্চের ফোকাস মারে— দেখে অচিনা- অজানা লোক। সাকিন কোথা, কি নাম, বাপের নামটিই বা কি— এসব জানার ধৈর্য ভিড়ের থাকে না। তারা লম্বা বাঁশের বাড়ি মেরে লোক দুটিকে চাতালে পেড়ে ফেলে।

ওরা পরিত্রাহি চীৎকার করে— বাবাগো মাগো আমরা ডাকাত লইগো, ফালনা গাঁয়ে ঘর, ফালনা গাঁয়ে যাচ্ছিলাম; আর এরা 'জয় মা শীতলা' হুংকারে ততক্ষণে ওদের বুকে আছোলা কাঁটা বাঁশের জাঁক দিয়ে চড়ে বসেছে; অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে ঘুষিয়ে লাথিয়ে খুঁচিয়ে যখন আধ মরা, কে এক জন কোত্থেকে একটা হ্যাজাক জুটিয়ে আনে। এবার হ্যাজাকের আলোয় ঝলসে ওঠে হেঁসো— অক্কা ফক্কা। মরে যাবার পরেও গ্রামবাসীবৃন্দ পোঁচের পর পোঁচ মেরে লাশদুটিকে এমন করে দেয় যে, মনে হচ্ছিল রক্তের পচা ডোবায় কতকগুলো হাত পা ধড় মুণ্ডু পেট পোঁদ বিচি নুনু মরা মাছের মতো ভেসে আছে। ততক্ষণে আকাশে চাঁদ, হ্যাজাকের তেলও শেষ। আর সেই হৈ হল্লা লৈ লম্লায় পাশের গাঁ জামুরিয়া থেকেও দলে দলে জনগণ অস্ত্র হাতে এসে পৌঁছয়। গণহত্যা এমন আচমকা কেন শেষ? কেন তারা এতে অংশ নিতে পারল না? এ হতাশায়, জামুরিয়ার লোকেরাই নাকি থানায় খবর দেয় বলে গুজব। কিন্তু মাত্তর চারটে বুড়ো-হাবড়া হেঁপো রুগিকে পুলিশ ধরল, আসল 'ড্যামনা'রা হাপিস— এতে তারা চটে লাল। তবু বেলবনি ফাঁসল, এইটুকু অন্তত শান্তি। আজ থেকে ওখানে শুরু হচ্ছে তিন দিনের 'ভাদর মাসের ভিডিও হাঙ্গামা'

জনার্দন সাঁতরা মশায়ের সঙ্গে গ্রামবার্তার জরুরি কথোপকথন

গ্রামবার্তা : এই অঞ্চলে আপনি পার্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে দীর্ঘকাল রয়েছেন....

জনার্দন : পার্টি চেয়েছে, আছি ; যখন চাবে না, রইব না।

গ্রামবার্তা : সম্প্রতি যে-সব ঘটনা, যেমন ধরুন— পঞ্চানন পাল খুন হলেন... দুলালবাবুর গ্রেপ্তারি...খয়রাশোল...দুর্নীতি স্বজনপোষণ এসব নিয়ে...

জনার্দন : দাঁড়ান দাঁড়ান! সব তাল গোল পাকিয়ে ফেলে জবাব চাইছেন, দেব কি করে? আমাকে অনেক দিক ভেবে দেখতে হয়, তা সে যত ছোটই হোক— আপনারাও তো মিডিয়া— আর মিডিয়া মানে তো মিথ্যা, এবং আমাদের এগেনস্টেই তো...

গ্রামবার্তা : এটা কিন্তু ঠিক না, আমরা তো সবার কথাই...এখন, যে পার্টি সরকারে, তাদের দুর্নীতির ব্যাপারটা, আসলে আপনারা আজকাল এত সেন্সিটিব যে, কোনো সমালোচনাই....

জনার্দন : থামুন থামুন, দাঁড়ান! দুর্নীতির কথা বলছেন— দুর্নীতি নেই কোথায়? কবে ছিল না শুনি? এখন আমাদের বিশাল পার্টি, বেনোজল কিছু থাকেই, আটকানো যায় না, মানছি; কেউ যদি জড়িয়ে যায়, তার দায় পার্টি নেবে কেন? আবার একেবারে নিই না, তাও নয়; মাঝে-মধ্যেই বহিষ্কার করা হয়। আদর্শ আগে, পার্টি আগে; আর হেন কোনো দল আছে, দেখান তো...আরে, ক্যামেরার সামনে লাফিয়ে চিল্লামিল্লি করে রাজনীতি হয় না।

গ্রামবার্তা : এবার কি তাহলে দুলালবাবুকেও বহিষ্কার...

জনার্দন : দেখুন, উনি বিচারাধীন; আর একটি কথাও এ নিয়ে আমি বলতে পারব না।

গ্রামবার্তা : উনি কি নির্দোষ— আপনি কি মনে করেন?

জনার্দন : দেখুন, আমাকে খুঁচিয়ে কিছু সুবিধে হবে না; রিপোর্টারদের এ সব কায়দা ভালো মতন জানি, এটুকু বলতে পারি যে দুলাল কুড়ি বছর ধরে ডেডিকেটেড পার্টিম্যান, এমন একজনকে রাতারাতি 'দুরাত্মা' বলে প্রচার...। খুব আহ্লাদ করছেন আপনারা ; ভুলে গেলে তো চলবে না, ডেমুরিয়ার জঙ্গল মাওবাদীদের আস্তানা, সবাই জানে; ওদের টার্গেটই হল আমাদের ধ্বংস করা...

গ্রামবার্তা : কিন্তু ওরা তো খুন করলে দায় স্বীকারও করে। এক্ষেত্রে...

জনার্দন : করেনি। আরে ওটাই তো পলিটিক্স। এখন ওরা আমাদের ভেতরে গোলমাল পাকিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে জনগণের পার্টিটাকেই ধ্বংস করে দিতে চায়... তাছাড়া বিরোধীদের সাথে ওদের গাঁটছড়া বাঁধা, সবাই জানে...ওরা নিজেরাই তো হামেশা কবুল করে...

গ্রামবার্তা : খয়রাশোল!—কি বলবেন? ওখানে তো বত্রিশ বছর আপনাদের একচ্ছত্র...

জনার্দন : দাঁড়ান দাঁড়ান! পঞ্চায়েতে, ওখানে কিন্তু বিরোধীরাও আছে; এবং জেনে রাখুন ওরাই ভানুকে ভাঙিয়ে অনাহারে মৃত্যুর মিথ্যে প্রচার...

গ্রা. বা : খয়রাশোলের ঘটনাকে আপনিও মিথ্যে বলছেন? এ আপনি কি করে...আমরা তো সরেজমিনে...

জনার্দন : ধুর মশাই; তিলকে তাল করাই আপনাদের ক্যারেক্টার ; ওটাই ব্যবসা, না হলে যে কাগজ চলে না। আমরা কিন্তু কাগজ নয়, পার্টি চালাই মনে রাখবেন। হ্যাঁ, মানছি খাদ্যাভাব আছে; তা সেকি শুধু পশ্চিমবঙ্গে? সারা দেশেই.... আপনি স্ট্যাটিস্টিকস দেখুন, বিলো পভার্টি লাইনে কত কোটি লোক পড়ে আছে....আমরা কি দেশের বাইরে? চলি...আমার আবার জোনাল আছে....

গ্রা. বা : সেখানে কি এসব, এই, দুলালের দুর্নীতি, খয়রাশোল, মানে অ্যাজেণ্ডায় কি...

জনার্দন : তাই বলি আর কি! পাগল নাকি। আপনারা নাচাবেন আর আমরা নাচবো নাকি? আচ্ছা চলি....

গ্রা. বা আচ্ছা ধন্যবাদ।

পাঠকবার্তা

১. প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

গত সংখ্যায় হতভাগিনী টুম্পার যে মর্ম্মবিদারী কাহিনি আপনি লিখেছেন, সেটি পড়ে, কি বলবো, বাঙালি হিসেবে লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায়। এক দিকে শিল্পায়ন, অন্য দিকে মনসার থান; একদিকে টাটাবাবা, অন্যদিকে মা মনসা! কি বিচিত্র দ্যাশ!

ভালো থাকবেন
অনিমেষ পাত্র
গড়বেতা

২. প্রিয় 'প্রকাশিকা' সম্পাদক,

গত সংখ্যাটিতে দুলাল পাত্র মহাশয়কে নিয়ে রচিত, আপনাদের সাংবাদিক প্রবরের প্রতিবেদনটি বড়ই মর্মদাহের কারণ। এতদিন, জানা ছিল, 'গ্রামবার্তা' নিরপেক্ষভাবে সংবাদ প্রচার করে। কিন্তু সেই সুনাম আর বুঝি থাকে না।

আমার এই খেদ যে, দুলালবাবু অপরাধী কিনা এখনো প্রমাণিত নয়। বিচার চলছে। আইন আদালত শেষ কথাটি যখন বলবে, সত্যি হোক মিথ্যা হোক মেনে নিতে হবে। এমন এক মান্য ব্যক্তি ও দরদী শিক্ষককে আগ বাড়িয়ে 'দুরাত্মা দুলাল' বলে অভিহিত করা দুর্ভাগ্যজনক এবং এতে আপনাদের পক্ষপাতদুষ্টতাও প্রচ্ছন্ন থাকে নি। গ্রামবার্তার সতত নিরপেক্ষতা কামনা করি।

ভবদীয়
ভজগোপাল দাসাধিকারী
বলাগেড়িয়া

৩. প্রিয় সম্পাদক মহোদয়েষু,

আপনাদের বিগত শ্রাবণ সংখ্যাটি বড়ই মনোহর। কি নেই! 'দুরাত্মা দুলাল' থেকে, সারোয়ারভাইয়ের 'জীবন্ত খেজুর গাছ'। তার সঙ্গে বিষ সিন্নির মর্মান্তিক সংবাদ। ডাক্তারবাবুটির ঔদ্ধত্য দেখে বিস্মিত হলাম, গ্রামে কি মানুষ থাকেন না? আমাদের জীবন নিয়ে বুঝি ছিনিমিনি খেলা যায়? ওঁকে আরো দুচ্চার ঘা কষিয়ে দিলে সুখী হতাম। টোকাটুকি করতে না দেওয়ায় যে ছাত্রেরা শিক্ষকদের গায়ে হাত দেয় এবং যে দু অভিভাবক তার সমর্থন করে, তাদের উভয়েরও শাস্তি হওয়া উচিত; কিন্তু দেবে কে? পার্টি-পলিটিক্সের ঝামেলা যে!

টুম্পার বিষয়টি খুবই বেদনাদায়ক। আমাদের এখানেও তো ঝাড়ফুঁক তন্ত্র-মন্ত্র চলে। তবে সাপে কাটলে আজকাল গাঁয়ের লোকেও কিন্তু হাসপাতালে দাখিলা করে। এই তো গেল বর্ষায় নিড়েনের কাজে গেল আমার ছোট সম্বন্ধী, কতই বা বয়স, সাতান্ন-আটান্ন হবে। সময়মতো দাখিলা করায় প্রাণটি তো বাঁচল; এ বছর আবার চাষের কাজে দাপিয়ে যাচ্ছে।

ভালো থাকুন। পত্রিকাটি চালিয়ে যান।
ননীপদ দাস
চাউলখোলা

"সংবাদপত্রের পাঠক, আমেরিকার অবস্থা, ফ্রান্সের ঘটনা, চিনের বানিজ্য বিশেষ রূপে অবগত আছেন, এবং ইংলন্ডে ১০০০ টাকায় একটি কুকুর বিক্রয় হইয়াছে, জাপানে শ্বেত হস্তী পাওয়া গিয়াছে ইত্যাদি সংবাদ পাঠ করিতে ভালোবাসেন। গৃহের সন্নিকট গ্রাম পল্লীবাসি কৃষক প্রভৃতির কি অবস্থা, দেশীয় বাণিজ্যের কি কি অন্তরায়, অনেকেই ইহার কিছুই অবগত নহেন। সাধারণকে ঐ বিষয় অবগত করিতে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকে গ্রাম পল্লীর ঘটনা পাঠ করিতে বিরক্তি বোধ করেন। মহানগর কলিকাতাবাসিরা, এরূপ ব্যবহার করিলে, আমাদিগের দুঃখবোধ হয় না, কারণ গ্রামবাসিদিগের সহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধ বিরল" (১২৭৯ মাঘ/১৮৭৩ জানুয়ারি—১ম সপ্তাহর 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' হইতে সংকলিত)।

খয়রাশোলের কথা লিখিয়াছি, সম্পাদকীয় লিখিবার প্রবৃত্তি আর নাই, অক্ষমতা মার্জনা করিবেন—সম্পাদক

তব সুধারসধারা

"প্রাণের পরিশোধে প্রাণ, চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু,
দন্তের পরিশোধে দন্ত, হস্তের পরিশোধে হস্ত,
চরণের পরিশোধে চরণ, দাহের পরিশোধে দাহ,
ক্ষতের পরিশোধে ক্ষত, কালশিরার পরিশোধে কালশিরা"
(যাত্রা পুস্তক : পবিত্র বাইবেল)

গুণালোকপ্রদা দোষপ্রদোষধ্বান্তচন্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা।।

—গিরীশ বিদ্যারত্ন

নব পর্যায়

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা

৩য় বর্ষ ৪র্থ সন্দর্ভ
উৎসব বিশেষাঙ্ক

বিপন্ন জীবন—বিক্ষুব্ধ জিতুশোল—আয়রন কারখানা বন্ধ হয়ে গেল

জিতুশোল থেকে পুলক হাঁসদা : ১৬ই আশ্বিন— শুধু জিতুশোল নয়, আসনবনি-ঝাঁঠিপাহাড়ি বেলাবেড়িয়ার আকাশও আজ দূষিত কালো ধোঁয়ায় ঢাকা। স্পঞ্জ আয়রন কারখানা থেকে উড়ে আসা কালো কণার আস্তরণ সবুজ পাতায়, ধানজমি ও ঘাসজমিতে। জঙ্গলে পাখি ডাকে না, আমের বোল ধরে না, গোরু-ছাগল বিষ-ঘাস খেয়ে পেট ফেঁপে মরে যাচ্ছে। বৃদ্ধ ও শিশুরা সারা বছর ধুঁকছে কাশরোগে, যুবকরা হয়ে যাচ্ছে অল্পায়ু আর নারীরা হারাচ্ছেন সন্তান ধারণের ক্ষমতা। চারদিক থেকেই জঙ্গল-ঘেঁষা এই আদিবাসী গ্রামগুলি কারখানার দূষণে বিপর্যস্ত।

বহুদিন ধরে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল ক্ষোভ। কয়েকদিন আগে, কারখানা সম্প্রসারণের মতলবে গ্রামসভার বৈঠকে বসেছিল মালিকপক্ষ ও পরিবেশ দপ্তর। সাড়ে তিন হাজার মানুষের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ পত্র নিয়ে কয়েকশো গ্রামবাসী ঐ বৈঠকে হাজির হয় এবং কারখানা বন্ধের জোরালো দাবি জানায়। দাবি যদি না মানা হয় তাহলে একজন শ্রমিকও কারখানায় ঢুকতে পাবে না—এই মর্মে তারা হুঁশিয়ারিও দেয়। নিরুপায় মালিকপক্ষ গতকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। জয় হল সাধারণ মানুষের।

পুজোর মুখে কর্মহারা শ্রমিকদের কী উপায় হবে!

পুজোর মুখে কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। কর্মহারা শ্রমিক পরিবারগুলির কী হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে জনৈক গ্রামবাসী জানালেন, শতকরা মাত্র ১০ জন শ্রমিক স্থানীয়, বাকিরা বাইরের। মালিকরা কথা দিয়েছিল, প্রত্যেক পরিবারের একজন চাকরি পাবে, কথা রাখেনি। স্থানীয় যাদের নেওয়া হয়েছে তারাও অস্থায়ী, ঠিকাদারের অধীনে কাজ করে। ঠিকাদার খাতায় লেখে একশো, হাতে গুঁজে দেয় ষাট। ক্ষুব্ধ মানুষটি আরও জানান : সাত গাঁর লোক গেটের ছামু ভিকিরির মতন বসি থাকে। আর শালার আন্‌খা লোক দমাদ্দম ঢুকি যায় কারখানায়। দরকার নাই বালের কারখানা; শালপাতা বিচব, জমিনে খাটব, কাজ নাই পাব তো ভুখা থাকব। ধুঁয়া গিলে গিলে ছাতিটা তো আর ফুটা হবে নি। গোরু-ছাগল, দুটি ঘাস তো পাবে। কারখানার কালা জলে জমিন সব বাঁজা হয়ে গেল, এবার তো চাট্টি ধান ফলবে।

সব মাওবাদীদের উস্কানি

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক পার্টি-নেতা অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি জানান, 'জঙ্গলমহল জুড়ে মাওবাদীরাই সব নিয়ন্ত্রণ করছে; ওরা কেঁদুপাতা, বাবুই ঘাস-এর দাম বাড়িয়ে, মহাজনদের ভয় দেখিয়ে, তোলা আদায় করে ব্যবসা লাটে তুলেছে। সাধারণ মানুষ ভুক্তভোগী। দু-চারটে কারখানা চললে গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান, পাকা রাস্তা, বিজলি, জল এসবের সুরাহা চটজলদি হয়; তাও হতে দিল নি। ওদের তরেই লোক প্রতিবাদ পত্রে সই দিয়েছে, টিপ দিয়েছে। এরা চায় না মানুষের উন্নতি হোক। গঠন নয়, ধ্বংস হত্যা আতঙ্কই ওদের মূলমন্ত্র।

আমরা সবিনয়ে জানাই : (১) দি এয়ার অ্যাক্ট (১৯৮১), (২) দি, ওয়াটার অ্যাক্ট (১৯৭৪) অনুযায়ী দূষিত ধোঁয়া ও জলের নির্গমন-এর বিরুদ্ধে কেন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং কেনই বা কথার খেলাপ করে স্থানীয় মানুষদের বঞ্চিত করে বাইরে থেকে শ্রমিক আনানো হল। এখন, মাওবাদীদের ঘাড়ে সব দোষ, সব দায় চাপিয়ে দেওয়া কি ঠিক? এসব শুনে নেতা মহাশয়, উত্তেজিত হয়ে আমাদের কাগজকে মাওবাদীদের 'দোসর' চিহ্নিত করে উধাও হলেন। কারখানা বন্ধের পেছনে নাকি আমাদেরও মদত আছে। পাঠক সত্যাসত্য বিচার করুন। তবে, আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, একটি মাত্র কারখানা বন্ধ হল; পশ্চিমবঙ্গে আরও কিন্তু একান্নটি স্পঞ্জ আয়রণ কারখানা চালু রয়েছে। তারা বিনা প্রতিরোধে দূষিত করে চলেছে বাংলার জীবন ও প্রকৃতিকে। এভাবে চলতে থাকলে কয়েকশো গ্রাম অচিরেই ফসলশূন্য, পানীয় জলশূন্য হয়ে তো পড়বেই, বিষাক্ত ধোঁয়ায় জনস্বাস্থ্যও ভয়াবহভাবে বিপন্ন হয়ে পড়বে। কেউ শুনছেন!

বৃষ্টি উধাও—পোয়াতি ফসল শুকিয়ে যাচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : কথায় আছে 'আশ্বিনে কানে কান'। মাঠে জল থাকবে ভরা,

তবেই তো ধানগাছটি ফলবতী হবে। কিন্তু এ বছর শ্রাবণে, ভাদ্রে যথেষ্ট বৃষ্টি নেই, আষাঢ়ের জল আশ্বিন অব্দি টেনে দিল, এখন মাঠ ফুটি-ফাটা, কোথাও বা আধ ইঞ্চি কাদা জলে দাঁড়িয়ে সবুজ ধান গাছ হলুদ হয়ে শুকিয়ে আসছে। অথচ এই তো বেড়ে ওঠার সময়। গাছ এখন গর্ভবতী। ধানে এই সময় দুধ আসে, পুরুষ্ট হয়। কিন্তু বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এখন ভয়ানক খরার আশঙ্কায় কৃষকেরা প্রহর গুনছেন। একটু বৃষ্টি চাই। পুজোর আনন্দ, ঈদের পরব সব বিবর্ণ হয়ে যাবে, যদি দু-চার দিনের মধ্যে আকাশ-এর দেবতা কৃপা না করেন। সিজুয়া গ্রামের এক প্রবীণ কৃষক জানালেন : "পুয়াতি মেয়েলোকের বড়ই খিদা। নিজের জন্যি খিদা, পেটেরটির জন্যি খিদা। মুখে রুচি নাই, বমি বমি পায়, মাটি খায়, তেঁতুল-আমড়া, করমচা চিবিয়ে চুষে খুব আহ্লাদ। ধানগাছটিও অমনি পারা। এখন পুয়াতি, রাক্‌খুসে খিদা, আর অখনই দেখ মাঠটি বেবাক শুখা, খাইদ্য নাই। পেটেরটিও শুকিয়ে কুঁকড়ে যাবে, ধানগুলি হয়ে যাবে 'আগড়া', টিপে-টুপে দেখবে ভিত্রে দুধ নাই দানা নাই—ফাঁক্কা! বড় দুদ্দিন আসতেছে বাপ।"

মোবাইল টাওয়ার—অশনি সংকেত

বড় শহর থেকে মফস্বল, গ্রাম থেকে গ্রামান্তর সর্বত্র এখন কানে মোবাইল ঠেকিয়ে মাথাটি হেলিয়ে, ছেলে-মেয়েরা কথা বলতে ব্যস্ত। বড়রাও কিছু কম যান না। অতিরিক্ত এই মোবাইল ব্যবহারে ব্রেন টিউমার হবার কথা সবার জানা। এর কারণ, তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ। আমেরিকার 'সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল', সম্প্রতি মোবাইল এবং মোবাইল টাওয়ার নিয়ে ভীতিপ্রদ মূল্যায়ন প্রকাশ করেছেন। মোবাইল ব্যবহারকারীদের টিউমার, হৃদরোগ ও প্রজনন ক্ষমতার হ্রাস সম্বন্ধে কিছু তথ্যাদি আমরা জানতাম; কিন্তু মোবাইল টাওয়ার সম্ভবত আরও ভয়াবহ বিপদের সম্ভাবনা নিয়ে ইতিমধ্যেই হাজির হয়ে গেছে বাংলার অসংখ্য শহরে ও গ্রামে। সমীক্ষায় প্রকাশ : যে শহর বা গ্রামে মোবাইল টাওয়ার বসানো হয়েছে, সেখানকার মৃত্যুহার বেড়ে যাচ্ছে ১০ থেকে ২৫ শতাংশ।

পাখিরা, বিশেষত টিয়া, পায়রা, সারস, বাদুড়, চড়ুই ও শঙ্খচিল টাওয়ার এলাকা ছেড়ে উড়ে যাচ্ছে। বহু পাখি মারা যাচ্ছে। যারা থেকে যায়, বিকিরণের প্রভাবে তাদের অকালে ডিম্বপাত হয়, বা আদৌ হয় না। যদি সারা দেশের সর্বত্র টাওয়ার স্থাপন চলতে থাকে, তাহলে অচিরেই বাংলার আকাশ থেকে পাখিরা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ মস্তিষ্ক, চোখ, কান, ত্বক ও অণ্ডকোষে ঢুকে পড়ছে এবং এর ফলে অনিদ্রা, বমিভাব, জ্বর, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, বুকে ব্যথা, নিঃশ্বাস ছোট হয়ে যাওয়া থেকে পৌরুষের বিপর্যয়—সবই ঘটা সম্ভব।

মোট দশ লক্ষ আমেরিকাবাসী তড়িৎ-চুম্বকীয় দূষণের হাত থেকে রেহাই পেতে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। চাকরি ছেড়ে দিয়ে অবশ্য তাঁরা এখন কী করছেন সে-কথা রির্পোর্টে নেই।

বশীকরণ হইতে সাবধান

অবাক কাণ্ড! প্রতিবেশী অঘোর মন্ডলের বৌ সুমিত্রা মণ্ডল (২৩)-কে নিশুত রাতে বশীকরণ করতে গিয়ে, বেদম ধোলাই খেয়ে হাসপাতালে দাখিল হল তপন মণ্ডল (৩২)। তপন বিবাহিত এবং তিন ছেলে-মেয়ের বাপ; সুমিত্রার দিকে নাকি তার নজর বহুদিনের। দু-একবার মাত্র ইশারা-ইঙ্গিত করেছে, কিন্তু শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে নি। সুমিত্রার মতে, 'তপনদা' লোক খারাপ নয়, তবে 'মাথায় গণ্ডগোল' আছে।

পরশু রাতে, সুমিত্রার শরীরটি ভালো ছিল না, বার বার বাহ্যি যেতে হচ্ছিল। শেষবার পুকুরঘাট থেকে উঠে যেই না উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে, অমনি তার গায়ে কাদা-কাদা পচাগন্ধময় কি যেন, ছ্যাত্ করে এসে পড়ল। ও 'চোর চোর' বলে চীৎকার করে ওঠে, দেখে একটা লোক পাশের বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। অঘোর ততক্ষণে টর্চ আর লাঠি নিয়ে উঠোনে এসে পড়েছে। বৃত্তান্ত শুনে সন্দেহ রইল না কারও। মাঝরাতে বেদম ধোলাই। তপনের বউ আবার সুমিত্রার 'ধম্ম দিদি'। তারই কাকুতি-মিনতিতে অঘোর ও পাড়াপড়শিরা তপনকে হাসপাতালে ভর্তি করে আসে। মাঝরাতে তপন, সুমিত্রাকে কী ছুঁড়ে মারল—যদি জানতে চান, শুনুন। কিন্তু পাঠক! নিজে এসব চেষ্টা করবেন না। পটাশপুরের গুণিন দামোদরের থেকে মোটা দক্ষিণা দিয়ে তপন জেনেছিল—চন্দ্রগ্রহণের সময় জোগাড় করতে হবে সপ্ত পুষ্করিণীর জল। সেই জলে দুই রাস্তার মোড়ে বসে রন্ধন করতে হবে এক মুঠো চালের ভাত। রন্ধনের আগুন পাতা-নাতা-কাঠের জ্বাল হলে চলবে না; এর জন্য প্রয়োজন শ্মশানের অর্ধদগ্ধ কাঠ, কাকের বাসাভাঙা কাঠি, মৃত সধবার ভাঙা চুড়ি (কাচের হলেও চলবে)। ভাতটুকু মাখতে হবে পশুর পচা চর্বি দিয়ে। আর সেইটি ছিটিয়ে দিতে হবে উদ্দিষ্ট মেয়েলোকের গায়ে। ব্যস। নারী বশীকৃতা। দামোদরই অর্থমূল্যে সব উপকরণ জোগায় বলে জানা গেছে। তবে, ভাত রাঁধা চর্বি মাখার কাজটি তপনকে নিজেকেই করতে হয়েছে। পুরুষ বশীকরণের পদ্ধতিও এবম্প্রকার। পাঠিকা সাবধান!

উৎসব বিশেষাঙ্ক

প্রাতঃস্মরণীয় হরিচরণ লিখিয়াছেন—যাহা সুখ প্রসব করে, তাহাই উৎসব। কিন্তু সুখ কহিব কাহারে? আনন্দ-প্রীতির মহাভাব চিত্তে কখন উদ্বেলিত হইয়া উঠে? ভারতাত্মা রবীন্দ্রনাথ কহিতেছেন, যে-দিবস আমরা নিজ নিজ চিত্তকে সঙ্কীর্ণ অহং-এর শৃঙ্খল মোচন করিয়া, হৃদয়ের সমুহ অর্গল মুক্ত করিয়া বিশ্বজগৎকে আবাহন করিয়া আনি—সেই দিন, আমাদিগের উৎসবের দিন।

বঙ্গে 'বারো মাসে তের পার্বণ'-এর প্রবচনটি সুবিদিত। তবে, সেইগুলির মধ্যে, ইদ-উল-ফিত্‌র, সহরায় আর দুর্গতিনাশিনীর আরাধনা প্রধান উৎসব—শরৎ-হেমন্তব্যাপী এক পর্ব-পার্বনের সমারোহ, শোভাযাত্রা যেন চলিতে থাকে।

উৎসবে, সমারোহে কিন্তু আমাদিগের মধ্যে একপ্রকার মত্ততা জাগিয়া উঠে। আত্মসম্প্রদায়, গোষ্ঠী ব্যতীত আর কাহাকেও তখন আমরা যেন দৃষ্টিগোচর করিতে ভুলিয়া যাই। ধার্য ধারণা বশে ভাবিতে থাকি—

আজ আমাদিগের আনন্দ, উহাদিগের মুখটি কেমন যেন অপ্রসন্ন ঠেকিতেছে। উহারা কেন হর্ষোৎফুল্ল হইতেছে না? কখনও ভাবি নাই, উহার পার্বণের দিনে আমি কি উৎসাহ সহকারে অংশীদার হইতে ছুটিয়া গিয়াছি। ইহাই ভয়। এই সন্দেহ, অসহিষ্ণুভাব উৎসব-পার্বণের সুখাৎপত্তির পথে কন্টক। এ ক্ষুদ্রতা, এ অন্ধতা বিদুরিত হউক। উৎসবপ্রাঙ্গণে আমরা যেন সকল সম্প্রদায়কে কায়মনোবাক্যে আহ্বান করিয়া পংক্তিভোজনে বসাইতে পারি—ইহাই প্রার্থনা।

পাঠকবর্গ! সমস্ত বৎসর প্রায়শঃ দুঃখপূর্ণ সংবাদ, অম্ল-তিক্ত-কষায় সহকারে পরিবেশন করিতে হইয়াছে। এই উৎসব বিশেষাঙ্কে হয়ত-বা আপনাদিগের কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন প্রাপ্তি হইবে।

পুরাতন সন্ধ্যাগীতি

পাঞ্জ শাহ্

ভজন সাধন করবি রে মন কোন রাগে
আগে মেয়ের অনুগত হও গে।
জগৎ-জোড়া মেয়ের বেড়া রে কেবল
একপতি সাঁইজী জাগে।
মেয়ে সামান্য ধন নয় জগৎ করছে আলোময়
কোটি চন্দ্র জিনি কিরণ বুঝি আছে মেয়ের পায়—
মেয়ে ছাড়া ভজন করা রে তা হবে না কোনো যোগে।
যদি রূপার টাকা পায় জীবে কপালে ছোঁয়ায়
কত রজত-কাঞ্চন সোনা-রূপা পতি দিচ্ছে মেয়ের পায়—
মেয়ে এমন ধন নাহি চিনে রে জীব
পড়বে পাপের ভোগে।
মেয়ে মেরো নারে ভাই মারলে গুরু মারা হয়
মেয়ের আহ্লাদিনী নাম রেখেছেন চৈতন্য গোঁসাই
ও যার দরশনে দুঃখ হরে রে ও তার
চরণে শরণ নিগে।
বলে হীরুচাঁদ আমার মেয়ে মনোহর
যার আকর্ষণে জগৎপতি করল রাধার দাস স্বীকার
তুই ধরবি যদি গুরুর চরণ রে পাঞ্জ
মেয়ের চরণ ধর আগে।

ভিক্ষুক শিরোমণি

ভবগোপাল মাহাতো

ভিখারি বসিয়া আছে মন্দির বাহিরে।
মন্ত্রীদল লয়ে রাজা আসে ধীরে ধীরে।
চার ফুটি রাজা তাহার বারো ফুটি বস্ত্র।
মন্ত্রী সেনাপতি সবার কটিতটে অস্ত্র।।
দেবস্থানে আসিয়াছে তবু ভরোসা নাই,
গুপ্তঘাতকেরা নাকি ফিরিছে সদাই।
কেহ লক্ষ করিল না নিরন্ন ভিক্ষুক,
ভিক্ষা লাগি বসি আছে আহা সমুৎসুক।
মনে বড় আশা তার রাজভিক্ষা পাবে।
দুঃসহ জঠর-জ্বালা অন্তত ঘুচিবে।।
কিন্তু এ কী শুনিল সে তাহারই মতন,
সাষ্টাঙ্গে লুটায়ে রাজা করিছে মাঙ্গন!

"আরো অস্ত্র দাও প্রভু বাঁচাও সেবকে,
ঘাতকে নিঃশ্বাস ফেলে শুনি সর্বদিকে।
দুষ্ট প্রতিবেশীদিগে করিব শাসন,
নিশ্চিন্ত করিব প্রভু রাজার আসন।
অঢেল সুবর্ণ দিও হীরা রত্ন মোতি,
অস্ত্র আর অর্থ পাইলে কে করিবে ক্ষতি?
যে করিবে ক্ষতি তারে ঠান্ডা করি দিব,
বিদেশী বণিক মিত্রে ডাকিয়া আনিব।
অস্ত্র বিত্তসাথে প্রিয় মিত্র যদি পাই,
স্বর্গরাজ্য এই রাজ্য হইবে নিশ্চই।
কল বসাব রাস্তা করব চালাইব রেল,
অকর্মা যুবকবৃন্দ—আনন্দে উদ্বেল।
শোভাযাত্রা করি তারা দিবে জয়ধ্বনি
'রাজরাজেশ্বর! মোদের নয়নের মণি'।

প্রার্থনা প্রণাম সারি রাজা বাহিরিল,
ভিক্ষুক দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইল।
'যাহা ইচ্ছা মাঙ বেটা প্রসন্ন রয়েছি—
ভিখারি পরুষ বাক্যে কহিল, 'বুঝেছি
আমি তো ভিক্ষুক তুমি ভিক্ষু-শিরোমণি,
কি করিয়া মোরে তুই ভিক্ষা দিবি শুনি!'

কহিতে কহিতে ভিক্ষু কোথা মিলাইল,
হতভম্ব দম্ভী নৃপ নতশির হইল।

একচক্ষু শিশুদের দেশে

নির্মাল্য ত্রিপাঠী

ঈশ্বর আমাদের ত্যাগ করলেন। বহু কল্প আগে মৃত মাছেদের পঞ্চায়েত বলে গেল নদীজলে কেবলই লবণ ক্ষার বিষ রসায়ন। ঝুলি কাঁধে বেরোতেই দেখি আহা একচক্ষু শিশুগুলি হামা দেয় দুয়ারে দুয়ারে। মাধুকরী স্থগিত রাখাই অত্র সদ্‌বুদ্ধি নিশ্চয়। কার কাছে ভিক্ষা চাব কার কাছে বজ্রেশ্বরী এরা যে মানুষ নয় রক্তের তিলক আঁকা নিরেট পিত্তল মূর্তি। এদের দুই হাতে আজ কালের মন্দিরা নহে উলসে ওঠে ধাতু ঝনৎকার। গোঁসাই বললেন বন্ধু এই দেশে অন্ন ব্রহ্ম বহু দূর পিপাসার জলটুকুও নেই।

এই গণরাজ্যে দেখ এমনকি বৃদ্ধগুলি চূর্ণ পাথরের স্তূপ রাস্তার কিনারে। রমণীও ছায়াশূন্য। এমন স্ফটিক চোখ কখনও দেখিনি আগে কোনো জন্মে না। অন্তর্যামী মিত্রবর সকলই জানতেন তবু প্রচ্ছন্ন চতুরালি। কিংকর্তব্য আর। পিঙ্গলবর্ণের এই শিশুদের পাশে এসে একটু দাঁড়াও। এরা নরকের ফুল।

যুধিষ্ঠির কাকা

অনিমেষ মাইতি

অনেকদিন পর যুধিষ্ঠির কাকাকে স্বপ্নে দেখলাম
মুখে টাইট ক'রে গামছা বাঁধা
পিঠে ঝোলানো ট্যাংক
ট্যাংক ভর্তি মেটাসিন
গ্রাম্য এক রাকেশ শর্মা বলে ভুল হয়।

দেড় কোটি সবুজ শয়তান
আমাদের সম্বৎসর চেটে-পুটে খাচ্ছে
পুজোর জামা নবান্ন মকর সংক্রান্তির পুলি পিঠে আর
আসছে ফাল্গুনে আমার কাজলা দিদির
উড়ন্ত পাল্‌কি কুরে কুরে খায়
মাজরা পোকা।
নক্ষত্রগুলি হেজে যাবার পর
নবীন শোল বাচ্চার মতো সূর্য উঠে

সেই ঝুঁঝকো আলোয় যুধিষ্ঠির দাসের পিঠে
কে বা কারা বেঁধে দিল নভোনীল স্প্রেয়ার মেশিন?

রেণু রেণু মেটাসিন ফলিডল এণ্ড্রিনের সেই স্বাদ
গভীর গভীর।

গল্প

খুনি মাৎকম দারে বা খুনি মহুয়ার গাছ

ঠাকুরপ্রসাদ মুরমু

অমাবস্যার অন্ধকার। উলিডি গ্রাম। সন্ধ্যার পর রাত্রির আহার সেরে গ্রামের সমস্ত মানুষ ঘুমচ্ছে। মাঝিদের পাড়ায় শোনা যাচ্ছে মাদল-ধামসার শব্দ। কোড়াকুড়িরা নাচ-গান করছে। শেয়ালের ডাক শুনে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। আর বাঁশঝাড়ে তিতির পাখির কলরব।

কুল্‌হি প্রান্তে ঘর। কিন্তু বোকার চোখে ঘুম নেই। সে খাটিয়ায় বসে শুনল ডাক-গাড়ি শব্দ করতে করতে চলেছে। ঐ ডাক-গাড়ি চলে যাওয়ার পর সে তার কাজ শুরু করবে। সময় যত ঘনিয়ে আসছে, সে ততই অস্থির হয়ে উঠছে। বিড়ি ধরিয়ে সে উঠোনে এসে দাঁড়াল। আকাশে নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। বোকা তার খাটিয়ার কাছে ফিরে এল। সিরু অঘোরে ঘুমচ্ছে। সিরু তার ঠাকুরমার কোলে ঘুমিয়ে আছে। শুধু বোকা আর তার মা জেগে— কিন্তু কেউ কোনো কথা বলছে না। দূরে গাড়ি আসার সিটি শোনা যায়। বোকার বুক ধক্‌-ধক্ করতে লাগল।

খুব সাবধানে বোকা ভারি বস্তাটা ছাগলের খুঁদরি থেকে তুলে নিল। খুবই ভারি বস্তা। ঘাড়ে তুলে নিল সে। তারপর ক্ষেতের রাস্তা ছাড়িয়ে চলল সোজা পথে। অন্ধকার রাত্রি। তারপর নদীর ধারে এসে পৌঁছল। ভারি বস্তার চাপে তার পা নদীর বালিতে ঢুকে যেতে লাগল। খুব কষ্টে সে বনজঙ্গলের পথ ধরল। সাপ, বাঘ, কোনো কিছুরই ভয় এখন আর নেই। এক-একবার সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কোনো শব্দ শুনলে পেছন ফিরে তাকায়। কেউ দেখেনি তো! ছোট পাহাড় পেরিয়ে সে বড় পাহাড়ের কাছে যায়। সেটা পেরিয়ে আবার ছোট পাহাড়। আকাশের কালো মেঘ পৃথিবীর বুকে জমাট পাহাড়ের মতো। ডান দিক থেকে কুলোর মতো হাতির কানের ঝাপটের শব্দ—ঠাপা, ঠাপা। তবু বোকার ভয় নেই। পাহাড়ের ঐ খাদানের বড় গর্তে শ্বাপদ জন্তুর বাস। এ সব ভেবে সে ছোট পাহাড়টার কাছে এল। অনেক আগে সাহেব কোম্পানি তামার সন্ধানে এখানে খাদান কেটেছিল। বেশ গভীর খাদ। সে ভারি বোঝাটা

সেখানে রেখে ঠেলে দিল। আর হড় হড় করে বস্তা খাদানের ভেতরে চলে গেল।

তার সমস্ত শরীর বেয়ে ঘাম ঝরছিল। দূরে গ্রামের কুটিরে মোরগ ডাকছে। ভোর হয়ে এল। বিশ্রামের জন্য সে হাঁইফাঁই করছে। পায়ে যে কত কাঁটা—ভীষণ যন্ত্রণা। কিন্তু যন্ত্রণার জন্য বসার সময় নেই। সুবর্ণরেখার ঘাটে এল সে। উদীয়মান হলুদ সূর্য কখন যেন সিঁদুরের রং পেয়ে গেল। মাথার উপর অসংখ্য পাখির কলরব।

বাড়িতে ফিরেই সে তার নিজের ঘরে ঢুকল। বেরিয়ে আসার সময় মা তাকে জিজ্ঞাসা করল, আবার কোথায়। বোকা বলল, লিপিঘুটু। কেন? এ দিকে লিপিঘুটুর কথা শুনেই মিরু বায়না ধরল, বাবা, ইঞ্ হঁ সেন—বাবা, আমিও যাব। বাবা আদর করে তাকে বলে, ঘরেই থাক। আসার সময় মিঠাই আনব।

বোকা লোকাল ট্রেন ধরে কোক্‌পাড়াতে নেমে কাছেই লিপিঘুটু গ্রামে পৌঁছে গেল। শাশুড়ি কুলহি দুয়ারে গোবরছড়া দিচ্ছিল। একলা জামাইকে দেখে ভাবনায় পড়ল। কাজ ফেলে খাটিয়া পেতে দিল। তারপর লটা দাঃ (ঘটির জল) দিয়ে সম্বর্ধনা জানিয়ে বলল, এত সকাল-সকাল! বোকা বলে, মিরুর মা কাল সকাল থেকে কোথায় যে গেছে, পাচ্ছি না। ধারেপাশে কোথাও পেলাম না। —কোথায়! এখানে তো আসেনি।

বোকা দ্রুত অন্য কোথাও খোঁজার জন্য চলে যায়। শাশুড়ি ডাকে, বোস না, একটু জলখাবার খেয়ে যাও। চিন্তা নেই, যেখানেই যাক না, ফিরে আসবে। দুটো বাচ্চা ফেলে কোথায় যাবে! বোকা শাশুড়িকে প্রণাম জানিয়ে চলে যায়। শাশুড়ি একা-একা বলতে থাকে—আমার একটি মাত্র মেয়ে। কী সুন্দর বিয়ে দিয়েছি। জামাই গ্রামের মাঝিদের মধ্যে ধনী পরিবার। জামাই আমার বড় শাদামাঠা।

বাড়ি ফেরার পথে বোকা ঘাটশিলা গেল—সোজা থানায়। তখন জল খাবার সময়। গেটে সিপাইকে জিজ্ঞেস করে, দারোগা আছে? —আছে।

ভেতরে দারোগা একটা কোলাব্যাঙের মতো, এক উঁচু চেয়ারের ওপর টেবিলে পা তুলে বসে আছে। বোকাকে দেখেই হুঙ্কার দিয়ে উঠে—ক্যা হুয়া। সেই হুঙ্কারে বোকার বুক থর থর করে কেঁপে উঠল। জোড়হাত করে বলে, হুজুর, আজ দু-দিন হল, আমার স্ত্রী কোথায় গেছে, বুঝতে পারছি না। এ জন্য ডায়েরি করতে এসেছি। কোন্ গ্রাম? —উলিডি। —উলিডি? যেখানে মাঝিদের মেজ ছেলেটা খুন হয়েছে? বোকা মাথা নাড়ে। —তোমার নাম? —আমার নাম জিৎরাই মাঝি। তবে সবাই বোকা বলে ডাকে। —স্ত্রীর নাম? —ডুমনি। —দেখতে কেমন? —মোটামুটি, শ্যামলা রং। চুল বেশ বড়। —বয়স? —কুড়ি বছর। —কেন চলে গেল? —ঝগড়া হয়েছিল। —শুধু ঝগড়াতেই চলে যাবে? বলেই দারোগা বোকার দিকে কটমট করে এমনভাবে তাকাল, বোকার মনে হল তার ভেতরের সব কথা দারোগা জেনে নিয়েছে। —সঙ্গে কী নিয়ে গেছে? —কিছুই না। —যাও, তোমার ডায়েরি নিয়ে নিলাম।

বোকা বেরিয়ে মনে মনে কিছুটা নিশ্চিন্ত হল। সে যে-রকম আগুনপানা মেয়ে (সেঁগেল লেকা এরা), কত লোকের যে মন পুড়িয়েছে—বোকা তার কতটুকু জানে। ঐ মেয়ের খুন হওয়াই ঠিক। এ তো পালিয়ে যাওয়া নয়, ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া। যে-ছেলেটি ওকে নিয়ে পালিয়েছিল, সে-ই খুন করেছে। এই ভাবেই তদন্ত হবে। বোকার মন আরও হালকা হয়ে যায়।

বাড়ি ফিরিবার জন্য সে মিনিবাস ধরিল। এবং সেরমবাদে গাড়ি হইতে নামিয়া বাড়ি যাইবার পথ ধরিল। পথে যাইতে যাইতে চাহিয়া দেখিল, মহুয়া শাল আর পলাশ ফুলের রাশি। পলাশফুল ডালে ডালে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে। গ্রামের বাহিরে জাহের থানে সে আসিয়া থামিল। জাহের ডালে তুদে পাখি ডাকিতেছে—দেশ চ আঁচুরেন্ জা গঁসায়, দিশম চ বিহুরেন। (ইহা বাহা সেরেঞ্ বা পুষ্পরাগের বসন্তসঙ্গীত। সাঁওতাল সমাজে বাহা পরব দিয়া বৎসর আরম্ভ। প্রাচীন ভারতেও চৈত্র মাসে বৎসর শুরু হইত) অর্থ—দেশ ফিরিয়া আসিয়াছে, হে নায়কে বাবা সময়ও ঘুরিয়া আসিয়াছে, ইত্যাদি।

দিনের ক্লান্ত সূর্য পৃথিবীর বুকে আলোকরশ্মি ছড়াইবার পর রক্তিম পাহাড়ের উপর বিশ্রামের জন্য চলিয়া যাইতেছে। আর উলিডির সন্নিবদ্ধ কুটীরসমূহ আমবাগানের ফাঁক দিয়া পেখম-তোলা ময়ূরের মতো ঝলমল করিতেছে। (উলিডি রাঁসি বৗসতি দ উলে-বাগওয়ান ফাঁকাতে আঁসুল মারাঃ লেকা ঝিলঝল এ্ঞলঃকানা) সূর্যাস্তের এই শেষবেলায় কোন্ গাছের আড়ালে যে কোকিল কুহু কুহু ডাকিতেছে। কোকিলের সেই সুমধুর ডাকে তাহার অন্তর মদমত্তের মতো উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বাতাসের মৃদু স্পর্শ ও চঞ্চল মন একত্র হইলে গভীর চিন্তাভাবনায় বোকার মুখমণ্ডল শুকাইয়া গেল। একাকী বাকি পথটুকু চলিতে সে বড় ক্লান্তি অনুভব করিল। সে পথের ধারে পুরনো ঝাঁকড়া মহুয়াগাছের মুখোমুখি আসিয়া পৌঁছাইল। সেই খানেই মাঝিদের মেজ ছেলেটাকে জ্বালানি কাঠ চিরিবার মতো কোপ মারিয়া খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছিল। আর রাণিরও মৃতদেহটিকে তাহারা ধরিয়া এই গাছের উপর হেলান দিয়া রাখিয়াছিল, তাহার পর মাটিতে নামিয়াই উপরের দিকে মুখ রাখিয়া লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া গাছের গোড়ায় আঙুল মুছিয়াছিল। সহসা তাহার মনে হইল, সেই গাছই খুনি মহুয়ার গাছ।

'প্রকাশিকা'র পরম মিত্র বাবু সুহৃদকুমার ভৌমিক, প্রসিদ্ধ লেখক ঠাকুরপ্রসাদ মহোদয়ের সাঁওতালি ভাষে রচিত গল্পটির সারানুবাদ করিয়া দিলেন। আমরা কৃতজ্ঞ রহিলাম। ইহা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল 'তেতরে' পত্রিকায়।

লড়াই

কল্যাণী ঘোষ

কাদের সাথে কাদের লড়াই?
বুঝে উঠতে পারি না ভাই।
কেউ বা বলে জঙ্গী এরা—
এদের জীবন কেমন ধারা?
প্রতি প্রভাতে রবির উদয়—
তবুও ধরণী বিষাদময়।
চলছে দেদার গোলাগুলি,
কালো ধোঁয়ার কুন্ডলী।।
দাউ দাউ জ্বলছে আগুন।
নিরীহেরা হচ্ছেন খুন।
ঝাপসা হয়ে আসে দৃষ্টি।
রসাতলে তোমার সৃষ্টি।
শুভের পথেই মানব মহান।
নৈরাজ্যের হোক অবসান।

আমাদের মা

মহুয়া দাসচৌধুরী

আকাশ জুড়ে সাদা মেঘের ভেলা
রৌদ্রছায়ার খেলা।
কাশ ফুটেছে নদীর বালুচরে
অন্ন যে নেই ঘরে!

কাঠকুড়ুনি নদী পেরোয় হেঁটে,
কোচড়ে তার দু-এক মুষ্টি চাল,
মাথায় তাহার শুকনো ডালের আঁটি,
বহুদূরে পশ্চিমে তার গাঁটি,
উধাও মাঠের শেষে।
ওই আমাদের বঙ্গলক্ষ্মী মা! দেখ আজ
ফিরে যে দীন বেশে।

তব সুধারসধারা

" ওহে মাবুদ! আমি আর বেহেশতে থাকতে পারব না। তাতো নিশ্চিত। তবে, তুমি পৃথিবীতে আমাকে আরও সুবিধা সৃষ্টি করে দিতে পার না কি?

আল্লাহ বললেন, বল, তুই আরও কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা চাস? ইবলীস বলল, তুমি তোমার বান্দা আদমের বংশধরদের জন্য নবী রাসূল এবং কিতাব পাঠিয়ে তাদের সাহায্য করবে। তদ্রূপ তুমি আমার ও আমার বংশধরদের অন্য কিছু সংখ্যক পয়গাম্বর এবং কিতাবাদি পাঠিয়ে আমাদেরকে আদম ও আদমের বংশধরদেরকে পথভ্রষ্ট করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পার না?

আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে পাপিষ্ঠ! পৃথিবীতে পাপাচারী শাসক ও নেতাগণ এবং দুর্নীতি ও খারাপ অশ্লীল ও জঘন্য পুস্তকাদি তোর পক্ষে পয়গাম্বর এবং অধর্ম পুস্তকের কাজ করবে।"

(আদি ও আসল তায্‌কেরাতুল আম্বিয়া)

গুণালোকপ্রদা দোষপ্রদোষধ্বান্তচন্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা।।

—গিরীশ বিদ্যারত্ন

নব পর্যায়

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা

৩য় বর্ষ ৫ম সন্দর্ভ

যেখানে পত্তন সেখানে কেত্তন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বংশীধরপুর, ১৪ই কার্তিক : তহবিল তছরুপের দায়ে বংশীধরপুর গ্রামীণ সমবায় সমিতির তিন কর্তা—বাবু পাত্র, রতন জানা ও হেরম্ব মহাকুলকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বিগত পাঁচ বৎসর ধরে মিথ্যা হিসাব দাখিল করে, এরা সর্বমোট তিন লক্ষ বাহান্ন হাজার চারশত একুশ টাকা আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীদের রক্তজল করা পরিশ্রমের অর্থ এভাবে নয়-ছয় করায় বরিদা পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান নবকান্ত বারিক দোষীদের অবিলম্বে কঠোর শাস্তি দাবি করলেন।

গতকাল বিকেলে, সমিতিরই অফিস থেকে গ্রেপ্তারের সময় ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীরা অভিযুক্তদের দিকে ঝুড়ি ঝুড়ি গোবর ছুঁড়ে মারে ; বিশেষ অভিনব ব্যাপার এই যে, মেয়েরা কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া বাবু-রতন-হেরম্বকে দেখে ঘরে ঘরে, গাঁয়ের মোড়ে মোড়ে শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি দেয়। বিরোধীদের উস্কানি'তে নাকি একদল যুবক স্থানীয় পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালায় বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন নবকান্তবাবু। অন্যদিকে, নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক গ্রামবাসীর বয়ান :

"ঘুষখেকো পুলিশ শালা টাকা লিয়ে ওদের ছেড়ে দিবে। এগরা বাজারে বাবুদিগের পাকা বাড়ি, সট্‌কে পড়বে। এইখেনে পেতম, শাল্লার বাঁশের জাঁক দে গলায় ব্লাড বের করতম। ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে মারলে শিক্ষে পেত। এখন তো ফস্কি গেল।"

মোটকথা, গণধোলাই ছিল ওদের প্রকৃত শাস্তি। এক পার্টিকর্মী অবশ্য একান্তে জানালেন— সবই বিরোধীদের কারসাজি; বাবুরা নির্দোষ। আদালতেই সত্য-মিথ্যা নির্ণয় হবে। অযথা বাজার গরম ক'রে এলাকায় যারা শান্তি ভঙ্গ করতে চাইছে, তাদের বিরুদ্ধে শিগ্‌গিরই তাঁরা রাজনৈতিক লড়াইয়ে নামবেন। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!

হটগোলকপুরে জুঙ্গিত মাণবক বিক্রয়— সন্দেহ পিতাকে!

প্রতিবেদন : মান্নান মণ্ডল— আশ্চর্য! অতি আশ্চর্য!! গভীর রাতে মায়ের কোল থেকে বিকলাঙ্গ বাচ্চা হাপিস! এতকাল শোনা যেত, কলকাতা মহানগরীর শিয়ালদহ, ধর্মতলা ইত্যাদি স্থানে সুস্থ সবল শিশু চুরি ক'রে এনে, তাদের বিকৃত বিকলাঙ্গ ভিখিরি বানাবার গোপন কারখানার কথা। শিশু হাপিস চক্রের শয়তানরা এবার আমাদের গ্রামদেশেও হানা দিল?

গত শুক্রবার রাতে রফিকুল হোসেনের তিন বছরের অসহায় শিশু মিন্টুকে কে বা কারা বিছানা থেকে তুলে নিয়ে গেল, এখনও তার হদিস মেলে নি। মা সালেহা এই ঘটনার পর দানাপানি ছোঁয় না, খালি কাঁদে আর বুক চাপড়ায়। মায়ের জবানি : খেতির কাজ-কাম, ধান সিদ্ধ, রাঁধাবাড়ি,—মুর্দার পারা নিদ। ছানার পা'টি ব্যাঁকা, হাতটি লুলা, কতাও কইতি পারে নাক! মুত পেলি, লুলা হাতটি লাড়ায়। রাত আনজাদ তিন পহর। মোতাব বলি ইদিক হাতাই, উদিক হাতাই— দেখি কি মিন্টু মোর নাই গো! ওরে ডাক্‌নু, গাঁর লোক এল, দরজা হা হা করতিছে। আগড় পারিয়ে রাস্তায় টর্চ মারল; দেখল কি রমজান মওলার দিয়া তাবিজটি ঝকঝকাচ্ছে। লেংড়া হোক, নি-জবান হোক, পেটেরটা ; কুন্নদিন এট্টা কিলও কিলাইনি বাপ।

গ্রামবাসীদের কথাগুলি ইঙ্গিতপূর্ণ। তাঁদের মতে, লেংড়া বাচ্চাটিকে নিয়ে রফিক আর সালেহার রোজই ঝগড়া; রমজান মওলা নাকি তাকতদার তাবিজ দিয়ে বলেছিল, বারো বছর নাগাড়ে ধারণ করলি ফল পাবেই পাবে। বাচ্চার পায়ের হাড়, হাতের শিরা সব মেরামুত হয়ে যাবে। একটা দুটা ক'রে কথাও ফুটবে। তবে পেচ্ছাপ-পাইখানা ইত্যাদির পর ভিজা হাতে প্রত্যেকবার তাবিজটি মুছে পাক রাখতে হবে। কিন্তু রফিকের অত ধৈর্য কোথায়? সে সালেহাকে তালাক দিয়ে মালিপাঁচঘড়ার তারিক মিঞার মা-মরা মেয়ে রুকসানাকে ঘরে আনবার মতলবে ছিল। এখন রাস্তা সাফ।

অন্য একটি সূত্র আরও বিস্ময়কর। কিছুদিন যাবৎ নাকি এক 'অচিনা'লোক রফিকের সাথে বিলে-বাদাড়ে, বাজারে-হাটে প্রায়ই ঘুরে বেড়াত। জিজ্ঞেস করলে রফিক মুচকি হাসত, বলত আমার ফুফাতো ভাই উড়িষ্যায় থাকে। সবার ঘোরতর সন্দেহ মোটা টাকার বিনিময়ে পঙ্গু শিশুটিকে বাপ নিজেই বিক্রি করে দিয়েছে। মাঝরাতে দরজা খুলে দালালের হাতে বাচ্চা পাচার করে অনেকক্ষণ পর সে-ই নাকি সালেহাকে খোঁচায় এবং বাচ্চাকে পেচ্ছাপ করিয়ে আনবার হুকুম দেয়। তারপর হাঁক-ডাক, হৈ হল্লা, টর্চ মারা, দৌড় ঝাঁপ— সবই লোক

দেখানো। টাকাকে টাকা এল, আপদও বিদেয় হল, নতুন বিবিও এসে পড়ল বলে।

বিচলিত স্থানীয় পার্টি নেতা দেলদার হোসেন গ্রামে গ্রামে রাত-পাহারা চালু করা এবং সন্দেহজনক লোকজন দেখলেই তৎক্ষণাৎ পার্টি অফিসে হাজির করার সলা দিলেন।

হুকিং করে কে ধরে কে?

গাঁয়ে গাঁয়ে হুকিং যুগ। পাঁচ বছরের বাচ্চা থেকে ঘাটের মড়া সবাই এখন ভিডিও মাতাল। ইলেকট্রিকের তার বেয়ে ঘরে ঘরে এসে সলমন শাহরুখ ঝাড়পিট করছে, করিনা প্রিয়াংকারা নাচছে চোখ মারছে। গাঁয়ে গাঁয়ে হুকিং করতে গিয়ে কত যে শক খেয়ে মরল—তবু হুঁশ নেই। ওদিকে বিদ্যুৎ পর্ষদ চুপ। তাদেরই অসৎ কর্মচারীদের আস্কারায় টিভি ভিডিও তো হুকিং ভরসায় চলছেই, অনেকেনাকি বড় বড় হিটার জ্বালিয়ে নিশ্চিন্তে ধানসিদ্ধ করছে, মেশিনে ধান ঝাড়াই করছে। এক পর্ষদকর্মী দুঃখ ক'রে বলছিলেন—হুকিং রুখতে তাঁরা চান; কিন্তু গাঁয়ে ঢুকলেই চান্দিক থেকে মেয়েছেলেরা সব বঁটি-কাটারি-ঝাড়ু হাতে তেড়ে আসে। 'প্রাণটাতো বাঁচাতে হবে মশায়, না কি? সরকার ছোটলোকদের আরও মাথায় তুলুক।'

মঁসিয়ে গোবিন্দ— জয় হো!

সুদূর ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী ফরাসি দেশস্থ পর্যটক মঁসিয়ে লাফি অ্যালবার্তো সম্প্রতি বর্ধমান ভ্রমণে এসে, তাঁর বন্ধু ড. প্রণয় কুণ্ডু মহাশয়ের গৃহে গোবিন্দভোগ চালের ভাত খেয়ে কুপোকাত। তিনি মুগ্ধ বললেও কম বলা হয়। ভারতবর্ষের বহু স্থান পরিক্রমা ক'রে এসে, তাঁর রসনা সেরা রস খুঁজে পেল গোবিন্দভোগে। বললেন—'এমন ভাত কোনোদিন কোথাও খাইনি। আমি দেশে গিয়ে সবাইকে বলব গোবিন্দভোগের মাহাত্ম্য। ফ্রান্সে এই সুগন্ধী সুস্বাদু চাল যাতে রপ্তানি করা যায়, সে ব্যাপারেও আমি মঁসিয়ে প্রেসিডেন্টকে চিঠি লিখব।'

কোচিং চিচিং!

আরামবাগের স্বপনদার কোচিং-এ পড়তে গিয়ে ছাত্রী চিচিং ফাঁক। ক্লাশ নাইনের শতরূপা সাঁই দুদিন হল উধাও। বাবা অমল সাঁই থানায় স্বপনের নামে ডাইরি করলেন; তাঁর অভিযোগ—স্বপনই মেয়েকে অপহরণ ক'রে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। ওদিকে স্বপনদার বক্তব্য—'আমি এইট ইয়ারস ধরে কোচিং করাচ্ছি, কম সে কম এইট হানড্রেড মেয়েকে উতরে দিলাম; কোনদিন কেউ বলতে পারবে না আমি লুজ ক্যারেক্টার। আমার ব্যবসা আগে, প্রেম-পিরিতের সময় পাব কোথায়?' পুলিশ স্বপনকে ধরল বলে।

জীবন্ত খেজুরগাছ—বুজরুকি না বিজ্ঞান? (৩য় কিস্তি)

হাটগোলকপুর থেকে সারোয়ার হোসেনের আশ্চর্য প্রতিবেদন : একবিংশ শতকের বিস্ময়, জীবন্ত খেজুর গাছ সম্বন্ধে প্রকাশিকার পাঠকমাত্রই অবগত। সম্প্রতি তাই নিয়ে আরও নিত্য-নতুন যে কাণ্ডকারখানা চলছে তার বিবরণ আপনাদের জ্ঞাতার্থে পেশ করছি।

কয়েকদিন আগে, মৌলবি বসিরুদ্দি অলৌকিক খেজুর গাছের অতি সামান্য ছাল চেঁছে বদরপুরের লালি নামে একটি বাচ্চা মেয়েকে তাবিজ বানিয়ে দেন; আর কি আশ্চর্য! তিনমাসের পাকা জ্বর আপ্‌সে হাপিস। সে দিব্যি হেসে খেলে বেড়াচ্ছে। লোকে এতকাল বৃক্ষ দর্শনে পুণ্য লাভ করছিল, এখন এর ছাল-চাঁছা কবচ-তাবিজ-মাদুলির জন্য হাহাকার।

আজ, রফিক মিঞার বাড়ি অব্দি পৌঁছতে আমাদের বিস্তর বেগ পেতে হল। রাস্তায় লম্বা লাইন। দশ-বিশ গাঁয়ের লুলা-ল্যাংড়া -কালা-বোবা-পেঁচোয় পাওয়া কাচ্চা-বাচ্চা লোকজন হাজির। তাদের লাইন ক'রে রফিকের আগড় পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছে গ্রামের যুবকবৃন্দ। তাদের মাথায় টুপি, হাতে ডাণ্ডা। আগড়ের ধারে রফিক; আপাতত তেলে-ভাজার দোকান তুলে দিয়ে একটা লম্বা খাতা নিয়ে বসে; কিন্তু সে কোনোদিন ইস্কুলের ছায়াটিও মাড়ায় নি। তার ছেলে তারেক, সেইখাতায় সবার নাম, বাপের নাম, মোকাম ইত্যাদি টুকে রাখছে; তাকে আর স্কুলে যেতে হচ্ছে না। আমরাও নাম-ঠিকানা লিখিয়ে ভেতরে ঢোকার ছাড়পত্র আদায় করলাম।

চাঁদি পঁচ্চিশ—তাঁবা পঁদ্‌র

ব্যাঁকা খেজুর গাছটির গোড়া চেপে সিমেন্টের বেদি; বেদিতে সমাসীন চেক সাদা লুঙ্গি, পাঞ্জাবী, ফেজ টুপি পরিহিত, সুর্মা-অঙ্কিত চক্ষু মৌলবি বসিরুদ্দিন! সে যেন পীর পয়গম্বরের খাস বান্দাবিশেষ। লোকজন তার সামনে কাঁদো কাঁদো হয়ে, কেউ বা কেঁদে কেটে সিকনি মুছে নিজেদের দুঃখ-রোগ-শোক-তাপ আওড়াচ্ছে; তিনি শুনে বা না শুনে, ডানদিকের একটি পাত্রে স্তূপীকৃত খেজুর ছাল থেকে অতি সামান্য নিয়ে বামদিকের পাত্র থেকে পাত্‌লাতর রুপো বা তামা-(যার যথা সাধ্য)র তাবিজে পুরে বিড়বিড় করে দোয়া-দরুদ পড়ে দিচ্ছেন। তাঁর কঠোর এবং অবশ্যপালনীয় নির্দেশসকল প্রার্থীদের কানে কানে বলে দিচ্ছে বসিরের চ্যালা আজিজ মিঞা। তাঁর থেকেই জানলাম গূঢ় ব্যাপার স্যাপার; তাঁর জবানিতেই পড়ুন:

"চাঁদির লিবে তো পঁচ্চিশ, তাঁবা হলি পঁদ্‌র, আর যেদি একটা চাঁদি একটা তাঁবা

একসাথে লিবে তো পাস্ ট্যাকা কমিশন। গরিব কমবক্তদের নগদা টাকা নেইক, এদের জন্যি চাউলের বন্দোবস্ত। চাঁদির জন্যি চাউল লাগবে পাস্ সের, তাঁবার জন্যি তিন সের। হাগা মোতা বা লাগাবার সময় তাবিজ খুলি রাখা দরকার, না-পাক হয়ে যাবে' খন। যেদি না পার তো না পার, পেত্যেকবার পানি দিয়ে তাবিজ পুঁছে লিবে আর বলবে 'আল্লা বিসমিল্লাহ্'। হিন্দু হলি বলবি 'কাল্যকালী'—কুন অসুবিধা নাই।'

ছাতা মাথায় হেডমাস্টার

রফিকের ভিটে থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমরা দেখলাম, কি আশ্চর্য! লাইনে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন জামুরিয়া স্কুলের হেডমাস্টার কানাই পাল; বিরোধীদলের নেতা ও পঞ্চায়েত সদস্যও তিনি বটে। কিছুই বলতে চান না। অনেক অনুরোধে শেষে দু-একটি কথামাত্র বার করা গেল—'এসব একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো সাহস বা দুঃসাহস কোনটাই আমার নেই। তাছাড়া এ তো দেলদার হোসেনের এলাকা। তাঁর পঞ্চায়েতে যখন এসব কাণ্ডকারখানা চলছে তখন আমাদের মতো ঐতিহ্যবিশ্বাসী মানুষের দোষ কোথায়? উনি ঠিক কি জন্য, কার জন্য এসেছেন ভাঙলেন না; বার বার একটাই কথা বলে গেলেন, 'এসব ব্যক্তিগত ব্যাপার'। বেয়াড়া বরকত কানে কানে বলে গেল, উনি নাকি অর্শের ওষুধের তাল্লাসে এসেছেন।

নজর রাখছি

রফিকের আগড়ের বাইরে থেকে গাঁয়ের তে-মাথা পর্যন্ত দেখা গেল মুড়ি-ঘুঘনি, আলুর চপ, ছোলা সেদ্ধ, পান-বিড়ির দোকান বসে গেছে। দশ গাঁর লোক যত্র তত্র পেচ্ছাপ করছে, থু থু ফেলছে, বাচ্চাদের পায়খানা করাচ্ছে; ধুলোয়, মল-মূত্র থুতুতে পবিত্র খেজুর গাছটিকে ঘিরে হাটগোলকপুব সরগরম। পার্টির নেতা দেলদার হোসেন বলছেন—'পরিস্থিতির ওপর বিলকুল আমার নজর আছে।'

কাকা-ভাইপোর রগড়ারগড়ি

রাধানাথ ঘড়াই

১ম ভাইপো : লাও কাকা টুকুন চা খাও।

কাকা : না; তুরা খা বাপ, পাইখানা কসে যাবেক।

১ম ভাইপো : হামরা তো খাবই খাব, তুম্মো খাও, চা নাই খাবে তো সাদা কাটি লাও, লাও লাও ধরাও....

কাকা : হামরার বিড়িই ভালো, সাদা কাঠি নাই লিব; তুরা শিক্‌খিত বঠে, খা...

২য় ভাইপো : শিক্‌খিতোর গাঁড়ে বাঁশ, মদ্‌না দুটা ফেলেক দেনা রে

মদন : হঁ দিছি দাঁড়া, চা-টা ছেঁকে লি

১ম ভাইপো : দেখ কাকা, হামি ডাইরেক্টই বলছি তুমাকে, ভাল পার্টি আছে; জিন্দেগীতে ইয়ার চায়ে বেশি দাম কেও দিবেক নাই...

কাকা : হামারও ডাইরেক্ট কথা বাপ, জমিন হামার বিচবার নাই খে..খামখা কেনে বিচব বলদি'নি...মটা ভাত-কাপড়...

১ম ভাইপো : হোল লাইফ মটাই তো পেঁদালে, ইবার টুকুন মিহি পেঁদাও আর তুমরা তো সব বুঢ়া-ভাঁওড়া; মটায় চইললেও চলবে; ব্যাটা কি বলছে শুন নাই?

কাকা : উয়ার আবার কি বইলবার আছে, হারামজাদা! ন্যাসা-ভাঙ-এ ধইরছে; বিহা দিলি, লাতি হল্য, তবু কাজে -কামে লবডঙ্কা, আদাড়ে-পাঁদাড়ে লটকাচ্ছে; মাইধ্যমিকটাও পাশ দিতে পাইরলে...

২য় ভাইবো : মাইধ্যমিকের পোঙায় বাঁশ...মাচিসটা দেনা বে...

১ম ভাইপো : তুমার ছেঁল্যা বলে 'জমিন বিচবই বিচব; ইনডাস্ট্রি হচ্ছে, জমিন দিলেই পাক্কা সার্ভিস; সার্ভিস না মিলে তো না মিলল, হাই রোড হচ্ছে লাইন হোটেল বসাব, তড়কা-রুটি-মুর্গা-মাটন বিচব; বিলাইতি বিচব...নগদা ট্যাকা...

কাকা : আ মর, ধুর ধুর ধুর....ট্যাকা না ব্যাঁকা...

১ম ভাইপো : দেখ কাকা, ইসব চ্যাটমারানি কথা মাড়া ছাড়দি'নি ; আজ লয় তো কাল, কাল লয় তো পরশু, পরশু লয় তো তরশু তুমার জমিন হামরা বিচবই বিচব ; হামাদের কেলাব বিচবে, কেন বিচবে? আরে কেন বিচব রে জগা, বুঝা না কাকাকে...বুঢ়া-ভাঁওড়া বঠে...

২য় ভাইপো : দেখ কাকা, ইনডাস্ট্রি হবেক, রেলগাড়ি চইলবেক কু ঝিক ঝিক পোঁ পোঁ, হাইরোড হবেক, কত কত লতুন ব্যাপার, বিজলি ঝলকাবে, অল টাইম কলের পানি ঝর ঝরাবে ছ্যার ছ্যার ছ্যার...

১ম ভাইপো : অ্যায় চুপ যা বে খাংকির বাচ্চা, মাড়া হামি বুঝাছি; শুন কাকা! হামরা বেকার বঠি ; বহোত মিছিলে হাঁটলম, ঝাণ্ডাবাজি করলম, তিণমূল সি পিএম সভেই তো হল, হামরা গাণ্ডু বঠি, কিচ্ছু বুঝি নাই, সভেই শালা দালাল পার্টি, সভেই কামাবার ধান্দা, তো শালা হামরাও ডিসিশন লিলম, কামাব। হিরো হণ্ডা ছুটাব, জমিন হামাদের মা বঠে, মা-ই হামাদের খাওয়াবেক...

কাকা : কুত্তার ল্যাজ দেখছিস বাপ—ওই দ্যাখ—মদ্‌না লেড়ো বিস্কুট হাথে তু তু তু তু করতিছে, লেড়ি কুত্তাটি ল্যাজ হিলাচ্ছে...

মুসলমানেরা অত্যাচারী ছিলেন বটে কিন্তু স্তরে স্তরে শুষ্ক করিয়া ভারতকে এরূপ দাহ্যবস্তু ও নিরন্ন করেন নাই। তাঁহারা দস্যুর ন্যায় ভারত লুঠ করিয়াছেন তথাচ এরূপ দুরবস্থাপন্ন হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, মুসলমানেরা এক হস্তে যেমন ভারত লুঠ করিতেন, ভারতবাসীরা নানা বিষয়ে দশ হস্তে সেই অর্থ আবার প্রতিগ্রহণ করিতে পারিতেন। ভারতের ধন ধান্য চিরকালের তরে একেবারে সমুদ্রের অতলস্পর্শ গর্ভে নিমজ্জিত হইত না। মুসলমান সম্রাট কালে ভারতের অধিবাসী হওয়ায় ভারতের প্রতি তাঁহার দুশ্ছেদ্য মমত্ব উৎপন্ন হয়। তন্নিমিত্ত তিনি ভারতের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইতেন। ভারতবর্ষই তাঁহার জীবনধারণের একমাত্র উপায় ছিল, অতএব দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হইলে ভারতবাসীর সহিত তিনিও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন। সে সময় ভারতবাসীদিগকে একবার স্থানীয়, আরবার বিলাতী ব্যয়ের ভার বহন করিতে হইত না।

(১২৮৪-শ্রাবণ/১৮৭৭-জুলাই-এর 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' হইতে সংকলিত)

২য় ভাইপো : হামাদের তুমি কুত্তা বইললে শালা বুঢ়া-ভাঁওড়া, কুত্তা বঠি হামরা?

কাকা : আ ছিঃ ছিঃ! বইলছি, কুত্তার ল্যাজটি দ্যাখ গা—ব্যাঁকা। জন্ম ইস্তক ব্যাঁকা, লড় লড় করি হিলছে তো হিলছে; সিধা করদিঁনি বাপ—যত্‌বার করবি, ফের সেই ব্যাঁকাটি। কুন্ন দিন সিধা হবেক নাই। কত্‌না পার্টি আল্য আর গেল্য,কুত্তাটি কিন্তুক সেই মদ্‌নার লেড়ো দেখবেক আর ল্যাজটি হিলাবেক—হিল হিল হিল হিল...

২য় ভাইপো : কাকা! তুমি তো মাল হেব্বি সিয়ানা হে!

১ম ভাইপো : আরে কাকা সিয়ানা, তয় হামরাও রাম সিয়ানা বঠি। তুমি ঠিকেই বইললে; লেড়ি কুত্তার লাইফ লিড করবার জইন্যেই তুমরা পয়দা হঁয়েছ; ল্যাজটিও তুমাদের কুন্নদিন সিধা নাই হবে। কিন্তু কাকা! তুমাদের পারা হামরা হাঁড়ি চাটা কুত্তা লই—শের বঠি—রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার—খাঁটি সোঁদরবনের বাঘ—হালুম! হাড়-মাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাব, টাটকা ব্লাড চুষব...

২য় ভাইপো : হুঁ, হাড়-কাঁটা-ছিবড়া খায়ে হামরা বাঁচব লাই; কুন্ন বাঞ্চোৎ হামাদের একোটাও ব্যাঁকা করতে পারবেক লাই...

১ম ভাইপো : কি হে কাকা! উঠলে নাকি! ডরাই গেলে?

কাকা : হা দ্যাখ বাপ্, হামার একোটা ঠ্যাঙ যমরাজার চৌকাঠে, হামাকে তুরা ডরাবিস টা কি! তদের ঢপ-কীত্তন শুন্যে হামার হাগা পেয়্যে গেল; গোপাল ভাঁড়ের গপ্পো শুনিস নাই? ইয়াতেই যা আনন্দ, কি বলিস! মিছা না সাচা?

[এই সন্দর্ভে পত্রাদির পরিবর্তে, তরুণ নাট্যশিল্পী রাধানাথের ক্ষুদ্র নাটিকাটি প্রকাশ পাইল। আমাদিগের এই যুবাবন্ধু সম্প্রতি নাট্য রচনা ও অভিনয়াদি করিয়া আতান্তরে। পরস্পর বিরোধী দুই দলই তাঁহাকে সময়ে সময়ে নিগ্রহ করিয়া থাকে; মহদাশয় পুলিশবর্গ তাঁহাকে 'মাওবাদীদের চর' বিধায় বহু নির্যাতন করিয়াছেন।

পাঠক যদি সাহসী হয়েন, রাধানাথের সহিত যোগসূত্র-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নিজ নিজ অঞ্চলে অভিনয়াদির প্রযোজন করিতে পারেন।

তাঁহার ঠিকানা : শ্রীরাধানাথ ঘড়াই
নো থিয়েটার
গ্রাম : বাটিপাহাড়ী
ডাক : এড়গোড়া
পুরুলিয়া]

সম্পাদকীয়

বহু বৎসর পূর্বে, ভারতাত্মা কবিবর রবীন্দ্রনাথ, দেশবাসীকে 'পরাসক্ত' না হইয়া 'আত্মকর্তৃত্ব' লাভের সাধনায় উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এতদিনেও আমাদিগের 'পরাসক্তি' ঘুচিল কই? একটি দুটি নক্ষত্রের মধ্যে মধ্যে উদয় হয়, আশা ফলবতী হইবার সম্ভাবনায় মানুষ বুক বাঁধে, নক্ষত্র ঝরিয়া যায় ; পুনঃ সেই তমসাবৃত ভারতবর্ষ। অবশ্য ত্রিশ কোটি অভুক্ত, অর্ধভুক্ত। আমিনা, গফুর, দুখীরাম, ভানুমতী বা মাদারির মা ভারতবর্ষ ঠিক কোন্ দিকে, তাহা খায় না মাথায় দেয়—হদিশ জানে নাই। অদ্যাপি খয়রাশোল কিংবা হাটগোলকপুরের অধিবাসীবৃন্দও তাহার নামটুকু হয়ত শুনিয়াছে; আন্দাজ পায় নাই। 'পক্ষপাতদুষ্ট' প্রকাশিকা ইহাদিগেরই আত্মীয়—প্রতিবাদী হইবার আকাঙ্ক্ষা করে।

নিত্যদিনের রাজনৈতিক মাৎসর্য, হিংসা ও রক্তপাতে মানুষ আজ আতঙ্কিত; অন্যপক্ষে তাহাদের সম্মুখে কাঞ্চনবর্ণের অ্যালুমিনার থালা। রাজনীতি যাহাদিগের বৃত্তি, তাহারাই নিজ জীবিকার তাড়নায় উহাদিগকে আত্মশক্তিহীন ভিক্ষুক বানাইতেছে। তৎপশ্চাৎ, নিরন্ন নিঃস্ব প্রজাপুঞ্জের মহাজন ও দালাল সাজিয়া কমিশন ভক্ষণে ইহারা প্রবৃত্ত। 'গ্রামবার্তা' তাহার অতি দুর্বল মসীমাত্র সম্বলে ইহাদিগেরই বিরুদ্ধপক্ষে অবতীর্ণ; তবে যিনি সদিচ্ছায় সাধ্যমত মানুষের কল্যাণ বিধানে যত্নবান, আমরা তাহার প্রশংসাও করিয়া থাকি। পাঠক সহায়; সেই আমাদিগের পাথেয়।

তব সুধারসধারা

অজ্ঞ মানুষে জাতি বানিয়ে
আজন্ম ঘুরিয়া মরে স্বজাতি খুঁজিয়ে।
শিয়াল কুকুর পশু যারা
একজাতি একগোত্র তারা
মানুষ শুধু জাতির ভারা মরে বইয়ে।
—লালন সাঁই

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা ❑ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—ফকিরচাঁদ কর

গুণালোকপ্রদা দোষপ্রদোষধ্বান্তচন্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা।।
—গিরীশ বিদ্যারত্ন

নব পর্যায়

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা

৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সন্দর্ভ

নাক্‌ড়ডিহি যতুগৃহ— শ্মশান—নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারা হল ১৯ জনকে

নাক্‌ড়ডিহি থেকে নবকান্ত বারিক-এর প্রতিবেদন : ১৩ই অগ্রহায়ণ— কাপাসিয়া অরণ্যের কোলে শান্ত গ্রাম নাক্‌ড়ডিহি, কিছু দিন যাবৎ তিন পার্টির বিবাদ-বিসম্বাদে অশান্ত; সেখানেই পরশু রাতে ঘটে গেল নির্মম হত্যাকান্ড! পরেশ বাগ্দীর খোড়ো বাড়িতে সেদিন রাতে নাকি কুমতলবে (!) জমা হয়েছিল জনা ২৫ বহিরাগত। আন্দাজ রাত দশটা সাড়ে- দশটা নাগাদ, কে বা কারা বাইরে থেকে দরজায় শিকল তুলে দিয়ে, পেট্রল ঢেলে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়;— দাউ দাউ আগুনে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল পরেশসহ অন্তত উনিশটি তরতাজা প্রাণ। পঁচিশের বাকি কয়েকজন কোথায় কিভাবে উধাও হল কেউ জানে না; মৃতের সংখ্যাও উনিশ না কুড়ি না বাইশ তা-ও সংশয়ে। আমরা পুলিশের দেওয়া তথ্যই পাঠকের কাছে পেশ করলাম।

পরেশের স্ত্রী-পুত্র ছিল পাশের গ্রাম গোকুলচকে। সেখানেই পরেশের শ্বশুরঘর। তারা এ-ঘটনায় হতবুদ্ধি, নির্বাক। আগুনে আক্রান্ত অসহায়দের আর্তনাদে, অত রাতে গ্রামবাসীরা জেগে উঠে, ঘটনার ভয়াবহতায় হতচকিত, যতক্ষণ তারা আগুন নেভানোর উদ্যোগ নেয়, ততক্ষণে সব শেষ। তবে তাঁদেরই তৎপরতায় পুরো গ্রামটি অন্তত সর্বনাশ থেকে রেহাই পেল।

ওরা কারা— কী মতলব?

"ওরা সমাজবিরোধী, সন্ত্রাস-এর রাজত্ব কায়েম করতে চায়। গত এক বছরে গ্রামে গ্রামে বেছে বেছে ওরা আমাদের খুন করছে, জনগণের থেকে জোর করে চাঁদা ও মুচলেকা আদায় করছে। পরেশের বাড়ি ওদের আস্তানা। ওদের মধ্যে কোন্দলও ছিল, নিজেরাই নিজেদের পুড়িয়ে মারল— যদুবংশ ধ্বংস আর কি!" — পার্টি নেতা হেরম্ববাবুর এ হেন মন্তব্য গ্রামবাসীরা মানতে নারাজ। এ নিয়ে নানা পার্টির নানা মত; বিরোধীদের দাবি, পরেশ তাদেরই লোক; অগ্নিকাণ্ডে পরেশসহ তাদের অন্তত দশ জন পুড়ে মরেছে— সন্দেহের তীর শাসক পার্টির দিকেই। এত রাতে একটি বাড়িতে তারা কি মতলবে জমা হয়েছিল—এর জবাবে বিরোধী নেতা পরিমল সাউ জানান— তাঁরা নাকি আন্দোলনের কর্মসূচী ঠিক করছিলেন। কিন্তু নেতা নিজে কেন সেখানে অনুপস্থিত, সে-জবাবে পরিমলবাবু জানান, তিনি সে রাতে অন্য গ্রামে অন্য এক বৈঠকে ব্যস্ত ছিলেন। কারা কারা মারা গেল, তার পুরো তালিকাও তিনি দিতে পারেন নি; তাছাড়া তালিকাটিও সন্দেহজনক। কারণ, যে তালিকা তিনি কাল সকালে দিয়েছিলেন, বিকেলে শোনা গেল তারা বহালতবিয়তে অন্য গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে পাশাপাশি দুটি গ্রামের অন্তত পনেরো জন নিখোঁজ—এটা পুলিসের অভিমত।

ইতিমধ্যে হেরম্ব দাসের নির্দেশে পার্টির ছেলেরা দুই গাঁয়ের প্রতি বাড়ি ঘুরে ঘুরে, সরেজমিনে ভোটার তালিকা মিলিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে বলে জানা গেল। গুটিকয় স্থূলাকৃতি কনস্টেবল যতুগৃহের চারধারে টহল দিচ্ছে। পোড়া মাংসের গন্ধে জায়গাটি দুর্বিষহ। সনাক্ত করবার মতো অবশিষ্ট বিশেষ কিছু আজ তদন্তকারী দল পায় নি। কিছু হাড়-করোটি আর ছাই-এর নমুনা সংগ্রহ করে তারা টাটা সুমো করে কলকাতা ফিরে গেছে। বিরোধীদের লাগাতার চাপে পুলিস বেপরোয়াভাবে সন্দেহভাজন বলে কয়েকজনকে ধ'রে নিয়ে গেল; তবে হেরম্ব দাস দাবি করেছেন 'ওরা আমাদের সমর্থক। নির্বোধ পুলিস। আসল অপরাধীরা জঙ্গলে— ওদের ধরার মুরোদ নেই।' মাওবাদীরা কি বিবৃতি দেয় তার জন্য অনেকে অপেক্ষা করছেন।

ভানু মান্না মশায়ের সাক্ষাৎকার

(ভানুবাবু বৃদ্ধ শিক্ষক। চণ্ডীনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বারো বছর হল অবসর নিয়েছেন। নাক্‌ড়ডিহি গ্রাম প্রায় পুরুষশূন্য, পুলিস-সাংবাদিক দেখলে মেয়েরাও কপাট বন্ধ করে দিচ্ছেন। সবার মুখে কুলুপ। চাপা আতঙ্কে অস্থির সবাই। স্কুলটিও বন্ধ— ওখানে পুলিসের ক্যাম্প; ডিমের ঝোল রান্না হচ্ছে দেখে এলাম। একমাত্র ভানুবাবুকেই দু'একটি কথা বলানো সম্ভব হল।)

গ্রামবার্তা : মাস্টার মশায়, আপনাদের গ্রামে এসব কি হচ্ছে? আপনারা শিক্ষক, গ্রামের বিবেক—

সম্পাদকের নিবাস তথা প্রকাশিকার দপ্তরে সম্প্রতি আমরা একটি গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিতে যত্ন করিতেছি; পাঠকের, শুভানুধ্যায়ীর নগদ অর্থ অথবা নতুন বা পুরাতন পুস্তক/পত্র-পত্রিকা গ্রহণ করিব। —গ্রা. বা. প্রকাশিকা

ভানু : হঃ বিবেক না কলাটা — ধুর ধুর ধুর

গ্রামবার্তা : সংস্কৃতে একটা কথা আছে— 'যে গ্রামে কোনো বৃদ্ধ নেই, সেখানে রাত্রিবাস কদাপি নয়'। কিন্তু আজকাল...

ভানু : ধুর ধুর ধুর— কেও মানে না; মরে না বেঁচে, কেও পুছে না। খালি বলে জমানা বদলাইছে, বুড়া তুমি চুপ যাও.... সব ধ্বংস হবে, সব। আগুন থিকে কেও বাঁচবে নাই। আজ তুই ওর ঘরে লাগাচ্ছিস। কাল তোর ঘরও জ্বলবেই জ্বলবে। চক্রবৎ। প্রকৃতির নিয়ম বাপ।

গ্রামবার্তা : এই যে এতগুলো মানুষ, বেঘোরে পুড়ে মরল... সে যে পার্টিরই হোক না কেন...

ভানু : আরও যাবে। হিংসাহিংসি হয়ে সব মরবে। আমরাও পার্টি করেছি ভাই, হিংসা করি নি; দশ-বারো বছর বয়স, খোকাটা; জেল খেটেছি। দেশ স্বাধীন করেছি। তারপরেও পার্টি করলাম, এগেন্স্ট পার্টির নেতার সাথে মেয়ের বিয়েও দিলাম, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ—কিসের হিংসা?

গ্রামবার্তা : আপনারা স্বাধীনতা আনলেন; সে রাজনীতি আর এ রাজনীতি...

ভানু : দেখ বাবা, আগুনটি সামলে রাখতে হয়; ন্যালাখ্যাপা অপদার্থ ছেলের হাতে সেটি দিলে সে তো ঘর জ্বালাবে। আমাদেরই দোষ, মানুষ তৈরি হয় নি...

গ্রামবার্তা : যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেল, আপনার কি মনে হয় না এর পেছনে—

ভানু : পিছনে সামনে বাইনে ডাইনে কিচ্ছুটি জানি না বাবা...

গ্রামবার্তা : এটা তো মানবেন গ্রামের অনেক উন্নতি...

ভানু : হঃ, খামচা খামচা লাল মাটির রাস্তা হল বটে। নগেন মাইতির বাড়িতক যাবে তো মোরাম পাবে সিধা। বাঁয়ের খগেন পাত্রর বাড়ি যদি যাও খানা-খন্দ-কাদায় পা ডুবে যাবে। স্যালো হল, বোরো ধান, মণ মণ সার ওযুধ.... দম আটকে যায়...সবই হল— মনের কাদাটি গেল না, সেখানে এক ঝুড়িও মোরাম পড়লনি। এবার ছাড়ান দাও বাপ— কিচ্ছুটি জানি না আমি—

গ্রামবার্তা : পরেশ বাগ্দী লোক কেমন—

ভানু : ওসব কথা ছাড় বাবু, সবাই খুব ভালো লোক, সবাই ভালো। তুমি অতিথ বটে, সরবৎ খাও বাবা, বিশ্রাম কর, শীতল পাটি দিচ্ছি আর তোমার ওই খাতা কলমটি ব্যাগে ঢুকাও দেখি। বুড়া লোক; রাতে ঘুম আসে না। আল-ফাল বকি। কথার কোনই ঠিক নাই। কি হতে কি হবে। এখনও যে পেন্সনটা পেলাম না সেইটি কাগজে লিখবে কিন্তু...

চিরগুণি প্রেতিনীর কান্ডকারখানা—গোপালচকে

নিজস্ব সংবাদদাতা : কেদার মহাপাত্রর ছোট বউমাটিকে পাকড়াও করল শ্রীমতী চিরগুণি। যে-বৌ, সাত চড়েও রা কাড়ে না, গত এক মাস যাবৎ সে শ্বশুরের সামনে গলা ছেড়ে গান করে। শাশুড়িমায়ের চারদিকে ঘুরে ঘুরে তালি বাজিয়ে হিজড়েদের মত নাচে। কাপড়-চোপড় আলু-থালু; খাবার দেখলেই থুথু দেয়। নিজের সাতমাসের কোলের মেয়েটিকে দু' দু'বার আছাড় মেরে ফেলার চেষ্টাও সে করেছিল। স্বামী বরেন, যে নাকি সোহাগ ক'রে প্রায়ই জিলিপিটা, সিঙ্গাড়াটা হাতে করে লুকিয়ে বৌকে খাওয়াত, সে এখন বৌ-এর ভয়ে রাতে বাড়িতেই থাকে না; পাশের হরপ্রসাদ সুঁই-এর বাড়ি শোয়। যখন বৌটি শান্ত, তখন তাকে পুকুরপাড়ে বসে মড়াকান্না কাঁদতে দেখা যায়।

অনেক ওঝা, ঝাড়ফুঁক তন্ত্র-মন্ত্র সব যখন বিফলে, একজন পরামর্শ দিল, 'মহিষাদলের গুণিন বংশীধরকে এত্তেলা দাও'। বংশী কাল এসে, বহু কায়দা-কসরৎ ক'রে ছোট বৌটির ভেতর লুকিয়ে থাকা চিরগুণি প্রেতিনীকে কব্জা করে। বংশীর তাজ্জব কাণ্ডকারখানা দেখতে পাঁচ গাঁয়ের লোকের ভিড়। গুণিন সাফ জানিয়ে দেয়— "পাঁচ বছর আগে কালিপদ বিশালের বৌ বাচ্চা বিয়োতে গিয়ে মরে গেছল। অ্যারকম মেয়েছেলেরাই চিরগুণি হয়ে শ্মশানে-মশানে ঘুরি বেড়ায়, ঘুরতে ঘুরতে গাঁয়ের মধ্যিও ঢুকি পড়ে; আর যে মেয়ের পেট হয়েছে তার ঘাড়ে ভর করে। ভর করলে মেয়েছেলেদের গা গরম হয়ে যায়; সে গান গায়, নাচে, কাঁদে— বেহায়াপনার একশেষ!"

অনিষ্টকর এই আত্মাকে বংশী গুণিন ঝাঁটা-জুতো মারতে মারতে গাঁয়ের বাইরে বার করে দিয়েছে। তার দক্ষিণা একশো একান্ন টাকা, দশ সের চাল আর দুটি শাড়ি। গ্রামবাসীরা আশ্বস্ত।

তবুও তো!

প্রৌঢ় বয়সে চাকরি পেয়ে আত্মহারা বলাগেড়িয়ার তারাপদ দ্বিবেদী। তাঁর বয়স? মাত্র বাহান্ন। বেসিক পাশ করেও এতদিন চাকরি জোটেনি। হতাশ তারাপদ এতকাল গাঁয়ে গাঁয়ে গোরুর চিকিৎসা করতেন। এই পেশা সম্বল ক'রেই তিনি সংসারী হয়েছেন;

"২২শে অগ্রহায়ণ রাত্রিতে কুমারখালীর পূর্বপাড়া সেরকান্দি রূপাই কলুর বাড়ীতে সিঁদ চুরি হইয়া তিল ইত্যাদিতে প্রায় ১০০ শত টাকা অপহৃত হইয়াছে। এই কলুর বাটী পুলিশ স্টেশনের অতি নিকটবর্তী। স্টেশন হইতে দৃষ্টি করিলে তাহার বাটী স্পষ্টরূপে দেখা যায়। সুতরাং এই চুরিটী পুলিশের চক্ষের উপর হইয়াছে, বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" (১২৭৬-এর অগ্রহায়ণ/১৮৬৮-এর ডিসেম্বর 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' হইতে সংকলিত)

তাঁর স্ত্রী রেবা দ্বিবেদীও খুব খুশি; তিন মেয়ে হেনা, রিনা ও নীনা বাড়িতে হৈ হৈ ব্যাপার দেখে বেজায় পুলকিত। তারাপদ জানান—শিক্ষকতার পাশাপাশি গাঁয়ে গাঁয়ে গোমাতার চিকিৎসাও তিনি চালিয়ে যাবেন।

যাও কীর্তন ভিডিও এসো

গ্রামেরই দুই বিবদমান পাড়ায়, একদিকে অষ্টমপ্রহর কীর্তন, অন্যদিকে চলছিল সারারাত্রিব্যাপী 'ভিডিও শো'। ধেনো খেয়ে উন্মত্ত ভিডিও-যুবকেরা ও-পাড়ায় কীর্তনের আসরে হামলা চালায়; 'ঘ্যানঘ্যানে' কীর্তনে তাদের রুচি নেই। এ পাড়া রাগে ফুঁসছে। তারা পার্টির হস্তক্ষেপ দাবি করলেও এ পাড়ার সায় নেই। এদিকটি আসলে বিরোধীদের দখলে। ঘটনাস্থল তেঁতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দোলতলা গ্রাম। একটা জোর-ঝামেলা লাগল বলে।

মা গো!

বাপ মারা যাওয়ার এক মাসও হয় নি; সম্পত্তি ভাগাভাগির ন্যায্য (!) দাবিতে ভায়ে-ভায়ে নিত্য অশান্তি লেগেই ছিল। ক'দিন আগে, ঝগড়া-বিবাদ যখন হাতাহাতিতে গড়ায়, বৃদ্ধা মা ননীবালা দাস চুপিসাড়ে পার্টি অফিসে খবর দিতে বেরোন। আগড় পেরোবার আগেই 'সাধের বড় ছেলে' ভাকু, মাকে বেধড়ক পিটিয়ে, ঠেলে ঘরে বন্ধ ক'রে রাখে। বুড়ি রাতে খাবার দূরস্থান, জলটুকুও পায় নি। লজ্জাজনক ঘটনায় প্রতিবেশীরা বিরক্ত। আগামী কাল মিটিং।

ফুস্‌স্‌!

লটাই সাহার বউকে ফুসলে নিয়ে গিয়েছিল গ্রামেরই 'চ্যাংড়া ছেলে' হাবু পাল। চারদিন পর ঝুমকি সাহা ফিরে এল দীঘা থেকে, কাঁদতে কাঁদতে। গয়না-গাঁটি নিয়ে হাবু বেপাত্তা। সবাই খুব ভেবেছিল, লটাই বৌকে গো-ঠ্যাঙান ঠেঙাবে, বিছুটি ঘষে দেবে সর্বাঙ্গে; তারপর ছাড়পত্রও লিখে-টিখে দেবে নিশ্চয়। কিন্তু হা হতোস্মি! লটাই দিব্যি ঝুমকির রাঁধা ভাত আর পুঁটি মাছের ঝাল খেয়ে দাওয়ায় বসে বিড়ি টানে। লটাইর হলটা কি? ও কি পুরুষ! না মাগী! প্রতিবেশীরা নিরাশ। কি করে ওদের শায়েস্তা করা যায়, এখন তাদের মাথায় এই পাহাড়-সমান ভাবনা!

পাঠকবার্তা

১. মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

এই নিয়ে মোট পাঁচবার স্কুল সার্ভিস পরীক্ষা দিলাম। এবারেও ডাক পেলাম না। সব প্রশ্নের সাধ্যমত উত্তরই লিখেছি। যারা সব লিখতে পারল না তাদের কেউ কেউ ডাক পেয়ে গেল দেখে খুব হতাশ লাগছে। এত ডিপ্রেসন! কাকে যে ধরতে হবে কেউ ঠিক করে বলেও না। সব ভেতর থেকেই নাকি হয়ে যাচ্ছে । যত সব ফার্স। ক'দিন আগে পার্টির এক জেঠুস্থানীয় আত্মীয় হঠাৎ বললেন, তুমি যদি রিট্‌নে পাশ কর তাহলে চেষ্টা করব'। তার মানে স্বজনপোষণ, দুর্নীতি এখানেও। তাহলে তো আমার মত পার্টি-পলিটিক্সের সঙ্গে যাদের কোনো রিলেশন নেই তাদের চাকরি হওয়া বড়ই দুষ্কর।

আমি অনার্স করেছি, এম. এ.করলাম; ছুটকো ছাটকা টিউশনি সম্বল ক'রে কদিন চালাব! এর চেয়ে বাপের জমিতেই যদি ছোট থেকে লেগে যেতাম, সেই ভালো হত।

বিবেকানন্দ হাইত
কড়িদহ

২. প্রিয় ফকিরবাবু,

নমস্কার জানিবেন। বিগত কয়েকটি সন্দর্ভ পাঠ করিয়া যারপরনাই শরীর-মন অবশ অবশ লাগিতেছে। কি সকল রোমহর্ষক বৃত্তান্ত মশাই! এই কি আমাদের কাঙ্ক্ষিত একবিংশ শতকের গ্রামজীবন!

কিছুদিন যাবৎ গ্রাম ছাড়িয়া মফস্বল শহরে পেন্সন লইয়া বাস করিতেছি। গ্রাম কিন্তু ভুলি নাই। আপনিই ভুলিতে দেন কই? কিন্তু এসব কি সমাচার বলুন তো! বিষ সিন্নি খাইয়া লোকে মরিতেছে, কোথাও এক মুঠা ভাত না পাইয়া মানুষ অনাহারে পশুর মত মরিয়া পড়িয়া থাকে। তাহা হইলে কিসের কি স্বাধীনতা! গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র এইগুলি বাগ্‌বৈখরি মাত্র? অন্নের স্বাধীনতাই প্রথম ও মৌলিক, তাহাই অনর্জিত ব্যর্থ হইতেছে। ধিক এ দেশ, ধিক রাজনীতি, ঝাণ্ডা মিছিল ভোট কর্মসূচী। 'ভালো থাকিবেন', বলিতে এখন কলিজা লাগে। সাবধানে আজিও তাহা বাঁচাইয়া রাখিয়াছি।

বিনয়াবনত
নকুলেশ্বর মহান্তি
মেদিনীপুর

৩. মান্যবর সম্পাদক,

আমাদের প্রণাম নেবেন। গত বৎসর আপনার দপ্তরে গিয়ে আমরা দেখা করেছিলাম, মনে আছে কিনা জানি না। সমস্যার সুরাহা করতে অসমর্থ আমরা। কাকার ছেলে বিন্টুকে দিয়ে এই পত্র লিখাচ্ছি। পত্র মারফৎ জানবেন যে, আমাদের এক বিঘা পাঁচ শতক উত্তরবিলের ধানি জমি, ধীরেন পোল্লে জাল দলিল পর্চা বার করে বিচে দিয়েছে। অনেক দৌড়াদৌড়ি কল্লাম, পঞ্চায়েত পার্টি, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস সবার এক কথা—মিটিয়ে নাও মিটিয়ে নাও। কি করে মেটাব? নিজের বাপের জমি, নিজের হকের জমি একজন বিচে দেবে, আর আমরা দেঁইড়ে দেঁইড়ে দেখব! বলতে গেলে প্রাণের ভয় দেখায়।

চাষা-ভুসো লোক; চাষাবাদ করে খাই। জমিটুকু চলে গেলে দু'ভায়ে চালাব কি করে? কি যে প্রতিকার হবে, কবে হবে কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। আপনার সাহায্য-সহায়তা প্রার্থনা করি।

বিনয় গিরি
বিজয় গিরি
ষড়রং

সম্পাদকীয়

কাঙ্গাল তাঁহার একটি গীতে কহিয়াছেন, আমাদিগকে সত্যের সাধনা করিতে হইবে। এই সত্য পথে কোনরূপ ছলনা চলিবে না। সংসার আর রিপুনিচয় সম্বন্ধে ভারি গভীর তাঁহার দর্শন :

সংসারে বাঁকা পথে দিন রেতে,
চোর ডাকাতে দেয় যাতনা;
আবার রে ছয়টী চোরে ঘুরে ফিরে
লয় রে কেড়ে সব সাধনা।

কথা কিছু নূতন নহে। সংসারের পথটি যে বক্র, যাতনাময়, ছলনাময়— সত্য। এ কথা যুগে যুগে মহাজনেরা অনুভব করিয়া, কেহ চাহিলেন নির্বাণ, কেহ বা মাতৃপদে লীন হইবার আকুতি প্রকাশিলেন। কেননা ছয়টা কলুর আনুগত্য যে দুঃসহ। ফিকির কহিলেন 'ছয়টিচোর'-এর কথা। সংসারে ইহারা নিত্যদিন, একটি-দুটি শুভ চৈতন্য-স্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাইলেই চুরি করিয়া লয়; সত্য দেখিতে দেয় না। অধ্যাত্মসাধনার এই সব গূঢ় তত্ত্বকথা, পাঠক আমি কেন উত্থাপন করিলাম? কেনই-বা কাঙ্গালের প্রসঙ্গ উঠিল!

কাঙ্গাল আমাদিগের প্রেরণা, আমাদিগের পূর্বপুরুষ, ধ্রুবনক্ষত্রবৎ। তাঁহার সাহিত্যশিষ্য পুণ্যাত্মা চন্দ্রশেখর কর মহোদয়ের বংশধারায় জন্মগ্রহণ করিয়া, আশৈশব পিতৃ-পিতামহের মুখাৎ তদীয় পূর্বজ ও তাঁহার গুরু কাঙ্গালের কথা শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধ হইলাম। হিতৈষী পাঠক হয়তো অবগত আছেন, তাঁহারই 'গ্রামবার্তা'র নাম ও চিহ্নসকল ধারণ করিয়া আছি। কিন্তু তাঁহার কৃতি-কর্তব্যের অনুসারী হইয়া, বীতভয় চিত্তে সত্য প্রকাশ করিবার সাহস আমাদিগের নাই। আমরা ময়ুরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক মাত্র।

কদাপি যদি বা সত্য উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত হই, অমনি রিপু আসিয়া সব বিনষ্ট করিয়া দেয়, কাম-ক্রোধাদির কথা জ্ঞাত আছি; কাঙ্গালের গীত খানিতে তাহারাই যে ছয়টি চোর বুঝিলাম। কিন্তু এযুগে সেই ষড়রিপুর সমাবেশ ঘটিয়াছে আমাদিগের নমস্য রাজনীতিকদের মধ্যে। তাঁহারা রিপুনিচয়ের মনুষ্যমূর্তি। কেহই আমরা রিপুভাবমুক্ত নহি, ইহা বিলক্ষণ। তবে কিছু লজ্জা, লোকভয়াদি আমাদের আজিও অবশিষ্ট। ইঁহারা আমাদের সেই রিপুভয় রিপুলজ্জা হইতে নিষ্কৃতি দিবার নিমিত্তে রিপু-অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদিগের চতুঃ আদেশ যেমন বুঝিয়াছি আপনাদিগকে শুনাইব :—

❑ আমারই পার্টির লোক; কথা শুনে না, বেচাল কহে;—ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা? খুন করিয়া ফেলিয়া রাখ, বিরোধীদের নামে হত্যাকথা প্রচার কর, তবে মৃতদেহটি লইয়া শোকচিহ্ন ধারণপূর্বক মিছিল করিতে হইবে, মনে রাখিও।

❑ বিরোধীদলে চলিয়া যাইতেছ—শত দিবসের কার্যে নাম তুলিব না, বি পি এল হইবে না, ঝড়ে ঘর উড়িবে, বন্যায় ধান হাজিবে, খরায় শুকাইবে, তবু তোমার নাম খয়রাতি তালিকায় তুলিব না; ঐ দোতলানিবাসী আমার সমর্থন করে, সে পাইবে। উপরন্তু বেচাল দেখিলে তোর পুকুরে ফলিডল দিব, ঘর জ্বলিবে, হাত-পা কাটিয়া কুত্তা ডাকিয়া খাওয়াইব। চোখ গালিয়া তোর বিরোধিতা শেষ করিব।

❑ রাজা-মহারাজাগণ রাজ্য জয় করিতেন; আমরা এলাকা জয় করি, বুথ জয় করি। অগ্নিদাহ হত্যা বলাৎকার, পার্টি অফিস ধ্বংসিয়া নিজদলের পতাকা উত্তোলন—চলিবে। অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিতেছে।

❑ আমাদিগের ভোট বাড়িতেছে। ফুলিতেছি; ফাটিয়া পড়িব। তোরা যা যা করিয়াছিলি— হিসাব আছে, কড়ায়-গণ্ডায় চুকাইব। এমন আতঙ্ক মাচাইব যে, সমিতি, পঞ্চায়েৎ, ইস্কুল, কলেজ এমনকি সমস্ত শৌচাগার কমিটি হইতেও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিবি, নচেৎ নাম দাখিলার লোকই পাইবি না। দাহ, দমন, বলাৎকার খুব করিব আর তোদের নামে প্রচার করিব; মারিব ; মারিয়া তোদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব — বলিয়া যাইব। গাছের পাতায়, শস্যদানায়; শোণিত কণায় আমাদিগেরই অমর নাম খোদিত-কীর্তিত হইতে থাকিবে।

রিপু-অবতার দ্বারা উৎকীর্ণ নবযুগের এই ফলকগুলি পাঠ করুন এবং পাঠক আমাদিগের ধৃষ্টতা মার্জনা করুন।

তব সুধারসধারা

❑ আর সদাপ্রভু কহিলেন, আমি যে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাকে ভূমণ্ডল হইতে উচ্ছিন্ন করিব; মনুষ্যের সহিত পশু, সরীসৃপ জীব ও আকাশের পক্ষীদিগকেও উচ্ছিন্ন করিব; কেননা তাহাদের নির্ম্মাণ প্রযুক্ত আমার অনুশোচনা হইতেছে।

❑ আর তোমাদের রক্তপাত হইলে আমি তোমাদের প্রাণের পক্ষে তাহার পরিশোধ অবশ্য লইব, সকল পশুর নিকটে তাহার পরিশোধ লইব এবং মনুষ্যের ভ্রাতা মনুষ্যের নিকটে আমি মনুষ্যের প্রাণের পরিশোধ লইব। যে কেহ মনুষ্যের রক্তপাত করিবে , মনুষ্য কর্ত্তৃক তাহার রক্তপাত করা যাইবে; কেননা ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

(আদি পুস্তক: পবিত্র বাইবেল)

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা ❑ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—ফকিরচাঁদ কর

গুণালোকপ্রদা দোষপ্রদোষধ্বান্তচন্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা।।

—গিরীশ বিদ্যারত্ন

নব পর্যায়

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা

৩য় বর্ষ ৭ম সন্দর্ভ

মাতাল জুয়াড়িদের হাতে আম্পায়ার খুন পেপসি ক্রিকেট হাঙ্গামার ফাইনাল পরিত্যক্ত

ইসমাইলপুর থেকে পুলক হাঁসদার প্রতিবেদন, ৭ই পৌষ: শেষ ওভার। টান টান টেনসন্। হাতে মাত্র ১ উইকেট, চাই আরও দশ দশটি রান। ঠিক এমন রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তে, তৌফিক হোসেনের লাস্ট ওভারের ফার্স্ট বলেই জামালুদ্দিন (শেহবাগ)-কে এল. বি. ডবলু. আউট ঘোষণা করে দিলেন আম্পায়ার খলিল আহমেদ (বিলি বাউডেন)। ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত জামাল হতাশায় লাথি মেরে উইকেট ভেঙে, পিচে থুতু ছিটিয়ে ব্যাট হাতে আম্পায়ারের দিকে তেড়ে যান; তাঁদের মধ্যে জোর তর্কাতর্কি বাধে, উত্তেজিত একদল মাতাল যুবক সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়ে জামালের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আম্পায়ার খলিলের মাথায় সজোরে ব্যাটটি চালিয়ে দেয়। রক্তাক্ত সংজ্ঞাহীন খলিল, এলাকার জনপ্রিয় আম্পায়ার, মাঠের মধ্যেই লুটিয়ে পড়েন। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব জনতা খলিলকে মাঠে ফেলে রেখেই পড়ি কি মরি করে ছত্রভঙ্গ; ভিন গাঁয়ের খেলোয়াড়রাই খলিলকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়; যেহেতু ডাক্তার অনুপস্থিত, কম্পাউণ্ডার হাবু পাল খলিলকে মৃত ঘোষণা করেন; তবে তিনি মৃতকে চণ্ডীতলা ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাবার পরামর্শ দেন। পেপসি ফাইনাল পরিত্যক্ত। জামাল এবং কুখ্যাত জুয়াড়ি পিন্টু, বাদল ও রফিক পলাতক।

পাঠক নিশ্চয়ই জানেন, ধান কাটা হয়ে যাবার পর মাঠে মাঠে আজকাল পেপসি কোম্পানি গ্রামীণ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকেন। খেলোয়াড়, আম্পায়াররা এই সব ম্যাচ থেকে কিঞ্চিৎ টাকাও পেয়ে থাকেন। এদিনের খেলাটি ছিল ইসমাইলপুর একাদশের সঙ্গে সাহাগঞ্জ একাদশ-এর। জনতার নানা মত। কেউ বলছেন সাহাগঞ্জ, আম্পায়ার খলিল (গাঁয়ের লোক তাকে বিলি বাউডেন বলে ডাকে)-কে টাকা দিয়ে হাত করে ছিল; কারও মত, জামাল আউট হয়ে মাঠে যা করল তা নাটক ছাড়া কিছু না। এটা কি প্রকৃত খেলোয়াড়ের কাজ! ওর জন্যই মাতাল জুয়াড়ির দলের হাতে নিরীহ খলিলটার জান গেল। ইসমাইলপুরের মানটাও গেল।

পেপসির গ্রামীণ জনসংযোগ আধিকারিক মি. খোকন পাত্র আমাদের জানিয়েছেন, তাঁরা খলিলের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর সংবাদ আমেরিকার সদর দপ্তরে ইতিমধ্যেই ফ্যাক্স ও মেল করে জানিয়ে রেখেছেন। জবাবি মেল আসেনি, তবে মৃতের পরিবারকে কিছু অন্তত সাহায্য যাতে করা যায়, সে ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা বিচার বিবেচনা চালু আছে। কিন্তু পঞ্চায়েত-প্রধান হেরম্ব মাকাল সাফ জানালেন—আমেরিকার টাকা গ্রামে তাঁরা কিছুতেই ঢুকতে দেবেন না।

গ্রামবার্তার সঙ্গে হেরম্ববাবুর কথোপকথন

গ্রামবার্তা : আমরা তো সবাই এটা জানি হেরম্ববাবু, ক্রিকেটটা ভদ্রলোকের খেলা...

হেরম্ব : আমি ডিফার করি, এইগুলি বাজে কথা. খেলা ইজ খেলা; তার আবার ছোটলোক-ভদ্রলোক কি!

গ্রামবার্তা : মাঠের মধ্যে আম্পায়ারকে পিটিয়ে মেরে ফেলা, ছোটলোক-ভদ্রলোক যারাই খেলুক...এ ব্যাপারে কিছু বলবেন না?

হেরম্ব : কেন, বলব না কেন? খুবই স্যাড, দুর্ভাগ্যজনক। খলিল আমাদের এলাকার ছেলে, অনেকদিন জানি তো, আমাদের সাপোর্টার ও...কাউকে ছাড়ব না। তিনটেকে তো জেলে পুরেওছি...

গ্রামবার্তা : সে তো চুনো, রুই-কাতলারা তো...

হেরম্ব : কাদের আপনারা রুই-কাতলা বলেন, আমি জানি না। যে-ই হোক, পালিয়ে যাবে কোথায়? পুলিশ আছে, আমরা আছি; খলিলের খুনের বদলা আমরা নিবই নিব...

গ্রামবার্তা : বদলা মানে? আপনারা কি পাল্টা খুন করবেন নাকি?

হেরম্ব : কি বাজে কথা যে বলেন! এইজন্যে পার্টি আপনাদিগের সামনে আজকাল মুখ খুলতে বারণ করে। নারে ভাই, আমি জন-প্রতিনিধি। মানুষের ডেব্‌লাবমেন্ট করতে এসিছি; পেশাদার খুনি নাকি?

গ্রামবার্তা : মাপ করবেন হেরম্ববাবু! খলিলের ডেডবডি নিয়ে আপনারা যে-মিছিল করলেন, তাতে 'খুন কা বদলা খুন' স্লোগানও কিন্তু ছিল...

হেরম্ব : ধুর মশাই। 'বদলা' শব্দটি ভালো করে বুঝেন না কেন? 'বদলা' মানে কি বলেন দিখি!! এর মানে হল, অপরাধীকে শাস্তি দিতে হবে। কে দেবে? পুলিশ, নয় জনগণ....

গ্রামবার্তা : দিবালোকে, খেলার মাঠে খলিলকে পিটিয়ে মারার সময় কিন্তু জনগণ

তো রুখে দাঁড়াল না! কয়েকটা মাতাল-জুয়াড়ির তাণ্ডব...সব ভেড়ার মতো পালিয়ে গেল...

হেরম্ব : দেখুন ভাই, ঘটনাস্থলে ছিলাম না, তবু বলবো খেলা-ধুলোর ব্যাপার, রেষারেষি থাকবেই ; এখন কি হতে কি যে হয়ে যায়, সব সময় মবকে তো আর কন্ট্রোল করা যাবে না; তাই বলে জনগণ ভেড়া—এটি অত্যন্ত বাজে কথা...মানুষকে রেসপেক্ট করুন...ওরাই শক্তি। তাছাড়া একটা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার, এ দিয়ে কিছু প্রমাণ হয় না।

গ্রামবার্তা : কিন্তু গোটা গ্রাম জুড়েই তো একটা...

হেরম্ব : জানি। টেনশন আছে, গ্রাম এখন দুটো ক্যাম্পে ডিভাইড হয়ে গেছে। তবু বলব আমাদের লোকজন শান্তিপ্রিয়, বিরোধীরা উস্কানি দিচ্ছে.....সবাইকে বলছি, ফাঁদে পা দিও না...

গ্রামবার্তা : কোনো চক্রান্তের গন্ধ...

হেরম্ব : সে তো বটেই, থাকতেই পারে। তবে আমরাই মেজরিটি; সব বানচাল করে দেব। এ-সব করে আমাদের ভোট ব্যাংক ভাঙাও যাবে না।

গ্রামবার্তা : এখন, ভোট ছাড়াও আর একটা যে ব্যাপার, এই যে পেপসি কোম্পানি এসব অজপাড়া-গাঁয়ে ঢুকে পড়ছে, গ্রামের ছেলেদের ক্রিকেট খেলা সেখানেও টাকা ঢালছে...

হেরম্ব : আছে, তাই ঢালছে। সরকার পারমিশান দিয়েছে, আসছে। আমরা তো আর বাধা দিতে পারি না— একটা উন্নয়ন তো হচ্ছে। বরং ট্রাই করব যাতে টাকাটা মানুষের কাজে লাগে...

গ্রামবার্তা : আমেরিকার টাকা কিন্তু....

হেরম্ব : কোন্ শালা বলে? আমাদের দেশে ব্যবসা করছে, এসব আমাদেরই টাকা...জনগণের টাকা...

গ্রামবার্তা : তাহলে খলিলের মৃত্যুর জন্য ওরা যে আমেরিকা থেকে নাকি টাকা পাঠাচ্ছে শুনছি....

হেরম্ব : নাঃ ওই চালিয়াতি চলবে না। ওর ফ্যামিলির জন্য আমরাই ডিম্যাণ্ড করেছি। তো, বলে কিনা ইউ এস এতে জানাতে হবে। পেঁয়াজি আর কি! এখানে তুমি ব্যবসা করছ, এখান থেকেই দিতে হবে। আমেরিকার টাকা ঢুকতেই দিব না। দরকার হলে....

গ্রামবার্তা : কী করবেন?

হেরম্ব : কী করব না করব আপনাকে বলব কেন? আমাকে কি গাড়ল পেয়েছেন?

পাকা ধান চুরি—হাতে রইল পলিথিন—ওঝার আজব তত্ত্ব

নোনাচাপড়া—১৪ই পৌষ : পরশুরাতে অনুকূল হাজরার দেড় বিঘে জমির ধান ঝেড়ে নিয়ে গেল। বিশাল পলিথিনের সিট বিছিয়ে সারা রাত ধরে মাঠের ধান চুঁছে চোরেরা হাপিস—গাঁয়ের লোকে টেরই পেল না। মাঠ পাহারায় যারা ছিল, তাদের নাকের ডগায় কাণ্ডটি ঘটল অথচ তাদের মড়ার ঘুম ভাঙলই না। হাজরা লোক ভালো, গ্রাম্য বিবাদ-বিসম্বাদেও থাকে না। সে আজ মানী গুনিন শ্রীধর ওঝার শরণাপন্ন।

ওঝা শ্রীধরবাবু অনেক গণনাদি করে বলেছেন, চোরেরা এসেছিল ঈশান কোণ থেকে, কিন্তু চুরি করে তারা ফিরে গেছে বায়ু কোণে; হৃত দ্রব্য পুনরুদ্ধারের আশা নাস্তি। কিন্তু কেউ টেরটিও পেলনা কেন? ওঝা বললেন :

"কি করি টের পাবি! উরা শ্মশান কবিস্তান আর ভাগাড়ের মাটি মিশাল যে। তায় দিল লজ্জাবতী লতার রস। তায় পড়ল জব্বর মন্তর। উটির দ্রব্যগুণ বিস্ময়কর। যার উপরি এক ছিটাও যায়ে পড়বে—তার নিদ হয়ে যাবে মুর্দার নিদ। ইবার তুমি ধান কাট, ধান ঝাড়, সিদ্ধ কর,চাও তো মাঠে আন্ধার রাতে ভাত রেন্ধেও খেতে পার—কারও হুঁশ জাগবেনি। লোকগুলি মানী লোক কিন্তু; চোরের মতো চোর বটে।"

পাঠক, মন্ত্রপূত: মৃত্তিকাচূর্ণের আজব এ তত্ত্ব, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপারটা আপনার। আমরা যাহা দেখিলাম তাহাই লিখিলাম। তবে ধান গেলেও অনকূল চোরেদের ফেলে যাওয়া পলিথিন শিটটা যত্ন করে রেখে দিয়েছে।

হাতে হাত কাঁধে কাঁধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : পঞ্চয়েত সদস্যা মাননীয়া শ্রীরূপা মাইতির নেতৃত্বে মাত্র দশটি দিন উদয়াস্ত খেটে, তৈরি হয়ে গেল ডেমুরিয়া ও জামবনির কাঁচি রাস্তা। দুই গ্রামের দূরত্ব বেশি না; কিন্তু বর্ষায় একেবারে গ্রাম দুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাচ্চারা জল ভেঙে স্কুল যেতে পারে না, সাপের কামড়ে গত বছরেই দুলদুলি নামে একটি মেয়ে মারাও যায়। তখন থেকেই দুই গ্রামে কথা চালাচালির শুরু। বহুদিনের সমস্যা এবার মিটল—দুই গ্রামের মানুষের নিজেদের চেষ্টায়। সামনের বর্ষায় বাচ্চারা স্কুলে যাবে লোকজন আত্মীয় কুটুমের খবর নিতে পারবে সহজেই।

পাঠকের জ্ঞাতার্থ জানাই, এ রাস্তা তৈরিতে কোনো সরকারি টাকা লাগে নি

দুই গ্রামের বুঝদার মানুষেরা নিজেরা শ্রম দিয়েছেন; স্কুলের বাচ্চারাও রামের সেতুবন্ধে কাঠবিড়ালির ভূমিকা নিয়েছে। তারা মাটি তুলে তুলে ঝুড়ি ভরে এবং রাস্তায় দাপাদাপি করে মাটি বসানোয় সাহায্য না করলে এত দ্রুত কাজটি সম্পন্ন হত না—জানালেন শ্রীরূপা।

সেই বাঁধন কি তোদের আছে!

পাঠক, বিস্মৃত হন নি তো! এবার তাহলে বিস্মিত হউন। পঞ্চানন-খুনের দায়ে গ্রেপ্তার, দাপুটে নেতা দুলাল পাত্র গতকাল জামিনে খালাস পেয়ে গেলেন। চার মাস ধ'রে চেষ্টা (!) ক'রেও পুলিশ নাকি 'কেস' সাজাতে পারল না। সঙ্গীরা আজ এক বলে তো কাল আর এক। স্বয়ং যুধি ডাকাত, যে-কিনা পঞ্চাননের খুনি বলেই অভিযুক্ত, সেও আদালতে প্রমাণ দাবি করছে এবং সে না কি এতদিন যা যা কবুল করেছে সবই 'পুলিশের শিখানো।' 'দুলাল জামিন পেলে সে কেন পাবে না'—এই ন্যায়সঙ্গত দাবি তুলেছেন বিরোধী নেতা রাখহরি সাউ। তাঁর পার্টি ন্যায়ের পক্ষে ; যুধি অন্যায় করলে শাস্তি পাবে, কিন্তু দুলালকেও তা পেতে হবে। আগামী কাল তাঁরা 'জেলের দুলাল জেলেই থাকবে'—এই দাবিতে থানা ঘেরাও-এর কর্মসূচী নিয়েছেন।

এদিকে দুলালবাবুর বক্তব্য: আমি নির্দোষ। যুধি-মুদি কাউকে চিনি না। বিরোধীরা ভোটে ফায়দা তুলতে আমাকে ফাঁসিয়েছিল। উপনির্বাচনে ওরা মিথ্যে প্রচার আর বুথ দখল করে জিতেও নিল। এবার শাস্তি। আমি জানি, শিগ্‌গির বেকসুর খালাস পাব। তার পর দেখছি—ওরা কি করে পঞ্চায়েত চালায়!

বামনি চাই!

সিমুলিয়া, আসনবনি, দমগোবিন্দপুর—তিন গ্রামেই মিড ডে মিল বয়কট করল তথাকথিত উঁচু জাতের (!) লোকজন। তারা বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাচ্ছে না। দাবি একটাই—'নিচু জাতের মেয়েছেলেরা রাঁধলে, আমাদের ছেলে-মেয়ের জাত যাবে'। অতএব স্কুলে স্কুলে বামনি চাই!

অচেনা মেয়েছেলে হতে সাবধান!

বরিদার গোপাল বেরা, দশ মণ ধান বিক্রির টাকা ট্যাকে গুঁজে এগরা বাজারের 'আরতি চপ সেন্টার'-এ বসে মনের সুখে মুড়ি-ঘুঘ্‌নি খাচ্ছিল। এসময় এক মেয়েছেলের সঙ্গে তার আলাপ। খেয়ে দেয়ে ওই মেয়ের দেওয়া পানটি মুখে দিয়ে সে ভ্যানরিক্সার জন্য বিশ্রামাগারে বসে বসে বেহুঁশ। বিকেলে হুঁশটি ফিরল; কিন্তু ট্যাকের কড়িটি হাপিস!

আশিসের অসাধ্যসাধন

জাহালদা বাজারে মুদির দোকানে কাজ করেন রামনরেশ পাণ্ডা। তাঁর সুসন্তান আশিস, এবার জয়েন্ট পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করল। অভাবে দিন চলে না; টিউশনও নেয়নি। স্কুলের মাস্টারমশাইরা পাশে ছিলেন। আশিসের অসাধ্যসাধনে 'প্রকাশিকা'র অভিনন্দন। আশিসরা আমাদের গৌরব।

কলা পাতার শিল্প—উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ!

শ্রীলঙ্কা থেকে সদ্য ফেরা পরিবেশমন্ত্রী, সম্প্রতি গড়বেতা নেচার ক্লাব আয়োজিত সভায় বলে গেলেন কলাপাতার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা। পলিথিনে ভরে উঠেছে বিশ্ব। পরিবেশ বিপন্ন। শ্রীলঙ্কা সম্প্রতি তাদের সমস্ত খাদ্যবস্তুর মোড়ক হিসেবে তাই আর পলিথিন নয়, কলাপাতা ব্যবহার করছে। এতে খাদ্যবস্তু থাকছে অবিকৃত এবং কলাপাতার গন্ধে খাবারের স্বাদও লাগছে অপূর্ব। দক্ষিণ এশিয়ার সংস্কৃতির অঙ্গ কলাপাতা। বাংলার গ্রামে গ্রামে কলাচাষে জোর দিতে হবে এবং পলিথিনের বদলে সবাইকে কলাপাতার মোড়ক ব্যবহার করতে হবে—এই মর্মে অনুরোধ করলেন মন্ত্রী। তিনি আরও জানান—বড় শিল্প ভারি শিল্প বিদেশি পুঁজি— এর বদলে স্বদেশি পুঁজি ও কুটিরশিল্পই আমাদের ভবিষ্যৎ।

জীবন্ত খেজুর গাছ—বুজরুকি না বিজ্ঞান!

(৪র্থ কিস্তি)

হাটগোলকপুর থেকে সারোয়ার, হোসেনের আশ্চর্য প্রতিবেদন : একবিংশ শতকের বিস্ময়, জীবন্ত খেজুর গাছ সম্বন্ধে প্রকাশিকা'র পাঠকবর্গ অবহিত। সম্প্রতি নূতন নূতন যে-সব ঘটনা সেখানে ঘটে চলেছে তার বিবরণ আপনাদের জ্ঞাতার্থে পেশ করছি।

বিজ্ঞানমঞ্চের সভায় ভাঙচুর-হাঙ্গামা—পুলিশের আগমন

বিজ্ঞানমঞ্চের যুবকদের উদ্দেশ্য ভালো। তারা বলতে চায়—খেজুর গাছটির মধ্যে কোনোপ্রকার অলৌকিকতা নেই; কেননা বিশেষজ্ঞরা বৃক্ষটির উত্থান-পতনের চিত্র, তার আশ্চর্য আচরণ, জল ও মাটির সমূহ নমুনা পরীক্ষা ক'রে এই রায় দিয়েছেন। গ্রামবাসীদের কুসংস্কার, মিথ্যা হুজুগ দূর করতেই তারা বুধবার আঞ্জুমান ক্লাবের মাঠে সভা ডেকেছিল। পার্টিনেতা দেলদার হোসেন

"ঘরে ছুঁচার কীর্ত্তন, বাইরে কোঁচার পত্তন।" স্কুল ও পাঠশালার ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ইংলণ্ডের টেম্‌স নদী দিয়া কোন্ কোন্ স্থানে গমন করা যায়, ঐদেশে কয়টি পর্বত আছে। তোতা পাখির ন্যায় উত্তর প্রদান করিবেন। আবার ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কোন্ কোন্ নদী দিয়া বরিশালে যাইতে হয়, দিনাজপুর গমনের সুগম পথ কোন্‌টি। চক্ষু স্থির হইবে, কোন উত্তর দিতে পারিবেন না।"

১২৭৯ মাঘ/১৮৭৩ জানুয়ারির 'গ্রামবার্তা হইতে সংকলিত

কথা দিয়েও অবশ্য আসেন নি। সে অন্যকথা।

ছেলেরা মাইক বেঁধে, জোর গলায় যথার্থ কথাই বলছিলেন হয়ত—" মৌলবি বসির লোক-ঠকানো ব্যবসা ফেঁদেছেন; অবিলম্বে এই বুজরুকি বন্ধ করতে হবে।" ইত্যাদি ইত্যাদি। হঠাৎ কে বা কারা বক্তাকে লক্ষ করে ইট পাটকেল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে থাকে। বক্তা শ্রী দেবব্রত মিত্র কোনোরকমে বেঁচে যান। অন্য একদল মাইকের চোং খুলে লাথি মেরে তুবড়ে দেয়; তারপর মঞ্চে সটান উঠে মঞ্চস্থ বক্তা ও সদস্যদের দমাদ্দম কিল ঘুষি চড় মারে এবং অশ্রাব্য গালি-গালাজ দিতে থাকে। 'বালের বিগ্‌গান—বালের মঞ্চ'— শব্দগুলি মাত্র ভেসে আসে। মঞ্চের ছেলে-মেয়েরা কোনোক্রমে পালিয়ে বাঁচেন। তাঁদের অভিযোগ পেয়ে রাতে দু-তিনটি কনস্টেবল ও ছোটবাবু এসে তিন-চারজন যুবককে থানায় ধরে নিয়ে যান। মহানুভব দিলদার ভাই সকালেই তাদের ছাড়িয়ে এনেছেন। বড় কোনো গণ্ডগোল ঘটতে পারে, এই আশঙ্কায় রফিকের বাড়ির সামনে এখন পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত।

ছাল ' বেলাক' এবং মন্টু মান্নার ভলান্টিয়ারি প্রাপ্তি

শনিবার ভোর রাতে ছেলেকে পেচ্ছাপ করাতে বেরিয়ে হালিমা বিবি ধরে ফেলল ছাল-চোর মন্টুকে। জোছনা মিশানো ফর্সা-আঁধারে সে দ্যাখে একটা লোক পুঁটলি কাঁধে উঠোন পেরোচ্ছে। সে আর ছেলে, পেছন থেকে তাকে জাপটে ধরে। হুড়োহুড়িতে মন্টু পড়ে যায়, মা ব্যাটা ওকে কাতুকুতু দিতে থাকে আর রফিককে হাঁক পাড়ে। রফিক ঘুম চোখে অবাক কাণ্ড দেখে মন্টুকে অবশ্য দু-চার ঘা মাত্র দিয়ে, পুঁটলিটি হাতিয়ে নেয়। দ্যাখে তাতে মহামূল্যবান খেজুর ছাল।

'ছেড়ে দিলে যে বড়'—জবাবে রফিক জানাল— "বাদলদার ব্যাটা, ল্যাংটাটা থিকে ওরে চিনি। অমর্ষি বাজারে ঘুরে বেড়ায়, নেশা-ভাং করে। এখন পকেটে ভোঁ ভোঁ —ছাল 'বেলাক' করি দু পয়সা কামাবার চায়। আগে শালার পো রূপশ্রী টকিসে টিকিট বেলাক করত। কুত্তার ন্যাজ, সিধা হবার নয়। ছেড়ে দিলাম।" সদাশয় রফিক মন্টুকে কাল থেকে 'খেজুরগাছ রক্ষা কমিটি'র ভলান্টিয়ার বানিয়ে দিয়েছে। তার সাফ কথা—'আল্লার জিনিস একলা খাব নি, সব্বাইকে দিয়ে - থুয়ে খাব।'

খেজুর গাছের ডিউটি-রত প্রত্যেক পুলিশকর্মী আজ মৌলবি বসির সায়েবের কাছ থেকে বিনামূল্যে একটি ক'রে রূপোর তাবিজ উপহার পেলেন। তাঁরা বেজায় খুশি।

পাঠক বার্তা

১. মাননীয় সম্পাদক মহোদয়,

'গ্রামবার্তা' যে সাহসের সঙ্গে নাকুড়ডিহির নৃশংস কাণ্ডের বিবরণ তুলে এনেছে তা আমাদের কাছে অতীব শ্লাঘার কাজ বলে মনে হয়। কারা মিটিং করছিল অত রাতে, কেন এবং কী আক্রোশে কারা আগুন লাগাল এসব হয়তো কোনোদিনই জানতে পারা যাবে না। বহু তদন্ত হবে, কমিশন বসবে, গ্রেপ্তার হবে, ছাড়াও পাবে, এসব দেখে-শুনে আমরা মশায় হদ্দ হয়ে গেছি। আর বলিহারি আমাদের বিরোধীদের, এমন একটা নারকীয় ঘটনাকেও ওরা ব্যবহার করতে পারল না; খালি চমক আর চমক।

ভানুবাবুর সাক্ষাৎকারটি খুবই সময়োপযোগী। মানুষ আজ কথা বলতেও কি পরিমাণ ভয়ে জড়োসড়ো তা বোঝা যায়; তবে; শিক্ষকেরাই তো নাকি জাতির শিরদাঁড়া! সেইটি যদি ভয়ে আতঙ্কে বেঁকে যায়, তাহলে সমাজ-শরীরটি খাড়া থাকবে কি করে?

ভালো থাকুন এবং এমনি নির্জলা সত্য প্রকাশ করে যান।

অধিরথ রায়
উগ্রসেনগড়

২. প্রিয় 'প্রকাশিকা' সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়, গত কয়েকটি সংখ্যাতে 'জীবন্ত খেজুর গাছ' সম্বন্ধে বিস্তর কথা জানা গেল। বড় আগ্রহের জিনিস। ভূমণ্ডলে এমন অনেক অলীক-অলৌকিক কাণ্ডটি ঘটে, যা ব্যাখ্যাতীত। সব কিছুর রহস্য জানা যায় না। জানতে চাওয়া মূর্খামি এবং হাস্যকর।

একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা পাঠকদের অবগতি করাচ্ছি। বাতের ব্যথায় অল্প বয়স থেকেই আমি কাবু। হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, অ্যালোপাথির তো কথাই নেই। কলকাতার বড় বড় সব ডাক্তারও ফেল মেরে গেল। কেউ পারে নাই। অর্থশ্রাদ্ধ

আর হয়রানির একশেষ! মাস আষ্টেক আগে, অবস্থা এমনি হল যে, বিছানায় হাগা-মোতা নাগাড়ে দুইমাস। বাঁচার আশা ছিল না কদাপি। এমন সময় আমার বড় শালা, সে গাজিয়াবাদে ঠিকাদারি করে; হরিদ্বার না হৃষিকেশ কোথায় গেসল কি কাজে জানি না, বেতো জামাইদার কথাটি তার মনে ছিল। সেই সেখান থেকে সে, জাগ্রত বাবা এরণ্ডনাথের দৈবীওযুধ এনে দিলে। মালিশ করলাম নাগাড়ে ১৫ দিন। এখন দিব্বি মাঠে গিয়ে হাগতে পারছি। আসলে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।

আপনাদের একনিষ্ঠ পাঠক

রাধাকৃষ্ণ খাটুয়া

তেঁতুলিয়া

সম্পাদকীয়

হে পাঠক! গ্রাম্য বৃদ্ধে মার্জনা পূর্বক কিঞ্চিৎ অনধিকার শুনিবেন। আজি কিছু খেলিব; অস্যার্থ অর্বাচীন ক্রীড়া-কৌতুক বিষয়ে একটা দুটা কথা কহিতে লালসা। যদিচ উপকরণাদির বাহুল্য অকল্পনীয়, তথাপি আমাদিগের বাল্যে আনন্দের ব্যত্যয় ঘটে নাই। বিশেষ বাতাবি নেবু কন্দুকবৎ বালকদিগের পায়ে পায়ে ফুটবল হইত; ক্রিকেটভাষ্য বেতারে শুনিতাম; বিশেষ বুঝি নাই; কলিকাতার প্রবাসী বাবুরা দুই-একজন খুব আমোদ প্রকাশ করিলে আমাদিগেরও আমোদ জন্মিত। পুষ্করিণীর পারাপার করিতাম। লুকাচুরি চলিত। গুরুজনেরা আমাদিগের খপর বিশেষ রাখিতেন না; ইহাই আনন্দ। খেলায় হারজিৎ সেই কুন্তীপুত্রের দ্বাপরযুগের ন্যায় যথাবিধি ছিল। হাতাপায়িও করিয়াছি কিছু কম নহে। কিন্তু শত্রুতাপূর্বক আঘাত করি নাই। সম্প্রতি ইসমাইলপুরে দুই দল খেলিতে গিয়া অতি নৃশংসভাবে খলিল-নামা যুবকের প্রাণটি বিনষ্ট হইল দেখিয়া বড় ধিক্কার জন্মে। ক্রিকেটবাতুল যুবাটি খেলিতে ভাল বাসিত; কিন্তু কিছুদিন পূর্বে খেলিতে গিয়া বুকে চোট পাইয়া সে শয্যাগত হয়। বিধবার সন্তান খলিল, তৎপশ্চাৎ এতদঞ্চলে অতীব দক্ষতার সহিত খেলা পরিচালনা করিত। এখন মা রহিয়া গেলেন; অকালে যৎসামান্য উপার্জনক্ষম পুত্রটি নাশ হইল। কাহার নিন্দা করিব, জানি না; কি ভাষায় নিন্দিব, তাহাও জানি না। কেবল আত্মধিক্কার মাত্র রহিল। একটি প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলাম না। এ মৃত্যুর প্রতিকার নাই। কোনো মৃত্যুর কি প্রতিকার হয়!

পেপসি লইয়া কিছু কহিতে পারিব না। শাস্ত্রে যাহাকে বলবান কহেন, সেই তিনি কহিবেন।

তব সুধারসধারা

যুধিষ্ঠির বললেন, মাংসাশী লোকে পিষ্টক শাক প্রভৃতি স্বাদুখাদ্য অপেক্ষা মাংসই ইচ্ছা করে; আমিও মনে করি মাংসের তুল্য সরস খাদ্য কিছুই নেই। অতএব আপনি মাংসাহার ও মাংসবর্জনের দোষগুণ বলুন।

ভীষ্ম বললেন, তোমার কথা সত্য, মাংস অপেক্ষা স্বাদু কিছু নেই। কৃশ দুর্বল ইন্দ্রিয়সেবী ও পথশ্রান্ত লোকের পক্ষে মাংসই শ্রেষ্ঠ খাদ্য, তাতে সদ্য বলবৃদ্ধি ও পুষ্টি হয়। কিন্তু যে লোক পর মাংস দ্বারা নিজ মাংস বৃদ্ধি করতে চায়, তার অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও নৃশংসতর কেউ নেই।

(মহাভারত: অনুশাসন পর্ব)

গুণালোকপ্রদা দোষপ্রদোষধ্বান্তচন্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা।।

—*গিরীশ বিদ্যারত্ন*

নব পর্যায়

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা

৩য় বর্ষ ৮ম সন্দর্ভ

অন্ধকারে জ্বলে উঠল লাল হপ্তা—ফের উদ্বাস্তু হলেন আদিবাসীরা

গোপীনাথপুর থেকে মহুয়া দাসচৌধুরী ১১ই মাঘ : ওরা বলত নদী আর জঙ্গলের গল্প। কেশিয়াড়ির কাছে সুবর্ণরেখার ধারে ছিল ওদের গাঁ। টাঁড় জমি; চাষবাস বিশেষ নেই। দু-চারটে গরু-ছাগল-শুয়োর মুর্গি ; অন্যের জমিতে হাড়-খাটনি; নয় ঠিকাদারের কাজে দেশ-গাঁ ছেড়ে কাঁহা কাঁহা ঘুরে বেড়ানো। নিত্যদিন দু'বেলা মাড়-ভাত তবু জোটে কই? দল বেঁধে তাই দূর দেশ গাঁয়ে ওরা শীতের ফসল কাটুনির কাজে চলে যায়। তিনবেলা গরম ভাত, কুমড়োর ঘ্যাঁট। আর নগদা টাকা। কাজের শেষে, সম্পন্ন চাষীরা ওদের মাংস ভাত খাওয়ায়। তারপর কোনো এক ঝুমকো ভোরে নগদা টাকা গামছায় গিঁঠি বেঁধে ওরা রওনা দেয় নিজ গাঁয়ে। ঘরকে ফেরা। বছর তিরিশ আগে এক শীতের সন্ধ্যায় ঘরে ফিরতে গিয়ে সাত-আটটি পরিবার দেখল, ধড়িবাজ মহাজন দুঃশাসন গিরি সব দখল ক'রে বসে আছে। তার হাতে টিপ -ছাপ দেওয়া হরেক কিসিমের কাগজ কোবালা! আদিবাসী কাগজকে ভয় পায়। আর ভয় থানা-পুলিশ। অগত্যা দেশান্তরী হল তারা; কিভাবে যেন এই সমতলের সুবর্ণরেখার ধারের গোপীনাথপুর হয়ে গেল তাদের সাকিন। গাঁয়ের শেষে, নদীর কোলটি ঘেঁষে খাস জায়গায় ওদের বসত। এখানেই কত জন্ম, মৃত্যু ও পরব-পার্ব্বন। কিন্তু সেই নয়া বসত থেকে ফের উদ্বাস্তু হয়ে গেল আদিবাসীরা।

এই তো সেদিন 'সোহরায়' পরবে কত আনন্দ হল। দূর দূর থেকে এল কুটুমেরা, ঘরে ঘরে হাঁড়িয়া তৈরি হল, নাচগান আমোদ-আহ্লাদে মেতে উঠেছিল আদিবাসীদের নতুন গাঁ। গত পরশু সাঁঝের আন্ধার চিরে উড়ে এল কয়েকটা লাল হিরো হণ্ডা। তারা নিরস্ত্র ছিল না। কেননা নিরস্ত্র তারা থাকতে পারে না। তারপর কি হল! সেই রাতেই নদীর পাড় ধরে আঁধার ঠেলে ঠেলে সাঁওতাল পরিবারগুলি কোথায় চলে গেল—কেউ জানে না।

প্রত্যক্ষদর্শীর জবান

নামপ্রকাশে আতঙ্কিত এক ব্যক্তি 'গ্রামবার্তা'-কে জানিয়েছেন তিনি সেই সন্ধ্যায় নতুন গাঁয়ের বাবলু মাণ্ডির কাছে বিশেষ কাজে যাচ্ছিলেন। মাণ্ডির বাড়ি পর্যন্ত তিনি যেতে পারেন নি;তারআগেই এক হণ্ডা যুবক তাঁকে ঘিরে চক্কর কাটতে থাকে আর উচ্চৈঃস্বরে 'বলহরি হরিবোল' ডাক ছাড়ে, নিরুপায় তিনি দেখতে পান আরও কয়েকটি হণ্ডা আলো জ্বেলে দাঁড় করানো আর যুবকবৃন্দ ঘরে ঘরে ঢুকে জিনিষপত্র উঠোনে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। হতভম্ব মানুষটি পড়ি কি মরি করে গাঁয়ের দিকে ছোটেন; পূর্ববর্ণিত সেই 'বলহরি' যুবক তাঁকে তাড়া করে, সামনে এসে দাঁড়ায়। একটি মেশিন দেখায় এবং একটি বাক্য উচ্চারণ করে—চোখ গেলে দেব দাদু; কেটে পড়ো।

অকুস্থলে গিয়ে আমরা দেখলাম, ঘরদোর সব হা হা করছে। তকতকে লেপা-পোঁছা দেয়ালে জেগে আছে সাপ বেজি আর ময়ূর। এক বাড়ির উঠোনের মাচায় ঝুলছে একটি নিঃসঙ্গ লাউ। আমাদের সাড়া পেয়ে নদীর ধারের ঝোপঝাড় ভেঙে উঠে এল একটি তে-ঠ্যাঙ্গা কুকুর। ও যেতে পারে নি।

শোনা গেল সেটলমেণ্ট আপিসে কারিকুরি করে, পার্টিপ্রধানের অনুগত ছেলেরা আদিবাসী হটিয়ে দিল; কেন না এখানে কে বা কারা যেন একটি রাইস মিল পত্তন করবেন।

❑ কুমারীর কোলে ' বেধুয়া ছেলে' : ধোপা-নাপিত বন্ধ হ'ল খগেন দাসের

নিজস্ব সংবাদদাতা, মোহনপুর : বিধবা বা কুমারীর অবৈধ সন্তানকে এতদঞ্চলে লোকে বলে 'বেধুয়া ছেলে/ মেয়ে'। গ্রামসমাজে চিরকালই এ-সব সন্তান এবং তাদের পরিবারকে অশেষ লাঞ্ছনা সইতে হয়। ছেলে-মেয়েরা বড় হয়;তাদের ইস্কুলে দাখিলা, গাঁয়ের নানা শুভকাজে যোগদান সব ব্যাপারেই ঝঞ্ঝাট। তা বাদে, সারাজীবন ছেলে-মেয়েদের সইতে হয় 'বেধুয়ার বাচ্চা' হবার নিদারুণ অপমান।

কয়েকদিন হল খগেন সামুই-এর মেয়ে রমা (আনু. ১৫) একটি অবৈধ সন্তান প্রসব করায়, দাস পরিবারকে গ্রামসমাজ আত্যন্তিক ভাবে বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোনও পুরুত আর দাসেদের যজাবে না। ধোপা-নাপিত, ওদের আঁতুড়-একুশার কাপড়-চোপড় কাচবে না, ক্ষৌরি করবে না। কেউ যদি লুকোছাপা করে, সমাজ তাকেও ছাড়বে না। এর চেয়েও বড় বিপদ, সে আর গাঁয়ের কারও ক্ষেত-জমিতে মজুর খাটতে পারবে না। তিন হাজার টাকা নগদে যদি গ্রামসভাকে দিতে পারে, তাহলে তার কেসটি বিবেচনা করা হবে বলে জানালেন সভামুখ্য শ্রীপতি পাত্র।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, খগেনের অভাবের সংসার। 'একটা পেট তো বাঁচবে' ভেবে কাকে ধরে কবে যেন খগেন রমাকে কলকাতার ঢাকুরিয়ায় এক 'বাবু বাড়ি'তে রেখে এসেছিল। রমা, বাবুকে 'মেসো', বাবুর বৌকে 'মাসী ' আর খোকাকে 'ভাই ' বলে ডাকত। প্রত্যেকবার মেয়েটি গাঁয়ে ফিরে সুখ্যাতি করত, ' মেসোর মত মেসো', কী যে ভালোবাসে। সেই মেসো। মাস চারেক আগে হাতে হাজার টাকা গুঁজে দিয়ে, মেসো নয়, মাসীই তাকে হাওড়ার বাসে তুলে দেয়।

জ্ঞাতি কুটুমেরা খগেনকে আগেই বয়কট করেছে। দু'দুবার রমা গলায় দড়ি দিতে যায়; পারে নি। অভাবী খগেন মেয়েকে ভারি ভালোবাসে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটে, রাতকে রাত জেগে জেগে মেয়ে-বাচ্চা পাহারা দেয়। মেয়েটি পাথর। ববরা। কিচ্ছু বলে না। অথচ গাঁয়ের লোক তার মুখ দিয়েই শুনতে চায়—"উয়ার বাপটা কে বঠে! কুন খাংকির বাচ্চা!"

বেধুয়া হলেও বাচ্চাটি বেশ ডাগর-ডোগর হয়েছে।

পুকুরে বিষ কে ঢালল? — উত্তপ্ত সরবেড়িয়া

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ বিলাস মৃধার পুকুরে রাতের আঁধারে কে বা কারা যে বিষ ঢেলে দিল; মরে ফৌত হয়ে গেল সব মাছ। পুকুর জুড়ে মরা মাছ ভাসছে; দুর্গন্ধে গ্রামের আকাশ ভারি ও বিষাক্ত। চিল কাক প্রভৃতি মৎস্যপ্রিয় পাখিরা এক একবার পুকুর ঘিরে চক্কর কাটে আর গাছের ডালে বসে ধ্যানে মৌন। বিষাক্ত মাছ নাকি তারাও খায় না।

চাষের পুকুর, এভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বিলাস আজ বড় দুঃখী। দুটো কাঁচা পয়সা আসছিল; কার যে হিংসে হল বুঝে উঠতে পারে না। সে, মরা মাছে ভরা পুকুরের পাড়ে বসে বিড়ি টানছে আর মুনি-ঋষিদের মতো বলে যাচ্ছে—'মাছ লিল। কপালটা কিন্তুক লিতে পারল নাই। পারল কি?'

বর্বরের বলাৎকার—কিশোরীর যৌনাঙ্গে লঙ্কাগুঁড়ো

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ শ্লীলতাহানির ঘটনা সম্পর্কে থানায় অভিযোগ জানানোর শোধ তুলতে, কিশোরীকে বলাৎকার ক'রে তার যৌনাঙ্গে লঙ্কার গুঁড়ো ঢেলে দিল বাহির গোবিন্দপুর গাঁয়ের বর্বর যুবক সঞ্জীব পাত্র (২৪)। সম্পর্কে সে, পঞ্চায়েত সভাপতি নবকান্ত পাত্রর গুণধর ভাইপো।

অভিযোগে প্রকাশ, গত রবিবার হলধর মান্নার ছোট মেয়ে কবিতা(১৬), দুপুরে বাড়ির অনতিদূরে হরিসেবা পুকুরে স্নান করতে যায়। বিকাল পর্যন্ত সে না ফেরায় পিসি সুধা গিরি খুঁজতে গিয়ে পুকুর পাড়ে একটা ঝোপের আড়ালে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাকে পড়ে থাকতে দেখে। এর পর পরিবারের লোকজন কবিতাকে উদ্ধার ক'রে কাঁথি হাসপাতালে ভর্তি করায়। মেয়েটি চিকিৎসাধীন। মাঝে মাঝেই তীব্র যন্ত্রণায় কাতরে কাতরে উঠছে আর মূর্ছা যাচ্ছে।

পরিবারের অভিযোগ, কয়েক মাস আগে বিশ্বকর্মা পুজোর রাতে সঞ্জীব কবিতার শ্লীলতাহানি করে। এ ব্যাপারে পরের দিন থানায় নালিশ দাখিলাও করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ তাকে নাকি খুঁজেই পায় নি। এর পর থেকে সঞ্জীব মাঝে-মধ্যেই মেয়েটিকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিত। গত রবিবার পুকুরঘাটে কবিতাকে একলা পেয়ে প্রথমে আচমকা পেছন থেকে তাকে জাপটে ধরে এবং তার মুখে মাটি গুঁজে দিয়ে ঝোপের আড়ালে টেনে নিয়ে যায় বলাৎকার করে। তারপর প্রায় অচৈতন্য মেয়েটির গুপ্ত অঙ্গে লঙ্কার গুঁড়ো ঢেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। পলাতক সঞ্জীবের হদিস নেই। পুলিশ তাকে নাকি খুঁজেই চলেছে।

নবকান্ত বাবু জানিয়েছেন, ক্ষম[illegible] হারিয়ে এখানে বিরোধী পার্টি আক্রো[illegible] ফুঁসছে, তারাই চক্রান্ত করে তাঁর পরিবার[illegible] বেকায়দায় ফেলতে এই সব কাণ্ড ঘটা[illegible]। তিনি আরও জানান—'আমার ভাইপো[illegible] নিরীহ ছেলে; এমন কাজ সে করতেই [illegible] না। চক্রান্তকারীদিগের দোসর পুলিশের [illegible] কাঁহা কাঁহা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি [illegible] হাজির করব এবং সে যে নির্দোষ, যথাসময়ে যথাস্থানে প্রমাণও দিব'।

"এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্র একটী মাকড়সা বধ করিলে কোন এক শূদ্র উক্ত ব্রাহ্মণের নিকটে গিয়া বলিলেন, পণ্ডিতমহাশয়, মাকড় বধ [illegible] কি পাপ হয় এবং তাহার কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে কিনা? পণ্ডিত মহাশয় প্রায়শ্চিত্তবিবেক বাহির করিয়া পাপের নির্ণয় এবং প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা [illegible] দিলেন। তখন শূদ্র বলিলেন, মহাশয়! আপনকার পুত্রই একটী মাকড় বধ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, ভাল তুমি ব্যবস্থা [illegible] আসিয়াছ, মাকড় মারিলে ধোকড় হয়। ...দণ্ডবিধি একপ্রকার, কার্য্যের ফল অন্যরূপ। ...যে অপরাধ করিয়া ভারতবাসী দ্বীপান্তরিত হইতেছে বা [illegible] বাস করিতেছে, ইউরোপীয়রা অর্থ দণ্ড দিয়াই তাহা হইতে মুক্ত হইতেছেন।" (১২৮৩ চৈত্র/১৮৭৭ মার্চ মাসের 'গ্রামবার্তা' হইতে সংকলি[illegible])

নিবেদন

মহাজাগ্রত কিঞ্চনাকিঞ্চন সকল-কল্যাণকারী
পরমপ্রেমময় ষড়্ভুজ মহাপ্রভুর অধিষ্ঠানে
২৪ পহর নামযজ্ঞাদি হইবে।

আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমাদিবসে , ভক্তবৃন্দে সনির্বন্ধ অনুরোধ যথা যথা সামর্থ্যাদিসহ তাঁহারা যেন উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করতঃ পুণ্যব্রতে হিতার্থী হয়েন।

অধম সেবক
নিতাইদাস বৈরাগ্য
হরিপুর মহানাম সংঘ

জীবন্ত খেজুর গাছ—বুজরুকি না বিজ্ঞান!

(৫ম কিস্তি)

হাটগোলকপুর থেকে সারোয়ার হোসেনের আশ্চর্য প্রতিবেদন : একবিংশ শতাব্দীর বিস্ময় জীবন্ত খেজুরগাছ সম্বন্ধে 'প্রকাশিকা'র পাঠকবৃন্দ অবহিত। রফিক মিঞার পুকুরধারের এই ব্যাঁকা খেজুরগাছটি নিয়ে ইতিমধ্যে আরও যা যা কীর্তি ঘটে চলেছে, তার ধারাবাহিক বিবরণ আপনাদের জ্ঞাতার্থে পেশ করছি।

খেজুর গাছে ইবলিশ থাকে! খর্জুরবৃক্ষ অশাস্ত্রীয়!

রাগে গরগর করছেন চাঁপাডাঙ্গার ইমাম মওলানা তমিজুদ্দি সাহেব। ব্যাঁকা খেজুর গাছের ছাল চেঁছে, মাদুলি— তাবিজের জমজমাট কারবারের কড়া নিন্দা করে তিনি জানিয়ে দিলেন— "এইসব লোকগুলি মুসল্লি না; অ্যাদের কাণ্ডাকাণ্ড ইছলামের শর্মিন্দা। কুনো পাক কিতাবে এই বেশরিয়ত কাম-কাজের সাপোর্ট নেইক। তামাম দুনিয়া আল্লারসুলের তালুক। ধড়িবাজ রফিকের ব্যাঁকা খেজুরগাছে আল্লা বসি বসি দোল খাবেন কুন দুঃখে শুনি? আসলে হোথায় ইবলিশের আস্তানা। সাচ্চা মুসল্লির দুশমন ওই গাছটি কেট্যা ফেলাও গিয়া।"

প্রায় একই সুরে নিন্দাবাদ শোনা গেল গোপীনাথপুরের সর্বমান্য ভটচায্যি মশায় রামশরণ শাস্ত্রীর মুখে। তিতিবিরক্ত পণ্ডিতমশায় এই প্রতিবেদককে জানালেন— "সনাতন শাস্ত্রাদি তো কম অধ্যয়ন করি নাই বাপ, কুত্রাপি ইত্যাকার খর্জুরবৃক্ষাদির উল্লেখ নাস্তি। হাঁ, অশ্বত্থ বটবৃক্ষাদি পুণ্যাত্মা। তুলসীও অতি পবিত্র, অপিচ হিতকর। কুকুরে প্রস্রাব করা সত্ত্বেও উটির পবিত্রতা খণ্ডিত না হয়। মন্ত্রপুতঃ পুষ্প-তুলসী-বিল্বপত্রাদির অলৌকিক ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু খেজুর গাছ? ছ্যা ছ্যা ছ্যা ছ্যা; ভাগাড়ে-মাগাড়ে কাক-শকুনাদির বিষ্ঠাজাত এ বৃক্ষ অশাস্ত্রীয়; কোনো ডাকিনী-যোগিনী ইয়াতে ভর করিছে সন্দেহ নাই।

খোদা যব দেতা হ্যায়—শালার পড়শিদের চোখ টাটায়!

অলৌকিক, জীবন্ত খেজুর গাছের মালিক রফিক। বসিরুদ্দি মৌলবির সাথে তাবিজ-মাদুলির ব্যবসায় সে লাল হয়ে যাচ্ছে দেখে তার পড়শিরা এখন নাকি হিংসায় জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে। ওদিকে পড়শিরা মনে করে, এই খেজুর গাছ, লোকজনের ভিড়-ভাট্টা এসবের জন্য তারা অসহ্য আত্মত্যাগ করে চলেছে। সুতরাং ছাল-ভরা তাবিজ-মাদুলি তাদের বিনি পয়সায় দেওয়া হোক। রফিক চালাক লোক, সে চুপটি মেরে থাকে; হ্যাঁও বলে না, না-ও বলে না। এসব দেখে শুনে ওর প্রতিবেশী খালেক মন্ডল অত্যন্ত বিরক্ত। তিনি জানালেন : দশ গাঁয়ের লোক শালা আমাদিগের সদর দিয়া খিড়কি দিয়া য্যাখন ত্যাখন ঢুকি পড়ে— তারা যেথা-সেথা হাগতিছে মুততিছে— গাঁয়ে ফল-পাকুড় সব সাবাড়। গাঁটা অ্যাক্কেরে দোজক হয়্যা গেল। মেয়্যালোক পুকুর যেতি পারে না, বাহ্যি ফিরতে পারে না। কুনো বাঞ্চোত পার্টি-পঞ্চাৎ এখন কিচ্ছুটি বলবে নি। সব শালা খেজুর গাছের ছাল চুষতিছে। অ্যাকদিন বৌ ঘুগনি রেঁধে দিল; ভাবলাম রাস্তার ধারে বসি ; দুটি পয়সা হবে। বাঞ্চোত ভলান্টারগুলি লাথ মেরে আমার ঘুগনির হাঁড়ি ফেলে দিল। পুলিশগুলি ঘুগনি খেয়ে গেল মাগনায়— একটি নয়াও ঠেকাল নি।"

রফিক এসব শুনে বলল—' খোদা আমাকে ছপ্পর ফেড়ে দিতেছে, দুটি পইসার মুখ দেখতিছি— শালার পড়শিদিগের চোক টাটাচ্ছে।'

বসিরুদ্দির মনে সুখ নেই—তাবিজ নিলেন দেলদার হোসেনের বিবি

বসিরুদ্দি ক্রমশ এতদঞ্চলে মুশকিল আসান। বিশ-পঁচিশ গাঁয়ের লোক তাঁকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে, অথচ 'ছ্যাবলা' রিপোর্টার, নাস্তিক ছেলে-ছোকরার দল তাঁর পিছু লেগেছে। তাঁর চিত্তে নেই সুখ। কথা বলতে গেলাম, দুর দুর করে তাড়িয়ে দিলেন; বললেন : "খোদা কুন মস্করার জিনিস লয়। যেগুলির দেলে ইমান নাই, তাদের সঙ্গে কিয়ের কারবার? খেজুর গাছের পোঁদে যারা কাঠি মারতেছে, তাদের সঙ্গে কুন কথাই আমি বলব না।"

বসিরের চ্যালা আজিজ। বসির তাবিজে-মাদুলিতে ছাল পুরে দোয়া পড়েন, আর আজিজ গ্রাহককে শেখান তার ব্যবহারবিধি। বাঁজা , মৃতবৎসা, বৌ-মরা, স্বামী হাবা, চিররুগ্ন, শ্মশান-গোরস্থানে এক পা বাড়িয়ে দিয়ে বসে থাকা লোকদের বোঝাতে বোঝাতে আজিজের মুখে গাঁজলা উঠে

আসে। তাই, নাকি বিড়ি ছেড়ে উনি সিগ্রেট ধরেছেন। আগে, ছমির কাওয়ালের দলে এ-গাঁ সে-গাঁ ঘুরে রাত জেগে আর ক'পয়সা! এখন তাঁর কপাল ফিরেছে। সিল্কের লুঙ্গি, বাহারি পিরান, ফেজ টুপি, সুর্মাঙ্কিত চক্ষু আর চাপদাড়ির জেল্লায় আজিজ একেবারে মুসল্লি নাম্বার ওয়ান। এক প্যাকেট চার্মস উপহার দিয়ে আমরা একটি গুহ্য কথা তাঁর থেকে আজ জানতে পারলাম—পার্টিনেতা দেলদার হোসেনের বিবি কয়েকদিন আগে রাতের বেলায় চুপে চুপে নাকি বসির মিঞার থেকে তাবিজ সংগ্রহ করতে এসেছিলেন।

সারোয়ার : পাক্কা খবর!

আজিজ : দ্যাক সারোয়ার, নেশার সময় আমি মিছা বলব নি। একদম পাক্কা।

সারোয়ার : নেতাভাই দেলদার হোসেন?

আজিজ : সে ভিত্‌রে আসে নাই; আগড়ের বাইরে পাইচারি কত্তেছিল, নিজের চোখে দেখিছি...

সারোয়ার : কেন তাবিজ নিল বুঝলি কিছু?

আজিজ : ওর বাপের মানে তোর দেলদারের শউরের ক্যানছার...

সারোয়ার : খেজুর গাছের ছালে ক্যানসার সারবে—তুই বিশ্বাস করিস?

আজিজ : দ্যাক সারোয়ার, এই কোশ্চানগুলির অ্যানছার আমার কাছে নেইক। তবে খোদার দুনিয়ায় সবই হতি পারে। এত লোক হররোজ আসতিছে, সব কি বেবাক পাঁঠা! শালার গাছ জল থিকে উঠে আবার জলে নাবে—কি কেরামতি বল দি'নি। ঘড়ি ঘড়ি আল্লাকে ব্যাটা সেজদা দিতিছে।

সারোয়ার : গাছটি পাক্কা মুসল্লি—কি বলিস!

আজিজ : আগু আগু আমি রগড় দেকতাম—এখন কিন্তু বিশ্বেস হয় রে—ব্যাটার খেজুর গাছ আমার লাইফটাই বদলি দিল যে...

সনাতন ঝাঁটা ও পুলিশ

চকবেড়িয়ায় চুল্লুর ঠেক ভাঙতে এসে, ঝাঁটার বাড়ি খেয়ে পালিয়ে গেল পুলিশ। ওঁরা দু-তিন মাস পর পর এসে সবুট লাথি আর ডাণ্ডার ঘায়ে ভাটিখানা তছনছ করতেন এবং দক্ষিণা আদায় করে চলেও যেতেন। এবার জনা কুড়ি-পঁচিশ মহিলা একত্র হয়েছিলেন ঝাঁটা হাতে। পুলিশ আসা মাত্র রীতি অনুযায়ী পুং পুঙ্গবেরা দে-দৌড়। কিন্তু রে রে করে পুলিসকে তাড়িয়ে নিয়ে যান সমবেত মহিলারা। ঝাঁটার বাড়ি সামলাতে না পেরে খাকিবাবুরা রণে ভঙ্গ দেন। একটি অশোকচক্র লটকানো টুপি অবশ্য ঘটনাস্থলে একলা একলা পড়েছিল।

বিয়ে করেই পুড়িয়ে দিল—পেপসির বোতল থানায় রইল

বারবাটিয়ার খগেশ্বর ত্রিপাঠী, তাঁর ব্রাহ্মণী ও সুপুত্র নাগেশ্বর বৌ-পুড়িয়ে মারার দায়ে আপাতত হাজতে। বিয়ের মাসটুকুও পেরোল না, তার আগেই নন্দিতাকে কেরোসিন ঢেলে জ্বালিয়ে দিল স্বামী। প্রতিবেশীদের বয়ানে জানা গেল, ফুলশয্যার রাত থেকে নাকি পণ নিয়ে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট-অত্যাচার। নন্দিতা একদিনও সুখ পায়নি; রোজই নাগেশ্বর তাকে পেটাত, বিড়ির ছ্যাঁকা দিত এবং অকথ্য-কুকথ্য ভাষায় তারস্বরে গালিগালাজ করত। গত বৃহস্পতিবার রাতে গুণধর স্বামী নন্দিতাকে পিটিয়ে আধমরা করে, শেষে পেপসির বোতলে রাখা কেরোসিন রান্নাঘর থেকে এনে বৌটির গায়ে ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। বোতলটি ছেলের হাতে তুলে দেয় তার মা, একথা কবুল করেছে নাগেশ্বর।

দু লিটার পেপসির বোতলটি মুগবেড়িয়া থানায় জমা আছে। দরকারে ওটি আদালতে পেশ করা হবে বলে জানা গেল।

পাঠক-বার্তা

১. মান্যবর সম্পাদক মহাশয়,

এবারে অনেকদিন বাদে 'প্রকাশিকা' হাতে এল। ডাক বিভাগের ওপর অবশ্য ভরসা করা বৃথা, দেখলাম আপনার ওখানকার পোস্টাপিসের ছাপ যেদিন পড়েছে, তার ১৫ দিন বাদ আমাদের পোস্টাপিসে ছাপ মারল। তিন-চার গাঁ দুরে থাকি, বয়সকালে কতবার পদব্রজেই ওই গাঁয়ে গিয়েছি। যদি শরীরটাতে একটু জুত পেতাম, হেঁটেই প্রকাশিকা সংগ্রহ করা যেত। এই মাসের কাগজটি পড়ে বড় মন খারাপ হয়ে গেল। বিধবার একমাত্র সন্তান খলিল, খেলাধূলার মতো একটা ভালো কাজে ছিল। এখন খেলায় হার-জিত সবই খোলা মনে মেনে নিতে হয়। একেই তো স্পোর্টস্‌ম্যান স্পিরিট বলে। সেই স্পিরিট আজ কি খেলা কি রাজনীতি সর্বত্র গঙ্গাযাত্রায় যাচ্ছে। দেখে মন ভার হয়ে যায়। কাগজ-পত্রাদি আর পড়তে ইচ্ছা করে না। গেল বছর, আমাদের গাঁয়েই একটি গরীব মহিলাকে বর্বরেরা উলঙ্গ করে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরাল; কী দোষ? না, তার নাকি চরিত্র খারাপ। রাতেই অবশ্য মেয়েটি গলায় দড়ি দিয়ে বেঁচে গেল। স্বামীটি কলকাতায় জরির কাজ করে। খবর পেয়ে ফিরল। কিচ্ছুটি বলল না। কাকে বলবে আর বলে কীই বা হবে। ছেলেটি সেভেনে পড়ে, তাকে নিয়ে সেই যে গেল, আর আসে নি। ভিটায় পার্টি অফিস বসল। ক'মাস আগে সে-পার্টি হেরে ভূত। এখন সেই অফিসে এই পার্টির লোক-লস্কর বসে বসে চা পেঁদায়, বিড়ি টানে। যথা পূর্বং তথা পরম। খলিল তো চলে গেল, মা'টি রয়ে গেলেন। তাঁর ভিটাটুকু কার নজরে আছে কে জানে!

হরিগোপাল সাউ
বেনাচক

২. শ্রীফকিরচাঁদ কর সুহৃদ্বরেষু,

ভায়া, আপনার 'প্রকাশিকা'র বিগত সন্দর্ভে বহুবিধ উপচার; পাঠ করিতে করিতে বিচিত্র অনুভূতি সঞ্চারিত হইল। খলিলের

দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু ঘটিল অথচ হেরম্ববাবু পঞ্চায়েত প্রধান, মান্যিগন্যি লোক তাঁহার কথাবার্তায় কেবলই দম্ভ আর হিংসা, কোথাও হতভাগা যুবকটির মৃত্যুজনিত বেদনাবোধ নাই—দেখিয়া পরিতাপ হয়। ইঁহারাই আজ আমাদিগের নবযুগের নব্যবঙ্গের চালক হইবার প্রত্যাশী। বিপন্নবোধ করিতেছি। ওদিকে 'দুরাত্মা দুলাল' মহোদয় জামিন পাইয়া গেলেন, কেহ ঠেকাইতে পারিল না। দেলদার হোসেন সাহেব নিজ এলাকায় দিব্য বাঁকা খেজুরগাছের ব্যবসায় সহায়তা করিতে আছেন;তাই বিজ্ঞানমঞ্চের যুবাদের পিটাইয়া গ্রামছাড়া করিলেন। কেহ প্রতিবাদ করিল না। অধিরথ রায় মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন—'শিক্ষকেরাই তো নাকি জাতির শিরদাঁড়া, সেইটি যদি ভয়ে আতঙ্কে বেঁকে যায়, তাইলে সমাজ-শরীটি খাড়া থাকবে কি করে?'

বন্ধুবর জ্ঞাত আছেন যে, এই অধম ত্রিশ বৎসর যাবৎ বাঁকা শিরদাঁড়া লইয়া ব্যর্থ শিক্ষকতা করিয়াছে এবং ইদানিং দিব্য পেন্‌সন খাইতে আছে। তবে একটি কথা বলিব, ভয়ে ভয়েই বলিব, সমাজ কি শুধুমাত্র শিক্ষকে গঠিত? সমাজের সর্বক্ষেত্রে যখন মাৎসন্যায় প্রতিষ্ঠিত, তখন দুর্বল শিক্ষক বেচারা একা একা কী করিবে? যুগধর্ম, যুগের ন্যায়, না মান্য করিলে কী হয় তাহা সংপ্রতি আমার শিক্ষকপুত্রও বুঝিতেছেন। 'মাষ্টার কাল আসিও না, ইস্কুলে মিটিং হইবে ;আজ থাকিও, সকল ছাত্র-ছাত্রী লইয়া মিছিল করিব; পরশু থানা ঘেরাও করিব, না আসিলে কী হইবে আন্দাজ করিও ; তোমাদের বেতন বাড়িতেছে, কমিটির চান্দা বাড়াইয়া দাও'—এই সকল নির্দেশের অন্যথা করিলে কী হয়, আপনি আমার অধিক জানেন। অধিরথবাবুও অবগত আছেন বিলক্ষণ।

প্রীত্যর্থী
হরিপদ বটব্যাল
বৃন্দাবন চক

৩. পরম হিতার্থী 'প্রকাশিকা' পত্রিকার সম্পাদকেষু,

আমি গরীব চাষী। নিজে লিখতে বা পড়তে পারি না। কিন্তু আপনার পত্রিকার কথা অনেক শুনেছি বলে এই চিঠি পাঠাচ্ছি অনেক আশা নিয়ে।

আমার ছোট মেয়ে কমলা (১২) গত দু'বছর কঠিন হার্টের রোগে ভুগে ভুগে কঙ্কাল। সম্প্রতি জানা গেছে অপারেশন ছাড়া তার সুস্থ হবার কোনই সম্ভাবনা নেই। আত্মীয়-স্বজন বলাবলি করছেন ভেলোরে নিয়ে গেলে ভালো হয়। সেখানে না কি সব বিলাতের ডাক্তার এবং খর্চাপাতিও কলকাতার চেয়ে কম পড়বে। যা সম্বল ছিল দু বছরে সব বেরিয়ে গেছে। সামান্য জমি। এক ফসলি চাষাবাদ করি। অন্য সময় জন খাটি। এমতাবস্থায় আপনার পত্রিকা মারফৎ কিছু সুরাহা যদি হয়, মেয়েটি আমার বাঁচে।

এই ঠিকানায় সাহায্য সহায়তা পাঠালে বাধিত হই।

দোলগোবিন্দ দাস
গ্রাম : লাফসা
পো : বারবাটিয়া
জিলা : পূর্ব মেদিনীপুর
পিন : ৭২১৪৪৩

সম্পাদকীয়

প্রকাশিকার পাঠকবর্গ বিলক্ষণ অবগত যে, এই গ্রামদেশে আমরা বহু বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করিয়া আজিও যে প্রকাশিত হইতে আছি, তাহার দুই কারণ। প্রথম, পরমাত্মীয় পাঠকবর্গ, দ্বিতীয়, আমাদিগের নব্য সংবাদগ্রাহকদিগের সত্যপ্রিয়তা ও সাহস। অতএব, আমরা মনুষ্যের পূর্ণাবস্থা অর্থাৎ দ্বিপদনির্ভর হইয়া চলিতে আছি। চলিতে থাকিব। যে সংবাদপত্র, এই দুইয়ের অতিরেক সহায়তায় চলিতে চাহে তাহাদিগকে আমরা যথাক্রমে ত্রিপদী, চতুষ্পদী ও বহুপদী আখ্যাত করিয়া থাকি। একটু রহস্যমতো হইয়া গেল। বুঝাইয়া দিব।

হিঁয়ালীটি সকলেই পরিজ্ঞাত। কোন্ প্রাণী প্রথমে চতুষ্পদ, পরে দ্বিপদ, তৎপরে ত্রিপদ নির্ভর? উত্তর—মনুষ্য। বাল্যে হামাগুড়ি দেয় দুই হাতে দুই পায়ে; ডাঁটো হইলে দ্বিপদ। বার্ধক্যে যষ্টি সহকারে ত্রিপদ। কতকগুলিন সংবাদপত্রের দেখি বাল্যাবস্থা কিছুমাত্র অতিক্রান্ত হইতে চাহে না; তাহারা হামাগুড়ি দিয়া চলে। কতক আছে, রাজনীতির যষ্টি নির্ভর, ইহাদিগের আবার মধ্যে মধ্যে যষ্টি বদল ঘটিয়া থাকে; কখনও দেখিবে দক্ষিণ হস্তে, কখনওবা বাম হস্তে যষ্টি ধারণ করিয়া ত্রিভঙ্গ। আর কতকগুলিন আছে, যাহাদিগের অজস্র বাহু অজস্র পদ, কতক প্রকাশ্য, কতক প্রচ্ছন্ন—সর্বদা সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িয়া আছে। 'গ্রামবার্তা', যে-মহাপুরুষের নামচিহ্ন ধারণ করিয়াছে, তৃতীয়, চতুর্থ, কোনও প্রকার নির্ভরতাই তাহার সম্ভবে না। আর সেইহেতু হিংসালু রাজনীতি-ব্যবসায়ীদিগের সে দিন দিন চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিতেছে।

সংপ্রতি, সংবাদ সংগ্রহে গিয়া আমাদিগের প্রীতিভাজন মিত্র সারোয়ার হোসেন হাটগোলকপুরে নিগৃহীত হইয়াছেন, খয়রাশোলের অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ ছাপিয়া 'অপরাধ' করিয়াছি ;তাই ওই গ্রামে আমাদিগের সংবাদগ্রাহক পুলক হাঁসদাকে যদি আর প্রেরণ করি, তো তাঁহারা 'দেখিয়া লইবেন' বলিয়া জানাইয়াছেন। স্থির করিয়াছিলাম, বৃদ্ধ, নিজে যাইব। আমার সম্মুখে তো মৃত্যু ব্যতীত আর ভবিষ্যৎ নাই। ছোকরাগুলিন কথা শুনেন নাই; পুলক বা সারোয়ার কেহই আমাকে অকুস্থলগুলিতে যাইতে দিলেন না; প্রাণ বিপন্ন হইতে পারে জানিয়াও নির্ভয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিতে তাঁহারা নিজেরাই যাইবেন স্থির করিয়াছেন। হরিনাথ জানিলে বড় প্রীত হইতেন।

বঙ্গদেশের সংবাদপত্রকুলে পুলক, সারোয়ারদিগের ন্যায় নব্য নির্ভীক যুবাদিগের উত্থান হউক। আর সংবাদপত্রগুলি শুন! তোমরা দ্বিপদমাত্র অবলম্বন করিয়া নিজ কর্তব্যে অবিচল থাকিও। নত হইও না, নত করিও না।

তব সুধারসধারা

"তোমার প্রতিবাসীর গৃহে লোভ করিও না; প্রতিবাসীর স্ত্রীতে, কিম্বা তাহার দাসে কি দাসীতে, কিম্বা তাহার গোরুতে কি গর্দ্দভে, প্রতিবাসীর কোন বস্তুতেই লোভ করিও না।" (দশ আজ্ঞা : যাত্রা পুস্তক : পবিত্র বাইবেল)

❑ গ্রামবার্তা প্রকাশিকা সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী— ফকিরচাঁদ কর

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা

কাঙ্গাল হরিনাথের গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা □ অমর দত্ত

কাঙাল হরিনাথ মজুমদার স্মারক গ্রন্থ □ আবুল আহসান চৌধুরী

প্রত্যন্ত বাংলার গুপ্ত বিদ্যা □ ড. প্রবোধকুমার ভৌমিক

বঙ্গ-সংস্কৃতিতে আদিবাসী ঐতিহ্য □ সুহৃদকুমার ভৌমিক

Singur to Nandigram □ Amit Bhattacharya

বাংলা দেহতত্ত্বের গান □ সুধীর চক্রবর্তী

সমতট (108) □ সম্পাদক—অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত

তথ্যকেন্দ্র (জুলাই-২০০৯) □ সম্পাদক—সব্যসাচী তালুকদার

মাওবাদীদের প্রচার পত্র □ 'সূর্য' নামে প্রচারিত

মহাভারত

বাইবেল

কথামৃত

তাযকারেতুল আম্বিয়া

আরজ আলি মাতুব্বর রচনা সংগ্রহ

ভগবান বুদ্ধ বলতেন, সমাজের ঘোর দুঃসময়ে কূট তর্ক বেড়ে যায়। নয়ের দশকের শেষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে শুধু আলোচনা আর আলোচনা। যদিও তাতে আলো ছিল না বললেই চলে, সবটাই চোনা। প্রাথমিক স্তরে ইংরিজি তুলে দেওয়ায় সর্বত্র ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে দামি 'ইংলিশ' স্কুল। স্বাস্থ্য প্রশাসনের সঙ্গে সঙ্গে ভাসান হয়ে যাচ্ছে শিক্ষার। নেতা মন্ত্রীরা অবশ্য তখন ব্যস্ত বামফ্রন্ট বনাম উন্নততর বামফ্রন্টের তরজায়।

রাজ্যে হু হু করে বাড়ছে মল, মাল্টিপ্লেক্স, বৃদ্ধাবাস, ম্যাসাজ পার্লার, সাপ্লাই সিন্ডিকেট। এরকম একটা সময়ে, সেই সময়কেই উপন্যাসের বিষয় করেছেন স্বপন। যার গড়নের জন্য আশ্রয় নিয়েছেন হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬) বা, কাঙাল হরিনাথের কাগজ *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা*-র।

তবে হরিনাথের কাগজ ছিল বাস্তবে ঘটা ঘটনার বিবরণ। স্বপনের কাগজ বিশুদ্ধ কল্পনার। যদিও বাস্তব আর বিশুদ্ধ কল্পনার মধ্যে কোনটা বেশি সত্যি আমাদের জানা নেই।

স্বর্ণকুমারী দেবীর সহায়তায় প্রকাশিত হরিনাথের গ্রামবার্তা সেসময়ের অনেককেই নাড়া দিয়েছিল। ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত স্বপনের *গ্রামবার্তা*, বাকিদের কথা জানি না, আমাদের নাড়া দিয়েছে জোর। এতটাই, যে এই বইটি আমরা প্রকাশ করতে চেয়েছি বারবার। এতদিনে অনুমতি পাওয়ায় প্রকাশক হিসেবে আমরা গর্বিত।

আপনাদের ভালো লাগলে শ্রম সার্থক বলে জানব।

ISBN : 978-93-83014-14-9

২০০